بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মান্থলী হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَزَهَقَ الۡبَاطِلُ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا

অর্থ: "হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"
(সূরো বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত)

হক্বের দা'ওয়াত নামকরণ:

وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ

অর্থ: "হক্বের দা'ওয়াত দিতে হলে ছবর বা ধৈর্য ধরতে হয়।" (সূরা আছর-৩ নং আয়াত শরীফ)

৭ম সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা)

রবিউল আউয়াল শরীফ- ১৪৪৮ হিজরী
আগস্ট- ২০২৬ ঈসায়ী
ভাদ্র- ১৪৩৩ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

উপদেষ্টা:
প্রফেসর মুহাম্মাদ মিজানুর ইসলাম
প্রফেসর মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন
প্রফেসর মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম তারেক

নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

অনলাইন সম্পাদক :
মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী

ওয়েব
মুহাম্মাদ রাহাতুল ইসলাম সৌরভ

কম্পোজ
মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :
মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান

সার্কুলেশন ও প্রচার :
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (একমাত্র নিজস্ব নাম্বার)
অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০
ওয়েব সাইট : **www.hoquerdawat.com**
ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com
প্রধান কার্যালয় :
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া সিটি।

হাদিয়া : ৩৫ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র :

❖ প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া.............৪

❖ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী মাদ্রাসা ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য.....৫

বিষয়: দরসে কুরআন

❖ পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ.......৬

❖ বিষয়: দরসে হাদীস...৮

❖ **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত ও দলীলভিত্তিক ওয়াজ শরীফ (৫ম পর্ব)...............৯**

- পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ সম্পর্কে দলীলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা.............................৯
- নবীজি পাক ﷺ উনার মীলাদে খুশী বা ঈদ প্রকাশ করে আবু লাহাবের কবরে শান্তি পাওয়ার ঘটনা (সহীহ্ বুখারী ৫১০১ নং হাদীস)......১০
- ছোলাবুটের উত্তম ঘটনা..........................১২
- সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ...১২
- নবীজি পাক (ﷺ) নিজেই ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপন করেছেন:.......................১৪
- একনজরে ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) ও মিলাদ ক্বিয়ামের দলীল সমূহ:.........................১৪
- পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের ফজিলত.....১৫
- কোন রাত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর রাত নাকি ক্বদরের রাত.......................১৬
- পবিত্র রবীউল আউওয়াল মাসের বিশেষ দিবস সমূহ:...১৬

❖ **মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে ঘরে বসে বিনা শিক্ষকে অতি সহজেই আরবী ব্যাকরণ, তাহক্বীক ও তারকীব শিক্ষার সুযোগ..............................২০**

❖ **মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই হিন্দি ভাষা শিক্ষার সুযোগ..................................২১**

❖ **মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই উর্দু ভাষা শিক্ষার সুযোগ....................................২২**

❖ **মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই ফারসি ভাষা শিক্ষার সুযোগ...............................২৩**

ফতওয়া বিভাগ

❖ **নূরে মুহাম্মাদী ﷺ প্রথম সৃষ্টি সনদসহ দলীল........২৪**

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

❖ ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ এর ফজিলত ও আমল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি...২৭

❖ নবীজি পাক ﷺ উনাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলা যাবে কি'না...২৭

❖ শরয়ী দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর দা'ওয়াতী র‍্যালী করা যাবে কি'না?...২৮

❖ মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনাকে সাহাবী হিসেবে বিশ্বাস করি। কিন্তু মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনি যে ইয়াজীদকে খেলাফত দেননি এই বিষয়ে জানতে চাই...২৯

❖ গাউস, কুতুব, আবদাল কাকে বলে?......................৩০

❖ (নফল নামায পর্ব) সোমবার দিনের নামায..............৩২

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি ﷺ উনার সুন্নাত

❖ মিসওয়াক সম্পর্কীত সুন্নাত...........................৩৩

❖ ওযু ব্যতিত অন্যান্য যে সময়ে মেসওয়াক করা সুন্নত ও মুস্তাহাব...৩৩

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

মাসআলা মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ....৩৪

দরূদ শরীফ নেকীর পাল্লা ভারী করবে...................৩৫

❖ **দরূদে শিফার ফজিলত ও দরূদ শরীফ............৩৬**

❖ **ইলমে তাসাউফ অধ্যায়:** বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (رحمة الله عليه) উনার জীবনী মুবারক (২য় পর্ব).................৩৭

❖ **ইলমে শরীয়ত অধ্যায়:** খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (رحمة الله عليه) উনার জীবনী মুবারক (২য় পর্ব)..........৩৮

❖ তাসাউফ ও মা'রেফতের সঠিক ব্যাখ্যা.................৩৯

ঘটনা পর্ব

❖ পবিত্র দরূদ শরীফ লিখার ফযীলত.......................৪০

❖ মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (৩য় পর্ব) ৪০

❖ শুকরিয়া করলে নেয়ামত বৃদ্ধি হয় (সূরা ইবরাহীম-৭ নং আয়াত) পর্ব-০১...৪১

❖ **নাতে ও রসূল ﷺ ও শানে মুর্শিদ............৪২**

কলাম ও মতামত বিভাগ

❖ **নবীজি পাক ﷺ উনার প্রিয় আয়াত (আম্মা হুজুর ক্বিবলা)...৪৫**

❖ **নবীজি পাক ﷺ কি সুপারিশ করতে পারবেন না?..৪৫**

❖ নবী-রসূল (عليهم السلام) ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (رحمة الله عليهم) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ পর্ব)............৪৭

❖ হযরত জিবরাঈল (عليه السلام) ও হাসান, হোসাইন (رضي الله عنهما) উনাদের জান্নাতী আঙ্গুরের ঘটনা.......................................৪৯

❖ **ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ কি ও ইহার হুকুম:...............৫১**

❖ **সাহাবীগণ মিলাদ পড়ার সহীহ্ হাদীসের দলীল.....৫৭**

❖ **সম্পাদকীয় :** পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ মানবতা ও শান্তির চিরন্তন বার্তা..................................৬২

❖ **হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ আহ্বান ও হক্বের দা'ওয়াত...৬**

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,
সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)
সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنه ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্বানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া সিটি এবং হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

**Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio**

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে QR Code স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে সঠিক আমল-আক্বীদা ও ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না। (মুসতাদরেকে হাকীম)

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে কিছু মৌলভী ও পীর দাবীদারেরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত দাবী।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা প্রতি মাসে ইসলামি পত্রিকা **"মাহ্ছলী হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো- হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার সঠিক পথে আহ্বান জানানো। এই পত্রিকায় আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইংশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাহ্ছলী হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাংলাদেশ।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাহ্ছলী হক্বের দা'ওয়াত

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী মাদ্রাসা ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

উহা ফিতনা ফাসাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা-পুরুষকে ফরজ ও সুন্নতী পর্দার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহপাক এবং হুযুর পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দা এবং পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ, শবে বরাত, শবে ক্বদর সহ সত্যিকারের ইসলামে গ্রহণযোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক্ব সুন্নতী শরীয়ত-ত্বরীকত-হাকিক্বত ও মারেফত ভিত্তিক সকলকে পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সঠিক আমল আক্বিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ-প্রতিবেশী, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা- বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপনজন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী একটি অরাজনৈতিক সুন্নতী দরবার শরীফ, আর এই দরবার শরীফের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা করা যাবেনা, দেশ-জাতি ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দীকী** উনার কোনো মুরিদ বা অনুসারী যুক্ত হতে পারবেন না। এরকম কোনো কাজের অথবা কোনো জঙ্গী-সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোনো প্রমাণ উনার কোনো মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে অত্র দরবার শরীফের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্যিকারের ইসলাম নিজেরা মানবো অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করবো। দেশ, জাতি ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করবো। কারো কোনো ক্ষতি করবো না। আমরা সুদ-ঘুষ, জেনা, চুরি-ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, প্রাণীর ছবি ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা ও গুলসহ সকল হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকবো ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে হাকিক্বতে বাইয়াত, দা'ওয়াত এবং হারাম ও কাফেরদের তাশাব্বুহ্ মুক্ত জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খিলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাবো ইংশা-আল্লাহ্।

নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, মহিলাগণ আমার পিছনে (কাবা অথবা মসজিদে নববীতে) নামাজ পড়ার চাইতে ঘরের ভিতরে একা একা নামাজ পড়লে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশি পাবে। (দায়লামী শরীফ ২/২৮৯ পৃ. ও সহীহ্ ইবনু খুজায়মা সহ অনেক নির্ভরযোগ্য দলীল) আমাদের সুন্নতী জামে মসজিদে কোনো মহিলা জামাতে নামাজ পড়তে পারবেন না। ইসলামী শরীয়তে জামাতে নামাজ পড়া মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাকরূহে তাহরীমী ও সাহাবাগণ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের ইজমা অস্বীকার করা কুফরী। (সমূহ ফতওয়ার কিতাব) একা একা নামাজ আদায় করে শুধুমাত্র সুন্নতী ওয়াজ, তওবা, বাইয়াত ও দোয়াতে শরীক হয়ে পর্দার সাথে আম্মা হুজুরের সহিত মহিলাদের সাক্ষাত করার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত দরবার শরীফের মহিলা মহলে ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারবে না এবং পুরুষ মহলে কোনো মহিলা প্রবেশ করতে পারবেনা। এবং কোনোক্রমেই নারী-পুরুষ বেপর্দা হতে পারবে না। (উহা দন্ডনীয় অপরাধ)।

বিষয়: দরসে কুরআন

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী সংকলিত-

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ কিতাব

(১ম খন্ড থেকে সংগৃহীত)

১ম পারা

ركوعها-٤٠	سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ	اٰياتها-٢٨٦
রুকু সংখ্যা-৪০	সূরোতুল বাক্বোরোহ-মদিনায় অবতীর্ণ	আয়াত সংখ্যা-২৮৬
Ruku-40	**Surotul Bakoro- Descended in Madina**	**Ayaat-286**

পূর্ণাঙ্গ আয়াত শরীফ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

পূর্ব প্রকাশের পর হতে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥)

বাংলা উচ্চারণ: ৫। উলা-য়িকা আ'লা-হুদাম্ মির্ রব্বিহিম্ ওয়া উলা-য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূ-ন্।
বাংলা অর্থ: ৫। সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবে।

English Transliteration: 5. Ulaaai'ka a'laa hudam mir robbihim wa ulaaai'ka humul muflihuun.

Translate Of English: Those are upon [right] guidance from their truth Lord, and it is those who are the successful.

প্রত্যেক শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ:

مِّنْ	هُدًى	عَلٰى	أُولٰٓئِكَ	আরবি:
মিন্	হুদান	আ'লা-	উলা-য়িকা	বাংলা উচ্চারণ:
পক্ষ থেকে	হিদায়াতের	ওপরে আছে	তারাই (প্রতিষ্ঠিত)	বাংলা অর্থ:

(٥)	الْمُفْلِحُوْنَ	هُمُ	وَأُولٰٓئِكَ	رَّبِّهِمْ ۗ
(৫)	আল্-মুফ্লিহূ-ন্	হুমু	ওয়া উলা-য়িকা	রব্বিহিম্
(৫)	সফলকাম	তারাই	এবং তারা	তাদের রবের

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ (٦)

৬। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ সাওয়া-উন্ আ'লাইহিম্ আ আংযারতাহুম্ আম্ লাম্ তুংযির্ হুম্ লা-ইউ'মিনূ-ন্।

৬। নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে, তাদেরকে আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন আর না করেন-তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।

6. Innal lazeena kafaruu sawaaaun a'laihim a-angzar tahum am lam tungzirhum laa yu'minuun.

6. Indeed, those who disbelieve - it is all the same for them whether you warn them or do not warn them - they will not believe.

ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ	عَلَيۡهِمۡ	سَوَآءٌ	كَفَرُوۡا	الَّذِيۡنَ	اِنَّ
আ আংযারতাহুম্	আ'লাইহিম	সাওয়া-উন্	কাফারূ	আল্লাযী-না	ইন্না-
আপনি (কি) তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন	তাদের জন্য	সমান	কুফরী করেছে,	যারা	নিশ্চয়ই

(٦)	لَا يُؤۡمِنُوۡنَ	تُنۡذِرۡهُمۡ	لَمۡ	اَمۡ
(৬)	লা-ইউ'মিনূ-ন্	তুংযির্হুম্	লাম্	আম্
(৬)	তারা ঈমান আনবে না	আপনি তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন	না	অথবা

(অসমাপ্ত পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

একইসাথে আরবি আয়াতের সাথে বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজি অনুবাদ আবার প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি যা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. মুফতীয়ে আযম ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা প্রকাশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। সরাসরি দরবার শরীফে এসে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কুরিয়ারে নিতে পারেন।

কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০ (দরবার অফিস) (হোয়াটসঅ্যাপ)

বিষয়: দরসে হাদীস

নবীজি পাক ﷺ উনার ভালোবাসার নাম ঈমান (বুখারী-১৫ নং হাদীস শরীফ):

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا آدَمُ

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ

وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থ: আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র না হই। (বুখারী শরীফ- ১ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা, ১৫ নং হাদীস শরীফ)

হাদীসটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ:

১. ভালোবাসাই ঈমানের পরিমাপক (The Gauge of Faith): হাদীসের শুরুতে বলা হয়েছে 'লা ইউ'মিনু' (সে মুমিন হতে পারবে না)। মুহাদ্দিসীনগণের মতে, এর অর্থ তার ঈমান খাঁটি বা পূর্ণাঙ্গ হবে না। ইসলাম কেবল কিছু শুষ্ক নিয়মের সমষ্টি নয়, বরং এটি অন্তরের গভীরতম অনুভূতির নাম। একজন মানুষের ঈমান কতটুকু শক্তিশালী, তা মাপা হয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-উনার প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতা দিয়ে।

২. ভালোবাসার তিনটি প্রধান আকর্ষণ: মানুষ স্বভাবগতভাবে তিন শ্রেণীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে: পিতা-মাতা (মূল/অতীত): যারা আমাদের দুনিয়াতে আসার উসিলা এবং যাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি।

সন্তান-সন্ততি (শাখা/ভবিষ্যৎ): যাদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধাবোধ করে না। অন্যান্য মানুষ (সমাজ/পরিবেশ): বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা নেতা-নেত্রী, যাদের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তিনটির নাম সুনির্দিষ্ট করে ঘোষণা করলেন যে, মানুষের সহজাত ও সামাজিক ভালোবাসার যতগুলো সর্বোচ্চ চূড়া হতে পারে, সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান হতে হবে।

৩. আবেগী ভালোবাসা বনাম আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসা: ইসলামে ভালোবাসার প্রমাণ কেবল মুখে "নবী প্রেম" দাবি করা বা শ্লোগান দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمة الله عليه) বলেন, এই ভালোবাসার আসল পরীক্ষা হয় তখন, যখন মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে:

প্রথম পথ: নিজের পিতা-মাতা, সন্তান বা সমাজের পছন্দ এবং দুনিয়াবী লাভ।

দ্বিতীয় পথ: রাসূলুল্লাহ ﷺ -উনার সুন্নাত, শরীয়তের বিধান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার, সমাজ বা ব্যক্তিগত চাহিদাকে কুরবানি দিয়ে নবীজি ﷺ-উনার সুন্নাত ও আদর্শকে সানন্দে বেছে নেয়, মূলত সেই ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -উনাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) উনাদের জীবনে এই হাদীসের বাস্তব রূপ:

হাদীসের এই নির্দেশটি সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) উনাদের জীবনে কেমন ছিল, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জঙ্গে ওহুদের এই ঘটনাটি: ওহুদের যুদ্ধের পর মদীনার বনু দীনার গোত্রের এক আনসারী নারীর কাছে খবর পৌঁছাল যে, যুদ্ধে তাঁর পিতা, ভাই এবং স্বামী-তিনজনই শাহাদাত বরণ করেছেন। এই চরম শোকের খবর শুনেও সেই মহিয়সী নারী নিজের পরিবারের জন্য কাঁদলেন না। তিনি ব্যাকুল হয়ে কেবল একটি প্রশ্নই করছিলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কেমন আছেন?" সাহাবী (رضي الله عنهم) গণ যখন তাঁকে বললেন যে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভালো আছেন, তখন তিনি নিজে গিয়ে নবীজীকে স্বচক্ষে দেখলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে জীবিত দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঐতিহাসিক সেই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন: "ও আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি যদি নিরাপদ থাকেন, তবে আপনার পর দুনিয়ার সব মুসিবত ও শোক আমার কাছে একেবারেই তুচ্ছ!" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত ও দলীলভিত্তিক ওয়াজ শরীফ (৫ম পর্ব)

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ সম্পর্কে দলীলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থণা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ পাক যাকে হিদায়েত দেন তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত মুর্শিদ পান আর যে পথভ্রষ্ট তার জন্য হেদায়াতের অলী-মুর্শিদ কখনোই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী, আমাদের অভিভাবক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা ও রসূল ﷺ।

আজকের আলোচনা সমস্ত ঈদের সাইয়্যিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ এর ফজিলত এবং আহকাম সম্পর্কে।

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থ: "মুমিনদেরকে বলুন যে, রহমত ও ফজল হিসেবে পবিত্র কুরআন ও আপনাকে তাদের নিকটে দান করেছি তার জন্য তারা যেন খুশী প্রকাশ করে। কারণ আপনার আগমনে খুশি প্রকাশ করে কুরআন-সুন্নাহ মানলে যে ছওয়াব হয় তা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ভাল আমল হতে উত্তম"। (সূরা ইউনুস-৫৮ নং আয়াত শরীফ)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন রহমত পাওয়ার পরে ঈদ বা খুশি উদযাপন করি। আল্লাহর নির্দেশ মানা আমাদের জন্য ফরজ। আর আমরা সকলেই অবগত আছি যে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) সারা জাহানের রহমত। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"ও আমার হাবীব ﷺ আপনাকে আমি সারা জগৎ সমূহের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭ নং আয়াত শরীফ)

সুতরাং সবচেয়ে বড় রহমত এমনকি রহমতেরও রহমত হলো রহমাতুল্লিল আলামিন। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ফকিহ্ সাহাবী ও রঈসুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন,

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمُ اَلْقُرْاٰنُ وَالرَّحْمَةُ مُحَمَّدٌ ﷺ

অর্থ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন: নিশ্চয় 'ফাদ্বল' হলো ইলিম অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আর 'রহমত' হলো নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।" **(আল্লামা আলুছী: তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ১১তম জিঃ ১৮৩ পৃঃ; ইমাম ছিয়তী: তাফসীরে দূররে মানছুর, ৩য় খন্ড, ৫৮০ পৃঃ; তাফসীরে বাহরে মুহীত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৫ পৃঃ; তাফসীরে মানার, ১১তম খন্ড, ৩৩৩ পৃঃ;)**

এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত ইমাম মুহাদ্দিছ, মুফাসসির হযরতুল আল্লামা আহমদ শিহাবুদ্দীন হাইতামী (হাইছামী) (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার লিখিত বিশ্ব সমাদৃত, সর্বজন স্বীকৃত ও সুপ্রসিদ্ধ মীলাদ শরীফ-উনার কিতাব "আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ফী মাওলিদি সাইয়্যিদি উলদি আদমের ১ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠায়" বর্ণিত রয়েছে এবং ইউসুফ নাবেহানী ফতওয়ায়ে হাদীসিয়াহ্ জাওয়াহিরুল বিহার-৩/৩৫০ পৃষ্ঠায় এসেছে,

قَالَ اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : (নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ) হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব (رضي الله عنه) বলেন, "যে ব্যক্তি হুযূর পাক (ﷺ)-

উনার মীলাদ শরীফ পাঠ উপলক্ষ্যে দিরহাম তথা সময়, শ্রম, টাকা, খেদমত ব্যয় করবে, সে জান্নাতে আমার বন্ধু হয়ে থাকবে।" সুবাহানাল্লাহ!

(আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ফী মাওলিদি সাইয়্যিদি উলদি আদম এবং ইউসুফ নাবেহানী ফতওয়ায়ে হাদীসিয়াহ্ জাওয়াহিরুল বিহার-৩/৩৫০ পৃ.)

وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَا الْاِسْلَامَ۔

অর্থ : হযরত উমর ফারূক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ)-উনার মীলাদ শরীফকে বিশেষ মর্যাদা দিল তথা সময়, শ্রম, টাকা, খেদমত ব্যয় করলো সে মূলত ইসলামকেই পুনরুজ্জীবিত করলো।" সুবহানাল্লাহ্! **(আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ফী মাওলিদি সাইয়্যিদি উলদি আদম এবং ইউসুফ নাবেহানী ফতওয়ায়ে হাদীসিয়াহ্ জাওয়াহিরুল বিহার-৩/৩৫০ পৃ.)**

وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَائَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ۔

অর্থ : হযরত উসমান গণী যিন্নূরাইন رضي الله عنه বলেন, "যে ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ)-উনার মীলাদ শরীফ পাঠ উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করল তথা সময়, শ্রম, টাকা, খেদমত ব্যয় করলো সে যেন বদর ও হুনাইন যুদ্ধে শরীক থাকলো।" সুবহানাল্লাহ!

(আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ফী মাওলিদি সাইয়্যিদি উলদি আদম এবং ইউসুফ নাবেহানী ফতওয়ায়ে হাদীসিয়াহ্ জাওয়াহিরুল বিহার-৩/৩৫০ পৃ.)

وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِيْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِّقِرَائَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

অর্থ : হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু رضي الله عنه বলেন, "যে ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ)-উনার মীলাদ শরীফ পাঠের কারণে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করলো তথা সময়, শ্রম, টাকা, খেদমত ব্যয় করলো, সে ব্যক্তি অবশ্যই ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সুবহানাল্লাহ!

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু رضي الله عنه উনার সম্মানিত খলিফা হযরত ইমাম হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتُهُ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : আমাকে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও যদি দান করা হতো তাহলে আমি ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ-উপলক্ষ্যে ব্যয় করে দিতাম।" সুবহানাল্লাহ!

-আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ১ম খন্ড ৮ পৃষ্ঠা এবং ইউসুফ নাবেহানী ফতওয়ায়ে হাদীসিয়াহ্ জাওয়াহিরুল বিহার-৩/৩৫০ পৃ।

নবীজি পাক ﷺ উনার মীলাদে খুশী বা ঈদ প্রকাশ করে আবু লাহাবের কবরে শান্তি পাওয়ার ঘটনা (সহীহ্ বুখারী ৫১০১ নং হাদীস)

MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৫৩ পৃষ্ঠায় এসেছে,

মানুষের সমগ্র জীবনের অনেক আমল থাকে, সে আমল আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে কবুল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে! কিন্তু কেউ যদি পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করে, ইবাদত ও বন্দেগী দিয়ে খুশি প্রকাশ করে এটা নিশ্চিত তার এই আমল কবুল হবেই হবে! এ আমল কখনোই বৃথা যাবে না ইনশা-আল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা সবাই আবু লাহাবের কথা জানি। আবু লাহাব হচ্ছে কাট্টা কাফির ! হুজুর পাক (ﷺ) উনার নবুওয়ত মুবারক প্রকাশ করার পর থেকে সে লাগাতার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো! শুধু তাই নয় এই কাফির

আবু লাহাব স্ব পরিবারে হুযূর পাক (ﷺ) উনার চরম বিরোধিতা করতো ! আল্লাহ পাক এই আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর ধ্বংস ঘোষণা করে সূরা লাহাব নামে একটি সূরা নাজিল করে দিলেন!

হুযূর পাক (ﷺ) যখন বিলাদত শরীফ লাভ করেন তখন এই আবু লাহাব নিজের ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (عليه السلام) উনার মুবারক পুত্র উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে। এ খুশি প্রকাশ কিন্তু সে নবী হিসাবে করে নাই, এ খুশি প্রকাশ করেছিলো সে নিজের ভাইয়ের পুত্র উনার আগমন উপলক্ষে! আর এই খুশি প্রকাশ করাটাই তার জন্য একটি বিশেষ সু-সংবাদের বিষয় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে !!

আসুন এবার আমরা সহীহ্ হাদীস শরীফ থেকে দেখি কি ঘটনা ঘটেছিলো-

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْه" أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنها قَالَ عُرْوَةُ رضي الله عنه وثُوَيْبَةُ رضي الله عنها مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَه" بَعْضُ أَهْلِه,, بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَه" مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هٰذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ رضي الله عنها

অর্থ : হযরত উরওয়া رضي الله عنه তিনি বর্ননা করেন, হযরত সুয়াইবিয়া رضي الله عنها তিনি ছিলেন আবু লাহাবের দাসী এবং আবু লাহাব হুযূর পাক (ﷺ) উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি হয়ে উনার খিদমত মুবারক করার জন্য হযরত সুয়াইবিয়া رضي الله عنها কে আযাদ করে দিয়েছিলো! এরপর আখেরী রসূল, হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক (ﷺ) উনাকে তিনি দুধ পান করান। অতঃপর আবু লাহাব যখন মারা গেলো (কিছুদিন পর) তার পরিবারের একজন অর্থাৎ তার ভাই হযরত আব্বাস رضي الله عنه তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, আবু লাহাব সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিপতিত আছে! তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে? আবু লাহাব উত্তরে বললো, যখন থেকে আপনাদের থেকে দূরে রয়েছি তখন থেকেই ভীষণ কষ্টে আছি ! তবে হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক (ﷺ) উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে দাসী সুয়াইবিয়া رضي الله عنها উনাকে দু'আঙ্গুলের ইশারায় আযাদ/মুক্তি দেয়ার কারণে সেই দু'আঙ্গুল হতে সুমিষ্ট ঠান্ডা ও সুশীতল পানি পান করতে পারছি।" **(সহীহ্ বুখারী শরীফ কিতাবুন নিকাহ- ২য় খন্ড ৭৬৪ পৃষ্ঠা ৫১০১ নং হাদীস, উমদাতুল ক্বারী লি শরহে বুখারী ২০ খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)**

বিখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার, হাফিজে হাদীস, হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস, হাফিজে হাদীস, হযরত বদরুদ্দীন আইনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনারা উনাদের বুখারী শরীফের শরাহ্ "ফতহুল বারী শরহে বুখারী এর ৯ম খন্ড ১১৮ পৃষ্ঠা এবং উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী এর ২০ তম খন্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায়" উল্লেখ করেছেন-

وَذَكَرَ السُّهَيْلِى اَنَّ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ رَاَيْتُهُ فِى مَنَامِىْ بَعْدَ حَوْلٍ فِى شَرِّ حَالٍ فَقَالَ مَا لَقِيْتُ بَعْدَ كُمْ رَاحَةٌ اِلَّا اَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ عَنِّىْ فِى كُلِّ يَوْمِ اِثْنَيْنِ وَذٰلِكَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ بَشَرَتْ اَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهٖ فَاَعْتَقَهَا.

অর্থ : হযরত ইমাম সুহাইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্বাস رضي الله عنه তিনি বলেন, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখি যে, সে অত্যন্ত দুরবস্থায় রয়েছে। সে বললো, (হে ভাই হযরত আব্বাস رضي الله عنه) আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর আমি কোন শান্তির মুখ দেখি নাই। তবে হ্যাঁ, প্রতি সোমবার দিন যখন আগমন করে তখন আমার থেকে সমস্ত আযাব লাঘব করা হয়, আমি শান্তিতে থাকি। হযরত আব্বাস رضي الله عنه তিনি বলেন, আবু লাহাবের এ

আযাব লাঘব হয়ে শান্তিতে থাকার কারণ হচ্ছে, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক (ﷺ) উনার বিলাদত শরীফ এর দিন ছিলো সোমবার দিন। সেই সোমবার দিনে হুযুর পাক (ﷺ) উনার বিলাদত শরীফের সুসংবাদ নিয়ে আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবিয়া (রাঃ) তিনি আবু লাহাবকে জানালেন তখন আবু লাহাব বিলাদত শরীফের খুশির সংবাদ শুনে খুশি হয়ে হযরত সুয়াইবিয়া (রাঃ) উনাকে তৎক্ষনাৎ আযাদ করে দেয়।"

(MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "শত শত আমল-আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয়")

ছোলাবুটের উত্তম ঘটনা:

এই উপমহাদেশের সবচাইতে বড় আলেম, ওহাবী-সালাফী, তাবলিগী, চর্মনাই, জামাতী, সুন্নী সকলের মান্যবর শায়েখ ও পীর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিলাদুন্নবী (ﷺ) মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি লিখেছেন: একবার তিনি সামর্থ কম থাকার কারণে ভালো তাবারকের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। তাই তিনি বরকতের উদ্দেশ্যে একমাত্র তাবারক হিসেবে সামান্য কিছু 'ছোলাবুট' (ভাজা বুট) মিলাদে আগত অতিথিদের মাঝে বিতরণ করলেন। মনের ব্যথা নিয়ে তিনি রাতের বেলা ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তিনি নবীজি পাক (ﷺ) উনার জিয়ারত বা দীদার লাভ করেন। এরপর নবীজি পাক (ﷺ) স্বপ্নের মধ্যে বলছেন, হে আব্দুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) আপনার মিলাদ-ক্বিয়ামের মাহফিল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। এইযে দেখুন আপনার ছোলাবুট তাবারক আমার হাতেও রয়েছে। তারপর নবীজি পাক (ﷺ) ছোলাবুট আব্দুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) উনার হাতে দিলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন নবীজির দেওয়া সেই ছোলাবুটটি উনার হাতের মধ্যেই রয়েছে। সুবহানাল্লাহ্!

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي

অর্থ: "যে ব্যক্তি আমাকে সপ্নে দেখল সে যেন আমাকেই (বাস্তবে) দেখল, কেননা শয়তান আমার ছুরত ধারণ করতে পারেনা।" (সহীহ্ বুখারী-১১০ নং হাদীস শরীফ)

সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ)

পবিত্র ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ হচ্ছে সকল রাত ও দিনের চেয়েও লক্ষ-কোটিগুণ বেশি মর্যদাসম্পন্ন ও ফজিলতপূর্ণ রাত ও দিন মুবারক। পবিত্র সূরা আম্বিয়া ১০৭ ও সূরা ইউনুস ৫৮ নং আয়াত সহ অসংখ্য দলীলের ভিত্তিতে সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) **সহীহ্ বুখারী ও মিশকাত শরীফের ১/১২০ পৃষ্ঠার** হাদীস শরীফে হুজুর পাক (ﷺ) বলেন- হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি ও ইন্তেকালের দিন হওয়ার কারণে জুমআ'র দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন আর বুখারী শরীফ ৫ম খন্ড শামসুল হক ফরিদপুরী অনুদিত ৭ পৃষ্ঠার হাদীসে কুদসী: আল্লাহ পাক বলেন, হযরত আদম (আঃ) উনাকেও সৃষ্টি করতামনা মুহাম্মদ (ﷺ) উনাকে সৃষ্টি করা ছাড়া। সুবহানাল্লাহ !

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সম্মানিত কাউছার বা সমস্ত ভালাই অর্থাৎ সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো হাদিয়া মুবারক করেছি।" সুবহানাল্লাহ! **(সূরা কাওছার: ০১)**

এই সূরা কাওছারের লক্ষ-কোটি ব্যাখ্যা। তার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'খইরে কাছীর' তথা সমস্ত প্রকার ভালাই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার হাবীব

হুযূর পাক (ﷺ) উনাকে সমস্ত ভালাই তথা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো হাদিয়া মুবারক করেছেন। সুবহানাল্লাহ! অন্যদিক থেকে উনার সাথে যে বিষয় মুবারকগুলো সম্পৃক্ত হয়েছেন, সে বিষয় মুবারকগুলো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ! সূরা আম্বিয়া ১০৭ নং আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"ও আমার রসুল ﷺ আপনাকে আমি সারা জগতের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি।"

যার কারণে এই ব্যাপারে সমস্ত ইমাম-মুজতাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনারা উক্ত আয়াত শরীফের ভিত্তিতে ইজমা করেছেন যে,

اِنَّ التُّرْبَةَ الَّتِىْ اتَّصَلَتْ اِلٰى اَعْظُمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ حَتَّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই হুযূর পাক (ﷺ) উনার সম্মানিত জিসম মুবারক উনার সাথে এক মুহূর্তের তরেও স্পর্শ মুবারক করেছেন, যেই মাটি, ধূলি-বালি তথা পদার্থ-বস্তু যা কিছুই হোক না কেন, তাই মহাসম্মানিত ও বরকতময় এবং ফজিলতপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আসমান-যমীন; এমন কি মহান আল্লাহ পাক উনার সম্মানিত আরশে আযীম মুবারক থেকেও লক্ষ কোটিগুণ বেশি। সুবহানাল্লাহ!

অন্য ইজমা মুবারক-এ বলা হয়েছে,

فَاِنَّهٗ اَفْضَلُ مُطْلَقًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْكُرْسِىِّ حَتَّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই হুযূর পাক (ﷺ) উনার স্পর্শ মুবারক-এ যা কিছু এসেছে তা অবশ্যই সম্মানিত কা'বা শরীফ, সম্মানিত কুরসী শরীফ; এমনকি মহান আল্লাহ পাক উনার সম্মানিত আরশে আযীম মুবারক থেকেও লক্ষ-কোটিগুণ বেশি ফজিলতপ্রাপ্ত, সম্মানিত, শ্রেষ্ঠ।' সুবহানাল্লাহ!

এখন বলার বিষয় হচ্ছে, সাধারণ মাটি, ধূলি-বালি যার কোনো ক্বদর নেই; কিন্তু হুযূর পাক (ﷺ) উনার সম্মানিত স্পর্শ মুবারক-এ আসার কারণে উক্ত মাটি, ধূলি-বালির মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা যদি আসমান-যমীন, কা'বা শরীফ, কুরসী এবং মহান আল্লাহ পাক উনার সম্মানিত আরশে আযীম মুবারক থেকেও লক্ষ-কোটিগুণ বেশি হয়ে যায়, তাহলে হুযূর পাক (ﷺ) উনার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় মুবারক উনাদের শান-মান, ফাযায়িল-ফজিলত, বুযূর্গী-সম্মান মুবারক কত বেমেছাল সেটা এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

এই কারণেই সম্মানিত হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ফতওয়া দিয়েছেন যে, 'সম্মানিত লাইলাতুর রগাইব শরীফ' তথা রজব মাসের ১লা জুমআ'র রাত্রি মুবারক উনার মর্যাদা শবে ক্বদরের থেকেও লক্ষ-কোটিগুণ বেশি। সুবহানাল্লাহ! কেননা সেই সম্মানিত রাত্রি মুবারক-এ হুযূর পাক (ﷺ) তিনি কুদরতীভাবে উনার আম্মাজান (আলাইহাস সালাম) উনার খিদমত মুবারক-এ তাশরীফ মুবারক গ্রহণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

এই থেকে প্রমাণিত হয় হুযূর পাক (ﷺ) উনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বা বস্তু সেটা মাটি হোক বা দিন তারিখ হোক সকল বিষয়ই সমস্ত কিছুর চাইতে শ্রেষ্ট ও সম্মানিত।

সেটাই হযরত ইমাম মুজতাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনারা উনাদের স্ব স্ব কিতাবের মধ্যে আলোচনা করেছেন। যেমন হযরত আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি উনার 'মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ শরীফ' উনার মধ্যে বলেন,

اِنَّهٗ وُلِدَ لَيْلًا فَتِلْكَ اللَّيْلَةُ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِلَا شُبْهَةٍ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই হুযূর পাক (ﷺ) তিনি যেই রজনীতে সম্মানিত বরকতময় বিলাদতী শান মুবারক প্রকাশ করেছেন, নিঃসন্দেহে সেই সম্মানিত রজনী মুবারক 'লাইলাতুল ক্বদরের থেকে অধিক (লক্ষ-কোটিগুণ বেশি) ফজিলতপূর্ণ।'**(মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ শরীফ ৩৯ পৃষ্ঠা)** হযরত কারামত আলী জৈনপুরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি উনার বিশ্বখ্যাত কিতাব 'আল বারাহীনুল ক্বিত্বইয়্যাহ ফী মাওলিদি খইরিল বারিয়্যাহ' উনার মধ্যে বলেন,

فَبِهٰذَا الْوَجْهِ لَوْ جُعِلَتْ لَيْلَةُ الْمِيْلَادِ اَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَكَانَ اَلْيَقَ وَاَحْرٰى وَقَدْ صَرَحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অর্থ : "এই কারণে যদি হুযূর পাক (ﷺ) উনার সম্মানিত বরকতময় বিলাদতী শান মুবারক প্রকাশের রজনী মুবারক উনাকে তথা সম্মানিত ১২ রবীউল আউওয়াল শরীফ উনাকে শবে ক্বদর থেকে অত্যধিক (লক্ষ-কোটিগুণ বেশি) ফজিলতপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা আরো অধিকতর সমুচিত হবে। এই মতের সমর্থনে হযরত উলামায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের অনেকেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"

সুতরাং এই বিষয়ে যারা আপত্তি করবে, বুঝতে হবে তারা মহান আল্লাহ পাক এবং হুযূর পাক (ﷺ) উনাদের হাক্বীক্বত থেকে অনেক দূরে।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপনের আরো কিছু ভিত্তি

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে,

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

অর্থ : যখন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করবো, অত:পর যখনই আমার রাসুল (ﷺ) তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা উনার বাইয়াত হবে এবং সাহায্য করবে। **(সূরা আলে ইমরান: ৮১)**।

এই আয়াত দ্বারা সরাসরি প্রমাণ হয় যে, রোজে আজলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবীদেরকে জমায়েত করে নবীজি পাক (ﷺ) উনার মিলাদ তথা নবীজির আগমন সম্পর্কীত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি সকল নবীগণকে আমাদের নবীর নিকট বাইয়াত হওয়া ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সত্য পথে এক টাকা দান করলে দশ থেকে সাতশত টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়।
আর কর্জে হাসানা দিলে ১৮ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

নবীজি পাক (ﷺ) নিজেই ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপন করেছেন:

নবীজি পাক (ﷺ) ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদীস শরীফটি হলো নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ

অর্থ : "হযরত আবু কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে নবীজি পাক (ﷺ) বললেন <u>"এ দিন আমার মীলাদুন্নবী (ﷺ) অর্থাৎ এ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি।"</u>

আলোচ্য হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো নবীজি পাক (ﷺ) শুকরিয়া স্বরূপ রোজা রেখে সাপ্তাহিক মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করে উম্মতকে ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ, দিনে দা'ওয়াতী র‍্যালী তথা হক্বের দা'ওয়াত দেয়া ইত্যাদি কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত আমল করার উৎসাহ্ দিয়েছেন।

একনজরে ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) ও মিলাদ ক্বিয়ামের দলীল সমূহ

কওমী মৌলভীদের সকল কিতাবের লেখক মুরব্বীগনের কিতাব (১) ইমদাদুল মুশতাক ৩৮ পৃঃ, (২) মাওয়ায়িজে আশরাফিয়া, (৩) আশরাফুল জাওয়াব, (৪) মাকতুবাতে মাদানী, (৫) মুরকুমাতে ইমদাদিয়াহ, (৬) হাশিয়ায়ে হায়দারী, (৭) শামসুল হক ফরিদপুরী লিখিত- তাছাউফ তত্ত্ব ৩৯-৪৩ পৃঃ এবং (৮) হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) লিখিত- ফায়ছালায়ে হাফতি মাসায়েল ৭-১১ পৃঃ সহ -(৯) বুখারী ১/১৭৮, ২/৫৯১ পৃঃ (১০) মুসলিম ২/৯৫, ১/৩১২, ৩১৩পৃঃ (১১) মিশকাত ৪০২, ৪০৩ পৃঃ, (১২) মিরকাত, (১৩) লুময়াত, (১৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১৫) মুসতাদরেকে হাকিম, (১৬) সুনানুদ দ্বারিমী, (১৭) দ্বারি কুতনী, (১৮) মিলাদে আহম্মদি ১/৪৭ পৃঃ, (১৯) তাফসীরে রুহুল বয়ান, (২০) মিসবাহুয যুজাজাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ, (২১) ফতহুল মুবিন লি ইমাম নববী, (২২) জামিউল ফতওয়া, (২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে আযীযিয়া, (২৪) ফতওয়ায়ে

বরকতিয়া, (২৫) রুদ্দুল মুহতার, (২৬) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, (২৭) আহকামে শরীয়ত, (২৮) সুন্নী বেহেশতী জেওর, (২৯) জায়াল হক্ব, (৩০) কিতাবুত তানবীর, (৩১) ফি মাওলুদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, (৩২) ছুবুলুল হুদা ফি মাওলুদিল মুস্তফা, (৩৩) হুসনুল মাকাসিদ, (৩৪) সীরতে শামী ১/৮৪৩, ১/১৪৫পৃঃ, (৩৫) সীরতে নববী, (৩৬) যুরকানী, (৩৭) মা সাবাতা বিছ সুন্নাহ, (৩৮) আদ দুররুল মুনাযযাম, (৩৯) ছাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, (৪০) আল ইনতিবাহ্, (৪১) মিয়াতে মাসায়িল, (৪২) মিরআতুয যামান, (৪৩) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ৭/১১ পৃঃ, (৪৪) আল মাওলূদুল কবীর, (৪৫) ইশবাউল কালাম, (৪৬) আশ শিফা, (৪৭) কারামত আলী জৈনপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত- আল মুলাখ খাছ, (৪৮) কিতাবুস্ সীরাতিল মুহম্মদিয়া, (৪৯) আল জাওহারুল মুনাজ্জাম, (৫০) আল ইনসানুল উয়ুন ১/১০০পৃঃ (৫১) ইক্বদুল জাওহার, (৫২) আস্ সুলুকুল মুয়াজ্জাম, (৫৩) ক্বিয়ামুল মিল্লাহ, (৫৪) নুজহাতুল মাজালিস, (৫৫) হাবিউল ফাতওয়া (তাফসীরে জালালাইনের লেখক ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) ১/২৬২পৃঃ (৫৬) সিরাতে হালবিয়া ১/৮৪, ৯৯পৃঃ, (৫৭) আলমগীরী ১/৩৬, ১৩৬পৃঃ (৫৮) কবিরী ১/২৫৬পৃঃ, (৫৯) আশবাউন নাযায়ের ১/১৮০পৃঃ (৬০) কওমীদের কিতাব ইমদাদুল ফতওয়া ৪/২৭১পৃঃ (৬১) মাদারীজুন নবুওয়াত ২/৬১ পৃঃ (৬২) কওমীদের পীর আশরাফ আলী থানোবির তাবলীগ ১/৩৮ পৃঃ, (৬৩) শিফাউছ সুদুর ১/১০পৃঃ, (৬৪) আকাঈদে দেওবন্দ ১/১৯ পৃঃ (৬৫) হুসাইন আহম্মদ মাদানী লিখিত মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/২৩৯পৃঃ, (৬৬) আবু দাউদ ৪০২ পৃঃ, (৬৭) আইনী ৫/২৫৪ পৃঃ (৬৮) মাজমাউল ফাতুয়া ২/১৬১ পৃঃ (৬৯) মাওয়াহেব ১/৪৪৫ পৃঃ (৭০) মাকতুবাতে মোজাদ্দিদ আলফেসানী ১/৩৫৩ পৃঃ (৭১) আহকামুল কুরআন জাসসাস, (৭২) রুহুল মায়ানী, (৭৩) রুহুল বয়ান, (৭৪) কুরতুবী, (৭৫) কবীর, (৭৬) তাবারী, (৭৭) যাদুল মাছীর (৭৮) মাযহারী, (৭৯) ইবনে কাছীর, (৮০) খাযিন, (৮১) বাগবী, (৮২) দুররুল মনছূ'র, (৮৩) তাফঃ ইবনে আব্বাস, (৮৪) বুখারী, (৮৫) মুসলিম, (৮৬) আহমদ, (৮৭) তিরমিযী, (৮৮) আবু দাউদ, (৮৯) ইবনে মাজাহ, (৯০) মুয়াত্তা মালিক, (৯১) মুসতাদরাকে হাকিম, (৯২) দারিমী, (৯৩) বাইহাক্বী, (৯৪) মিশকাত, (৯৫) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (৯৬) উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, (৯৭) ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী, (৯৮) ফতহুল মুলহিম, শরহে মুসলিম (৯৯) শরহে নববী, (১০০) শরহে তিরমিযী, (১০১) আওনুল মা'বুদ, (১০২) বযলুল মাযহুদ, (১০৩) মিরকাত, (১০৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১০৫) লুময়াত, (১০৬) শরহুত ত্বীবী, (১০৭) তালিকুছ ছবীহ, (১০৮) মুযাহিরে হক্ব, (১০৯) কিতাবুত তানবীর ফি মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযির, (১১০) সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা, (১১১) দুররুর মুনাযযাম, (১১২) হাবীউল ফতওয়া, (১১৩) মাওলুদুল কবীর, (১১৪) ইশবাউল কালাম, (১১৫) মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, (১১৬) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম, (১১৭) খাছায়িছুল কুবরা, (১১৮) ওসায়িল ফী শরহিশ শামায়িল, (১১৯) রিসালায়ে মওদুদ, (১২০) আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত- মাছাবাতা বিস সুন্নাহ, আখবারুল আখইয়ার-১/৬২৪ পৃষ্ঠা, (১২১) মাকতুবাত শরীফ, (১২২) হাক্বীক্বতে মুহম্মাদী ও মীলাদে আহমদী, (১২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়া, (১২৪) **MMD. মুফতীয়ে আযম ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী রচিত- সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার**, (১২৫) **MMD. মুফতীয়ে আযম ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী রচিত-"শত শত আমল-আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয় (সনদসহ)** ইত্যাদি সহ প্রায় ৪০৫০ টি কিতাব। যা দিয়ে তাদেরকে দলীলের কবর দেয়া যাবে মাটির প্রয়োজন হবে না। ইংশা-আল্লাহ্।

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের ফজিলত

MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় এসেছে,

রবিউল আউয়াল মাস হলো আরবী হিসেবে তৃতীয় মাস। আল্লাহ তা'আলা একেক মাসকে একেক কারণে ফজিলত দান করেছেন। যেমন, রমাদ্বন মাসকে নুযুলে কুরআন ও লাইলাতুল কদরের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর রবিউল আউয়াল মাসকে সাহেবে কুরআন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (ﷺ) উনার শুভাগমনের কারণে সব মাস সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবান মাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ মাস আগমন করলে ঈমানদারগণের মনে আনন্দের ঢেউ উঠে। কারণ নবীজি পাক (ﷺ) উনার আগমনের দিন সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ।

কোন রাত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর রাত নাকি ক্বদরের রাত?

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম হযরত ইমাম তাহাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) (২২৯- ৩২১ হিজরী) তিনি বলেছেন,

وَنَقَلَ الطَّحْطَاوِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي حَوَاشِي الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ أَفْضَلَ اللَّيَالِي لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، ثُمَّ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْعِيدِ

অর্থ: রাত সমূহের মধ্যে উত্তম রাত হচ্ছে-
- পবিত্র মীলাদুন্নবী (ﷺ) এর রাত,
- অতঃপর লাইলাতুল কদরের রাত,
- অতঃপর মিরাজ শরীফের রাত,
- অতঃপর আরাফার রাত,
- অতঃপর জুমুয়ার রাত,
- অতঃপর ১৫ শাবানের রাত,
- অতঃপর ঈদের রাত।"

[তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১৯/ ১৯৪, সূরা ক্বদরের তাফসীরে]

ইমাম ইউসূফ নাবহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন,
বিশ্ব বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা তাহাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম শাফেঈ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর কওল নকল করে বলেন,
"নিশ্চয়ই ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাত হলাঃ
১) রাসূল (ﷺ) উনার জন্মদিনের রাত্র অর্থাৎ মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর রাত্র (১২ই রবিউল আউয়াল)
২) তারপর হলো শবে-ই-কদরের রাত্র।
৩) তারপর হলো মিরাজের রাত্র (২৭ শে রযব)
৪) তারপর উত্তম রাত্র হলো লাইলাতুল আরাফা (৯ই জিলহজ্জ)
৫) তারপর হলো জুমআ'র রাত্র
৬) তারপর হলো ১৫ই শাবানের রাত্র (শবে বরাত) এবং
৭) তারপর দুই ঈদের রাত্র।
[শায়খ ইউসুফ নাবহানীঃ জাওয়াহিরুল বিহারঃ ৩/৪২৬ পৃ]

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) [১১৯৮-১২৫২ হিঃ] বর্ননা করেন,

أَنَّ أَفْضَلَ اللَّيَالِي لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، ثُمَّ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْعِيدِ.

অর্থ: রাত সমূহের মধ্যে উত্তম রাত হচ্ছেঃ
- পবিত্র মীলাদুন্নবী (ﷺ) এর রাত,
- অতঃপর লাইলাতুল কদরের রাত,
- অতঃপর মিরাজ শরীফের রাত,
- অতঃপর আরাফার রাত,
- অতঃপর জুমুয়ার রাত,
- অতঃপর ১৫ শাবানের রাত,
- অতঃপর ঈদের রাত।"

(ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) : রদ্দুল মুহতার আলা আল দুররুল মুখতার (হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব) : ৮/২৮৫ (শামেলা), শারেহে বুখারী ইমাম কুস্তালানী : 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া', ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, ইমাম যুরকানী মালেকী : শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া', ১ম খণ্ড, ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা)

নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখার পরীক্ষিত আমল

MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৬০ পৃষ্ঠায় এসেছে,

রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ মাগরিব এবং এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যারা নিম্নোক্ত নিয়মে ১৬ রাকাত নামায আদায় করে, আল্লাহর রহমতে নিশ্চয় তাদের অচিরেই স্বপ্নযোগে হুজুর পাক (ﷺ) উনার

সাথে সাক্ষাত নসীব হবে এবং তারা অত্যধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে।
এই নামায ১৬ রাকাত নিম্নোক্ত নিয়মে আদায় করতে হয়-
দুই দুই রাকাতের নিয়তে এই নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে। নামায শেষে জায়নামাজে বসা অবস্থায় এক হাজার নিম্নের দরূদ শরীফ পাঠ করবে। নামায ও দরূদ শরীফ শেষে অজুর সাথে ডান কাতে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করবে।
২ প্রকারেই পড়া যায় তবে এই নিয়ম উত্তম।
চিশতীয়া তরীক্বার দরুদ শরীফ:

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ -

বাংলা উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ছল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ-লিহী- ওয়া সাল্লিম।
এইভাবে উক্ত দরূদ শরীফ ১২ দিন পড়বে, তাহলে হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখবে। ১২ দিনের বেশি লাগবে না। এশার নামাজের পরে ইহা শুরু করবে এবং অজুর সাথে পাক বিছানায় শুইবে এবং প্রতি রাতে ১৬ রাকাতে ৩২ খতম কুরআন শরীফ পড়ার ছওয়াব পাবে। **(সহীহ্ ইবনু খুজায়মা)**
মাকতু হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (ﷺ) উনার বিছাল শরীফের দিন তাবেয়ীগণ নবীজি পাক (ﷺ) উনার পবিত্র রূহের প্রতি হাদিয়ার উদ্দেশ্যে বিশ রাকায়াত নামায পড়তেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা ইখলাস পড়তেন। একদিন একজন অলী ব্যক্তি এই নফল নামায নবীজি পাক (ﷺ) উনার প্রতি হাদিয়াস্বরূপ পড়েছিলেন। তাই উক্ত অলী ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং নবীজি পাক (ﷺ) তাঁকে বেহেস্তের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ্! কি সৌভাগ্য ঐ ব্যক্তিদের, যারা স্বপ্নে নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে দেখবেন।
উক্ত মাকতু হাদীস শরীফের কিতাবে আছে, রবিউল আউয়ালের চাঁদ উঠলে সেই রাত হইতে সমস্ত মাস পর্যন্ত এশার নামাজের পরে প্রত্যহ এক হাজার, একশত পঁচিশবার নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পড়লে নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নিম্নোক্ত দরূদ শরীফদ্বয়ের যে কোনো একটি রবিউল আউয়াল মাসব্যাপী মোট সোয়া লক্ষ বার পাঠ করলে অবশ্যই স্বপ্নের মাধ্যমে নবীজি পাক (ﷺ) উনার সাথে সাক্ষাত লাভ হবে ইনশা-আল্লাহ্।

১ নং দরূদ শরীফ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -

বাংলা উচ্চারণ :. আসসলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

২ নং দরূদ শরীফ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

বাংলা উচ্চারণ: ছল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ, ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
যদি কোনো ব্যক্তি রবিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখ অর্থাৎ ১২, ১৩, ১৪ তারিখের রাত্রিতে বিতরের নামাজের পরে সাত হাজার, সাতশত একচল্লিশবার উপরোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাহলে এই ইসমে আযমের বরকতে ঐ ব্যক্তি গরীব থাকলে ধনী হবে। শর্ত এই যে, উক্ত বার তারিখে সোমবার, বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার হওয়া চাই।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) রাতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমল

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ রাতে ইবাদত শবে ক্বদর, শবে বরাতের চেয়ে উত্তম। নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিছ ও হাফিজুল হাদীস, আল্লামা

জালালুদ্দীন ছিয়তী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ قَدَّسَ سِرَّهُ: فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِالِاجْتِمَاعِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ

অর্থ: "ইমাম ছিয়তী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: রাসূলে পাক (ﷺ) উনার মিলাদ উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, লোকজন জমায়েত করা, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা ও অনুরূপ নেক কাজ করা মুস্তাহাব।" **(আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী: তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃঃ; ইমাম ছিয়তী: আল হাবীলিল ফতওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃঃ; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)**

পবিত্র **১১**ই রবিউল আওয়াল শরীফ দিনগত রাত পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উনার রাত সকল রাতের চেয়ে উত্তম। এজন্য এই রাতে ইবাদতের মধ্য দিয়ে জাগরণ করা প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের উচিত। এই রাতে সুন্নত-নফল অনেক আমলই করা যায়। তবে বিশেষভাবে কয়েকটি আমল করা যায়। তা হলো:

১. দুই রাকাআত করে ইচ্ছামতো নফল নামায পড়া। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে তিনবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করলে প্রত্যেক রাকাতে ২ বার পবিত্র কুরআন শরীফ খতমের ছওয়াব হবে। **(সহীহ্ ইবনু খুজায়মা)**
২. দরূদ শরীফ পাঠ করা।
৩. ছলাতুত তাসবীহ-এর নামায আদায় করা।
৪. যিকির-আযকার করা।
৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৬. তাহাজ্জুদের নামায পড়া।
৭. বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার এবং মুনাজাত করা। আল্লাহ পাক উনার কাছে রোনাজারি করে কান্নাকাটি করা।
৮. মীলাদ শরীফ, ক্বিয়াম শরীফ পাঠ করত: দু'আ-মুনাজাত করা।
৯. হক্বানী অলীদের সোহবতে থেকে ওয়াজ-নসীহত ও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া।

মহান আল্লাহপাক আমাদের সকলকে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার"- ১৬২ পৃষ্ঠা।

রবীউল আউওয়াল মাসের বিশেষ দিবস সমূহ:

★ **১লা রবীউল আউওয়াল:** পবিত্র হিজরত মুবারক দিবস। সুবহানাল্লাহ! নবীজি পাক ﷺ তিনি পবিত্র ১লা রবীউল আউওয়াল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পবিত্র হিজরত মুবারকের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফ হতে বের হয়ে ফজরের পূর্বে পবিত্র সাওর গুহা মুবারক-এ তাশরীফ মুবারক রাখেন। তিনি পবিত্র সাওর গুহা মুবারক-এ ৪ দিন ৩ রাত অবস্থান করার পর পবিত্র ৫ই রবীউল আউওয়াল সোমবার রাতে অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে সেখান থেকে পবিত্র মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হন। তারপর পবিত্র ৮ই রবীউল আউওয়াল বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে পবিত্র কুবা নামক স্থানে তাশরীফ মুবারক রাখেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি সেখানে ৩ দিন ৪ রাত এর অধিক সময় অবস্থান করার পর ১২ই রবীউল আউওয়াল শরীফ সোমবার সেখান থেকে রওনা হয়ে উক্ত তারিখেই পবিত্র মদীনা শরীফে তাশরীফ মুবারক রাখেন।

★ **৩রা রবীউল আউওয়াল:** আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণি رضي الله عنه ৩রা রবীউল আউওয়াল সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ **৫ই রবীউল আউওয়াল:** নবীজি পাক ﷺ উনার আম্মাজান হযরত আমীনা আলাইহাস সালাম ৫ই রবীউল আউওয়াল, সোমবার দিনে বাদ ফজর জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১০ই রবীউল আউওয়াল:** নবীজি পাক ﷺ উনার আম্মাজান হযরত আমীনা আলাইহাস সালাম ১০ই রবীউল আউওয়াল সোমবার দিনে ওফাত শরীফ তথা

ইন্তেকাল করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ২৫ বছর ৫ দিন অবস্থান করেন। তখন দুনিয়াবী দৃষ্টিতে নবীজি পাক ﷺ উনার বয়স মুবারক ৬ বছর ছিল। উনার মাযার শরীফ মদীনা শরীফের 'আবওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত।

★ **পবিত্র ১২ই রবীউল আউওয়াল:** নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুজুর পাক ﷺ 'আমুল ফীল বা হস্তির বছরের' ১২ই রবীউল আউওয়াল, সোমবার দিনে ছুবহে ছাদিক্বের সময় দুনিয়ার যমীনে তাশরীফ মুবারক আনেন। সুবহানাল্লাহ্ (পবিত্র ১২ই রবীউল আউওয়ালের দিন সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ)

★ **নবুওওয়াত মুবারক প্রকাশ:** দুনিয়াবী দৃষ্টিতে নবীজি পাক ﷺ উনার ৪০ বছর বয়স মুবারকে ১২ই রবীউল আউওয়াল শরীফ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে উনার উপর ওহী মুবারক নাযিল হয় এবং নবুওওয়াত মুবারক ও রিছালাত মুবারক প্রকাশ পায়।

★ **১৩ই রবীউল আউওয়াল:** উম্মুল মু'মিনীন হযরত মারিয়াহ ক্বিবতিয়াহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ১৩ই রবীউল আউওয়াল জুমুআ'র দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১৪ই রবীউল আউওয়াল:** উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যিদাতুনা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ১৪ই রবীউল আউওয়াল, রবিবার বাদ ফজর জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১৭ই রবীউল আউওয়াল:** উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যিদাতুনা হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিছ رضي الله عنها ১৭ই রবীউল আউওয়াল, ৫০ হিজরী মঙ্গলবার ওফাত শরীফ তথা ইন্তেকাল করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৬৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন অবস্থান করেন।

★ **২৮শে রবীউল আউওয়াল:** উম্মুল মু'মিনীন হযরত রায়হানাহ বিনতে শামউন رضي الله عنها ২৮শে রবীউল আউওয়াল মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন।

MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার"- ১৬২ পৃষ্ঠা।

উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় দা'ওয়াতী র‍্যালী আগামী ২৫/০৮/২০২৬ ঈসায়ী রোজ: মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ইনশা-আল্লাহ্।
উক্ত দা'ওয়াতী র‍্যালীতে মোটর সাইকেল, কার, মাইক্রো, বাস, ট্রাক নিয়ে অংশগ্রহণ করবেন ইনশা-আল্লাহ্।
এই দা'ওয়াতী র‍্যালীর মাধ্যমে বগুড়া সহ সারা দেশবাসীকে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ এর দা'ওয়াত দেয়া হবে ইনশা-আল্লাহ্।

✪ একটি টিনশেড বাড়ি বিক্রয় হবে

স্থান: আটাপাড়া পশ্চিমপাড়া মাহমুদিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন।
জমির পরিমাণ: ৩ শতক
মৌজা: ফুলবাড়ী জেএল-৮৬
দাগ নাম্বার: ১১১৬
খারিজি খতিয়ান নাম্বার: ১০৫৪ এবং ১১৪৬
প্রয়োজনে:
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান
০১৭১৫-৪৮৩৭৪৬, ০১৩১৬-০০৬৬৯৯
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বগুড়া সিটি কর্পোরেশন থেকে তিন তালার ফাউন্ডেশন প্ল্যান পাস করা আছে।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে ঘরে বসে বিনা শিক্ষকে অতি সহজেই আরবী ব্যাকরণ, তাহক্বীক ও তারকীব শিক্ষার সুযোগ

শিরোনাম: আরবী ভাষার প্রথম পাঠ: শব্দের ৩টি পরিবার (পর্ব-০১)

সহজ আলোচনা: আপনি কি জানেন, পবিত্র কুরআন শরীফে যত হাজার হাজার আরবী শব্দ আছে, সেগুলোকে মাত্র ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়? আমরা যেমন বাংলায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পড়ি-আরবীতে এত ঝামেলা নেই। আরবীতে যেকোনো অর্থপূর্ণ শব্দকে 'কালিমাহ' বলে। এই কালিমাহ বা শব্দ মাত্র ৩ প্রকার:

১. ইসম (اِسْمٌ) বা নামের পরিবার: যেকোনো মানুষ, জায়গা, জিনিস বা গুণের নাম হলো ইসম। এর সহজ টেকনিক হলো-যে শব্দের শেষে তানবীন (দুই যবর, দুই জের, দুই পেশ) থাকে বা শুরুতে ال (আলিফ-লাম) থাকে, সেটিই ইসম। যেমন: قَلَمٌ (কলম), اَلْمَسْجِدُ (মসজিদ)।

২. ফেল (فِعْلٌ) বা কাজের পরিবার: যে শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় এবং যার সাথে সময় (مَاضِيْ অতীত, حَالٌ বর্তমান বা مُسْتَقْبَلٌ ভবিষ্যৎ) যুক্ত থাকে, তা-ই ফেল। যেমন: نَصَرَ (সে সাহায্য করল), يَكْتُبُ (সে লিখছে)।

৩. হরফ (حَرْفٌ) বা সংযোগকারী পরিবার: এই শব্দগুলো একা একা কোনো অর্থ দিতে পারে না। এরা ইসম আর ফেলের মাঝে বসে পরস্পরের সংযোগ ঘটায়। যেমন: فِيْ (মধ্যে), مِنْ (থেকে)। যেমন আমরা যদি বলি "আমি ঘরের...", বাক্যটি শেষ হয় না। যখন বলব "ঘরের মধ্যে", তখন অর্থ পূর্ণ হয়। এই 'মধ্যে' শব্দটাই হলো হরফ।

কুরআনের আলো: সূরা ইখলাসের قُلْ (বলুন) হলো একটি কাজ বা ফেল। هُوَ (তিনি) এবং اللهُ (আল্লাহ) হলো ইসম।

বাড়ির কাজ: ذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى الْمَسْجِدِ (যায়েদ মসজিদের দিকে গেল) -এই বাক্যে إِلَى (দিকে) শব্দটি কোন পরিবারের? ইসম, ফেল নাকি হরফ?

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে এভাবে বিনা শিক্ষকে একদম শুরু থেকে অতি সহজেই আরবি ব্যাকরণ, তাহক্বীক ও তারকীব শিখতে হলে নিয়মিত 'মাসিক হক্বের দা'ওয়াত' পত্রিকা পাঠ করুন। কোনো শিক্ষক ছাড়াই আরবি ব্যাকরণ, তাহক্বীক ও তারকীব শিখতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।
পরবর্তী সংখ্যায় আমরা জানবো আরবী শব্দের 'ডিএনএ টেস্ট' বা 'তাহক্বীক' ঘরে বসে নিজে নিজে কীভাবে করতে হয়- ইনশা-আল্লাহ্।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই হিন্দি ভাষা শিক্ষার সুযোগ

হিন্দি স্বরবর্ণ (Vowels - स्वर)

হিন্দিতে মূল স্বরবর্ণ ১১টি এবং অনুস্বার ও বিসর্গ মিলে মোট ১৩টি বর্ণ বহুল ব্যবহৃত হয়।

হিন্দি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	হিন্দি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ
अ	অ	ए	এ
आ	আ	ऐ	ঐ
इ	ই	ओ	ও
ई	ঈ	औ	ঔ
उ	উ	अं	অং
ऊ	ঊ	अः	অঃ
ऋ	ঋ		

হিন্দি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants - व्यंजन)

হিন্দি ভাষার মূল ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি। নিচে উচ্চারণসহ ছক দেওয়া হলোঃ

হিন্দি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	হিন্দি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	হিন্দি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ
क	ক	ठ	ঠ	ब	ব
ख	খ	ड	ড	भ	ভ
ग	গ	ढ	ঢ	म	ম
घ	ঘ	ण	ণ/ন	य	য/ইয়
ङ	ঙ	त	ত	र	র
च	চ	थ	থ	ल	ল
छ	ছ	द	দ	व	ব/ওভ

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে এভাবে বিনা শিক্ষকে একদম শুরু থেকে হিন্দি ভাষা শিখতে হলে নিয়মিত 'মাহ্‌ফিলী হক্বের দা'ওয়াত' পত্রিকা সংগ্রহ করুন। কোনো শিক্ষক ছাড়াই আপনি হিন্দি ভাষায় পারদর্শী হয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই উর্দু ভাষা শিক্ষার সুযোগ

আরবি বর্ণমালার ২৮টি বর্ণের সাথে উর্দু ভাষার ১১টি বিশেষ বর্ণ যুক্ত হবে।
আরবির মত উর্দুও ডান থেকে শুরু হবে।

উর্দু বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	উর্দু বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ
ا	আলিফ	ڈ	ডাল
ب	বে	ذ	জাল
پ	পে	ر	রে
ت	তে	ڑ	ড়ে
ٹ	টে	ز	জে
ث	সে	ژ	ঝে
ج	জীম	س	সিন
چ	চে	ش	শীন
ح	হে	ص	ছোয়াদ
خ	খে	ض	দ্বোয়াদ
د	দাল	ط	ত্বো-য়া

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে এভাবে বিনা শিক্ষকে একদম শুরু থেকে উর্দু ভাষা শিখতে হলে নিয়মিত ‘মান্থলী হক্বের দা’ওয়াত’ পত্রিকা সংগ্রহ করুন। কোনো শিক্ষক ছাড়াই আপনি উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই ফারসি ভাষা শিক্ষার সুযোগ

ফারসি বর্ণমালার ৩২টি বর্ণের নাম ও বাংলা প্রতিবর্ণের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

ফারসি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	ফারসি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ
ا	আলিফ	ر	রে
ب	বে	ز	জে
پ	পে	ژ	ঝে
ت	তে	س	সিন
ث	সে	ش	শীন
ج	জীম	ص	ছোয়াদ
چ	চে	ض	দ্বোয়াদ
ح	হে	ط	ত্বো-য়া
خ	খে	ظ	জ্বো-য়া
د	দাল	ع	আইন
ذ	জাল	غ	গইন

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে এভাবে বিনা শিক্ষকে একদম শুরু থেকে ফারসি ভাষা শিখতে হলে নিয়মিত 'মাসিক হক্বের দা'ওয়াত' পত্রিকা সংগ্রহ করুন। কোনো শিক্ষক ছাড়াই আপনি ফারসি ভাষায় পারদর্শী হয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

ফতওয়া বিভাগ

নূরে মুহাম্মাদী ﷺ প্রথম সৃষ্টি সনদসহ দলীল

আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন, লাওহ-কলম, আরশ-কুরসি, জ্বীন-ইনসান, ফেরেশ্‌তা সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) কে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَخْبِرْنِيْ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُّوْرِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا عَرْشٌ وَّلَا جَبَلٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرِ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيِّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَجْزَاءٍ، فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ نُوْرَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمِنَ الثَّانِيْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ، ـ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ ـ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرُ أُنْسِهِمْ، وَهُوَ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

অর্থ: আমি আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমাকে বলুন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? রাসূল (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন– হে জাবির (رضي الله عنه)! আল্লাহ তাআ'লা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন লাওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশ্‌তা, আসমান, যমিন অর্থাৎ মাটি, পানি, আরশ, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, জ্বীন, ইনসান কিছুই ছিলনা। অর্থাৎ সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগ থেকে কলম দ্বিতীয় ভাগ থেকে লাওহ এবং তৃতীয় ভাগ থেকে আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তা, দ্বিতীয়ভাগ থেকে কুরসি এবং তৃতীয় ভাগ থেকে অন্যান্য ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন। আবার ঐ চতুর্থ ভাগকে চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আসমান, দ্বিতীয় ভাগ থেকে যমিন তথা মাটি ও পানি এবং তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা তাদের অন্তরের নূর, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর মা'রেফত লাভ করে, চতুর্থ ভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন তাদের সম্প্রীতি ও ভালবাসার ক্ষেত্র তা হলো-তাওহিদ ও রিসালাতের স্বাক্ষী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)।

দলীলসমূহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা হাদীস নং-১৮, اَلْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ শারেহে বুখারী আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ-১ম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা, খারেজী-কওমীদের ওস্তাদ আশরাফ আলী থানবী লিখিত নশরুত্তিব কিতাবের ১ম খন্ড নূরে মুহাম্মদির ১ম হাদীস, রশিদ আহমদ গঙ্গোহীর আশ্ শুকরুন নি'মাহ্ ১/৩৯

পৃষ্ঠা, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ লিখিত ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল ১১ পৃষ্ঠা, কওমীদের ওস্তাদ শামসুল হক ফরিদপুরী ও শায়খুল হাদীস আজিজুল হক অনুদিত সহীহ্ বুখারী ৫ম খন্ড ২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা, বগুড়া জামিল কওমী মাদ্রাসা কর্তৃক- ১৪০৯ হিজরীতে লিখিত- "বিশ্বনবী" কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠা, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার লিখিত আখবারুল আখইয়ার ও মাদারেজুন নবুয়ত ১ম খন্ড ৩০৯, আমার লিখিত "সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-১৩৮ পৃষ্ঠা, "ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী"-১ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠা, "মাহ্ছুলি হক্বের দা'ওয়াত" ২য় সংখ্যা-৯ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَحْيٰى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، عَنْ جَدِّهٖ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ وَنُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰى اٰخِرِ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-উনার নূর মুবারককে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী তথা মাটি, পানি, আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার পূর্বে; এবং আদম (আলাইহিস সালাম), নূহ (আলাইহিস সালাম), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-উনাকে সৃষ্টি করারও পূর্বে। সুবহানাল্লাহ্!

দলীলসমূহঃ শায়েখ ইমাম ছুদুক-সহীহ্ মাআনিল আখবার-১ম খন্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ১ম খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা হাদীস নং-১৮, اَلْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ, শারেহে বুখারী আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ-১ম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা, খারেজী-কওমীদের ওস্তাদ আশরাফ আলী থানবী লিখিত নশরুত্তিব কিতাবের ১ম খন্ড নূরে মুহাম্মদির ১ম হাদীস, রশিদ আহমদ গঙ্গোহীর আশ্ শুকরুন নি'মাহ্ ১/৩৯ পৃষ্ঠা, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ লিখিত ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল ১১ পৃষ্ঠা, কওমীদের ওস্তাদ শামসুল হক ফরিদপুরী ও শায়খুল হাদীস আজিজুল হক অনুদিত সহীহ্ বুখারী ৫ম খন্ড ২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা, বগুড়া জামিল কওমী মাদ্রাসা কর্তৃক- ১৪০৯ হিজরীতে লিখিত- "বিশ্বনবী" কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠা, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার লিখিত আখবারুল আখইয়ার ও মাদারেজুন নবুয়ত ১ম খন্ড ৩০৯, সিলাসিলাতুল আহাদিস- ২/১১৫ পৃঃ হাঃ ৬৬১ ইবনে কাসীর আল বেদায় উন্মাল : ১১/৪০৯ পৃঃ হাদিস: ৩১৯১৬ ও ১১/৪৩৭ পৃঃ হাঃ ৩২০৫৬, ইমাম ইবনে সা'দ আত-তবকাত: ১/১১৯ পৃঃ বয়রুত, লেবানন মুত্তাকী হিন্দী আনছ মানসুর: ৫/১৮৪ পৃঃ ৩ ইমাম যাওজী: তাফ যাদুল মাইসীর: ৬/৩৫০ পৃঃ ৫ আট আশ-শিফা : ১/৪৬৬ পৃঃ শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর ২/৩১০৭২, ৮৮২৪ ইমাম সুয়ূতি: জামেউস সগীর: ১/৪৭৮ পৃঃ হাঃ ৬৪২৩, আল্লামা ইমাম দায়লামী: আল ফিরদাউস: ৩/২৮২ পৃঃ হা: ৪৮৫০, ৭১৯৫৫ বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ২/১৯৮ পৃঃ, আল্লামা ইমাম ইবনে আদি: আল কামিল: ৩/৩৭৩ তাফ: ইবনে কাসীর ৩/৪৭০ পৃঃ আল্লামা ইমাম আলুসী: তাফ: রুহুল মায়ানী ইমাম বাগভী: মাআলিমুত তানজীল: ৩/৫০৮ পৃঃ আল্লামা ইমাম ইবনে কাসীর ১২/১৫৪ পৃঃ আল্লামা ইমাম জালালউদ্দিন সূয়ূতি: তাফ দুররে মানসুর: ৬/৫৭০৭* ইমাম সুয়তি খাসায়েসুল কোবরা ১/৫ পৃঃ হা: ১ ও ১/৭০ পৃঃ হা: ১৭৩। ৭ আল্লামা তারিখে দামেস্কঃ ৭/৩৯৪-৩৯৫ পৃঃ ইমাম যুরকানী: শরহুল মাওয়াহেব: ১/৪৩৭৭, ইমাম বায়হাকী দালায়েলুল নবুয়ত: ৫/৪৮৩ পৃঃ আল্লামা ইমাম ইবনে আসাবিদ ১/৫৪ পৃঃ আবু সা'দ নিশাপুরী: শরফুল মোস্তাফা: ৪/২৮৫ পৃঃ ইমাম কুস্তালানী আসকালানী : আল মুখাল্লিসিয়্যাত: ৩/২০৭ পৃঃ হা: ২৩৪০। সালিম জাররার আল ইয়া তারীখল খামীস: ১/৪৫ পৃঃ সাররাজ হাদিসাহ: হা: নং-২৬২৮৭ ইবনে

হাজার মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া: ১/৪৯ পৃঃ ও ১/৭৪ পৃঃ ও ১/৭২ পৃ: আল্লামা দিয়ার বকরী ইলা যাওয়াইদ: ৬/৪৭৮ পৃ: হা: ৬০৮৩ ইবনে সালেহ শামী: সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৭১ পৃঃ ড. ইফরাকী, মুখতাসারে তারীখে দামেস্ক: ২/১১১ পৃ: আল্লামা ইসমাইল হাক্কী: তাফ : রূহুল বায়ান; ৮/৩৯৬ পৃ: সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৮১ ও ২/৩৭০৭: ৭৯/১৮ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ১/২৪১ পৃঃ হাঃ ৭৯, মিরকাতুল মাফাতীহ। ১/১৬৮ পা ঈমান দিল কদর। যাগঝ ১৯৬৭, ৯১ ও ১/২৪১ পৃঃ আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন এবারও ৩/৩৬৩ ০/০ ১/২১৯ পৃঃ ৩১/২৪১ পৃ: ৩৩/১৯৭৩৩৩/৩১০৩৭ আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মাদবিন হাসান দিয়ার বকরী। তারীখুল খামীল। ইমাম শারানী। ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির: ২/১৮ পৃ: ৫ আল্লামা ইমা বেহালী ধাওয়াহিত বিধার। ২/৪৭:৩১/৬৭৩২/২২২৩৩১/৩৪৬-৩৮৭৭০ একনী আল ফার্সী। মাতালিউল মুসাররাত: ২১ পৃ: ৫ আল্লামা ইমাম ইবনে যাওজী বোয়ানুল্লা বিলগুনাবী। ২২ পৃঃ ও ইমাম আব্দুল গণী নাবলুসি হাদীকাতুল নাদিয়া। ২/৩৭ আল্লামা ইমাম মাহমুদ আলুসী বাগদাদী: তাফ রহুল বায়ান, ১৭তম পারা ৯/১০০ পৃ কুরআন (বাংলা) ৪২৮ পৃ: ৫ আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী 'তাফ: নিশাপুরী। ৪/৩০৪ পৃ ৫১০৫ পৃ: ৩৫/৯৪ পৃঃ ও ১/৫৪ পৃঃ ও ৪/৩১২ পৃঃ ৫ মুফতি শফী। তাফ: মারেফুল আল্লামা মঈন কাশেফী: তাফসীরে হাসানী: ২/১৪০ পৃঃ , ইমাম নিশাপুরী। তাফ: আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী: হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫২৭। আরা ইসুল বায়ান: ১/৫৪৮ প্য। * আল্লামা আবদুর রহমান জামীর শাওয়াহিদুল নবুয়ত। আল্লামা আবদুর রহমান ছাফূরী শাফোয়ী: নুযহাতুল মাযালিস: ১/২৫২ পৃ: ৫ আল্লামা ৮. ইমাম ইবনে যাওজী: আল মাওলিদুল আরুস: ১৬ পৃঃ ৫ মুজাদ্দেদে আলফেসানী। আমি আব্দুল আজিজ মহাদ্দিস দেহলভী : তাফ: আযিযী: ৩০তম পারা: ২১৯ পৃঃ ৫ শায়খ মকতুবাত শরীফ: ৩/২৩১ পৃঃ শায়খ আফেন্দী: ফুচুচুল হেকাম: ৩৮৯ ৩০ শাহ ঠি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মাদারেজুন নবুয়ত: ২/২পৃঃ ৩১/৬৭ ◇ মাওঃ হুসাইন আহমদ মাদানী: শিহাবুস সাকীব ৫০ পৃঃ মুফতি ইয়ার আলী খাঁন নঈমী। রিসালায়ে ১৯ নূর। ২২ পৃঃ আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী আনফাসে রহিমিয়াত: ১৩ পৃ। ◇ আল্লামা ইসমাইল হাক্কী: তাফ রুহুল বায়ান; সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৩, ৩/১২৯ ২. পৃ: ৫১/৪০৩ পৃঃ ও ৩/১২৯ পৃঃ ও ৩/২৫৫ পৃঃ ও ৩/২৯৪ পৃঃ ও ৫/১৯৯ পৃঃ ও ৬/১৬৮ ৭:৩৭/১৫৭ পৃ: ও ৮/২৮৯ পৃঃ ও ৯/১০ পৃঃ ও ১০/১০০ পৃঃ আল্লামা করম শাহ আজহারী : তাফ : যিয়াইল কুরআন: ১/৬২০ পৃঃ ৬ আল্লামা আলী ছাবুনী। তাফ সাফওয়াতুত তাফাসীর: ১/৪৩২ পৃঃ আল্লামা নঈমদ্দিন মুরাদাবাদী: তাফ; খাযানুল ইরফান: ২১৭ পৃ: পদটিকা: ৩৪০। মুফতি ইয়ার আলী খাঁন নঈমী: তাফসীরে নঈমী। ২৮/৩১০ পৃঃ * মাওঃ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী: তারজুমানুল কুরআন পদটিকা: ২. পৃঃ ১৯৪। * মুফতি শফী: তাফসীরে মারেফুল কুরআন: ৩/৫১০ পৃঃ পাকিস্তান। কাজী শাওকানী: ফতহুল কাদীর: ২/২৩৬ পৃঃ আব্দুর রশীদ গাঙ্গুহী ফতোয়ায়ে রশীদিয়া: ১/২৭৮ পৃঃ * মৌ: আশরাফ আলী থানভী নশরুততীব ফী যিকরিনবীঈল হাবিব: ২৫ পৃঃ * আল্লামা ইবনূর হাজ্জ : আল মাদখাল: ২/৩২ পৃঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী: উদাতুল ক্বারী: ১৫/১০৯ পৃঃ মোল্লা আলীক্বারী মাওয়ারিদুর রাভী; ৪৪ পৃঃ ও ইমাম কুরতুবী: তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৮০ পৃঃ সূরা লাইল, আয়াত: ১। * শরবীনী আশ-শাফেয়ী: তাফসীরে সিরাজুম মনির: ৪/৫৪৪ পৃঃ আল্লামা নিযামুদ্দিন: তাফ: নিশাপুরি ৩/৩৩৩ পৃঃ, ৩/৫৫২ পৃঃ, ৪/৩০৪ ১/৪০৭ পৃঃ, ২/১৯ পৃঃ, ৩/১৯৬ পৃঃ, ৩/১৩৩ পৃঃ, হাশীয়াতুল শিহাব আলা তাফসীরে বায়যাভী: ৪/১৪৩ পৃঃ মুহাম্মাদবিন মাহাদী ৪/৩৮৮ পৃ:, ৫/৫৩৯ পৃঃ, ৫/৬০ পৃঃ, ৫/১০৫ পৃ:, ৫/২০৬ পৃঃ, ৫/৪৬৩ পৃঃ ৩ শায়খ হুসাইন বিন ইবরাহিম আল মাগরীবী: কুররাতুল আইনি কি হাতিয়্যাহ ৩/৩৯৫ পৃঃ ইমাম আবু-আব্বাস সাভী আল মালেকী: হাশীয়াতুল সাভী আলা ফাতওয়ায়ে উলামায়ে হারামাঈন: ১/৩২৫ পৃঃ ও ১/৩৭৩ পৃ: আইনী উমদাতুল ক্বারী। ১৫/১০৫ পৃঃ * দিয়ার বকরী: তারীখুল খামীস: ১/১৭ পৃ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, নূরে মুজাসসাম, আমার লিখিত “শত শত আমল আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয়” সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-১৩৮ পৃষ্ঠা, “ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী”-১ম খন্ড ৩২ পৃষ্ঠা, “মান্থলী হক্বের দা'ওয়াত” ২য় সংখ্যা-৯ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

আলহামদুলিল্লাহ্
আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য বাত্বিল ফেরক্বার মুরব্বীদের দ্বারা ১০০-২০০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাব সহ প্রায় ২০ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে নতুন কিতাব প্রকাশিত হচ্ছে, "শত শত আমল আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয়:

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সুমহান উদ্যোগে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য উপহার। আসন্ন পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে ৯০০ পৃষ্ঠার নতুন কিতাব প্রকাশিত হচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্।
মূল বিষয়-প্রসঙ্গঃ মিলাদ ও ক্বিয়াম এবং ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ ২০ রাকাত তারাবীহ্, হাত তুলে মুনাজাত ও জানাযা নামাযের পর দোয়া, নূর, হাযির-নাযির ও ইলমে গায়েব, শাফায়াত, কবর যিয়ারত ও শবে বরাত, মাযহাব মানা, তাওবা, বাইয়াত ও অসীলা, যিকির, মহিলা জামাত ও কদমবুচী, নাভীর নিচে হাত বাঁধা এবং মহিলা ও পুরুষের নামাযের পার্থক্যসহ বাত্বীলদের সাথে হানাফীদের বিরোধপূর্ণ শত শত আমল-আক্বীদার সনদসহ হাজার হাজার দলীল এবং মিলাদ-ক্বিয়াম করার সঠিক পদ্ধতি।
এই কিতাব কাছে থাকলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেম পর্যন্ত সকলেই বাত্বীল ফেরক্বার সাথে নিজেরাই বাহাস করতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

◈ প্রশ্ন: ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ এর ফজিলত ও আমল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

(প্রশ্নকারীঃ মুহাম্মাদ শাহিনুর আলম, ময়মনসিংহ।)

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ এর ফজিলত ও আমল সম্পর্কে এই সংখ্যাতেই রয়েছে। আরো বিস্তারিত ফজিলত ও সম্পর্কে জানতে MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী রচিত "শত শত আমল-আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয়" এবং "সনদসহ হাজার হাজার দলীলসমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবটির সূচী দেখুন।

◈ প্রশ্ন: নবীজি পাক ﷺ উনাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারীঃ মুহাম্মাদ আব্দুল ওহাব, গাবতলী, বগুড়া।)

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নবিজী ﷺ উনাকে "ইয়া রাসুলাল্লাহ্" বলা এটা সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم উনাদের সুন্নত। পবিত্র কুরআন শরীফেও আল্লাহ তাআ'লা সাহাবী رضي الله عنهم উনাদের শিখিয়েছেন কিভাবে ডাকতে হবে এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم থেকে শিখে নবিজী কে উম্মত কিভাবে মুহাব্বতে ভালোবেসে ডাকবে তার দলিল : সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১০৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাইনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

শানে নুযুল / শিক্ষা:

ইহুদিরা নবিজী ﷺ উনাকে "রাইনা" বলে তাচ্ছিল্য করত। এই শব্দের অর্থ ভালো হলেও ওদের ভাষায় হে আমাদের রাখাল নামে খারাপ অর্থ ছিল। তাই আল্লাহ

ঈমানদারদেরকে আদব শিখিয়ে দিলেন - এর বদলে "উনযুরনা" বলো, যার অর্থ "আমাদের প্রতি দয়ার নজরে লক্ষ্য করুন"।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায় নবিজী ﷺ উনার সাথে আদবের সাথে কথা বলা কত জরুরি।

সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنه সবসময় "ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ﷺ" বলেই ডাকতেন হাদীসের ইবারত-সহ

হাদীস: **জিহাদের অনুমতি চাওয়া:**

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ

অর্থ: "'আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-উনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' (বুখারী শরীফ-১৭৮২ নং হাদীস শরীফ)

'রাইনা' আর 'উনযুরনা' - এই ২টা শব্দই সূরা বাক্বোরোর ১০৪ নং আয়াতে আছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

১. رَاعِنَا = রাইনা

*আভিধানিক অর্থ: "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন" / "আমাদের কথা শুন"

দেখতে ভালো শব্দ।

কিন্তু সমস্যা কি ছিল?

ইহুদিরা এই শব্দটাকে বিকৃত করে বলত। ওদের হিব্রু ভাষায় "রাইনা" মানে "আমাদের রাখাল/মেষপালক" আবার গালির মতোও ব্যবহার হতো।

তারা নবিজী ﷺ উনাকে তাচ্ছিল্য করে এই শব্দে ডাকত। তাই আল্লাহ্ পাক মানা করে দিলেন ।

২. اُنْظُرْنَا = উনযুরনা

আভিধানিক অর্থ: "আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন" / "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন" / "আমাদেরকে একটু সময় দিন"

সহজে মনে রাখুন

শব্দ অর্থ হুকুম

রাইনা: আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বলতে নিষেধ কারণ এতে বেয়াদবির সুযোগ আছে

উনযুরনা: আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন বলতে আদেশ কারণ এটা আদবের শব্দ কোনো বেআদবীর সুযোগ নেই।

শিক্ষা:

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শিখালেন: নবিজী ﷺ উনার সাথে কথা বলার সময় শব্দ চয়নে খুব সাবধান হতে হবে। যেই শব্দে বেয়াদবির ১% সম্ভাবনাও থাকে সেটাও ছেড়ে দিতে হবে।

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنه সবসময় "ইয়া রাসুলাল্লাহ" ﷺ বলতেন, নাম ধরে ডাকতেন না।

◈ প্রশ্ন : শরয়ী দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) এর দা'ওয়াতী র‍্যালী করা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ শেখ সিয়াম, মোমেনশাহী)

উত্তর: নবীজি পাক (ﷺ) এই ধরিত্রির বুকে এসেছেন এটা সকল মুসলমান তথা সৃষ্টি জগতের জন্য মহা আনন্দের বিষয়। আর সেই আগমনের আনন্দকে উদযাপন করার অন্যতম পন্থা হল দা'ওয়াতী র‍্যালী করা। কেননা হিজরতের দিন মদিনার নারী, পুরুষ ও শিশুরাও প্রিয় নবীজি (ﷺ) উনার আগমনে আনন্দিত হয়ে মদিনার রাস্তায় ও ঘরের ছাদে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ) শ্লোগানের দ্বারা বরণ করেছিলেন এবং মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন। যেমন নিচের হাদীসটি লক্ষ্য করুন,

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

الْبَرَاءِ، قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ... فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أُنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ، أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، يُنَادُونَ: **يَا رَسُولَ اللهِ** يَا حَبِيبَ اللهِ **يَا رَسُولَ اللهِ** يَا حَبِيبَ اللهِ ﷺ

অর্থ : হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) বলেন, রাত্রে আমরা মদিনায় পৌঁছলাম হুজুর পাক (ﷺ) কার বাড়িতে অবস্থান করবেন, এ নিয়ে লোকদের মাঝে বিতর্ক শুরু হল। তখন তিনি বললেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনূ নাজ্জারে অবতরণ করবো। হুজুর পাক (ﷺ) তাদের গোত্রে অবতরণ করতঃ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর পুরুষ লোকেরা পাহাড়ে আরোহন করে, মহিলারা গৃহের ছাদে এবং যুবক ও কৃতদাসগণ রাস্তায় এই আওয়াজে শ্লোগান বা আহবান করতে লাগলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ ইয়া হাবীবাল্লাহ্, ইয়া রাসুলাল্লাহ ইয়া হাবীবাল্লাহ্।" **(সহীহ্ মুসলীম, হাদীস নং ৭২৪১ بَابٌ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং ১১৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯৫১২, ১৮৫৬, সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৩৯২৫ ও ৪৯৪১; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদীসঃ ১৭৭৩৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদীস নং ১১৬০২; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস নং ৩৫৭৯০; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ৫৯৫৬; ইমাম ইবনে ছালেই সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃঃ; সিরাতে নববিয়্যাতু ছাহিহিয়্যা, ১ম খন্ড ২১৯ পৃঃ; সুবুলুছ ছালাম মিন ছাহিহী সিরাতি খাইরিল আনাম, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃ: সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব।)**

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, মদিনাবাসী আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উনাকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে আনন্দ র‌্যালী করেছেন এবং আনন্দের শ্লোগান 'টা ইয়া রাসুলাল্লাহ ইয়া হাবীবাল্লাহ্, ইয়া রাসুলাল্লাহ ইয়া হাবীবাল্লাহ্' বলেছেন।

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ،

অর্থ : হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, যেদিন নবীজি পাক (ﷺ) মদিনায় আগমন করলেন সেদিন আনন্দে সকল কিছু আলোকিত হয়ে গেছিল।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৩৮৩০; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৬১৮: মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং ৩২৯৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬৩১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৬৮৭১: ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদীস নং ৩৮৩৩: ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃঃ; ইমাম ছিয়ূতী: খাছাইছুল কুবরা ১ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠাসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ) ইমাম তিরমিযী রহমতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

দা'ওয়াতী র‌্যালী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "শত শত আমল-আক্বীদায় হক্ব ও বাত্বীলের পরিচয়" এবং "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবগুলো দেখুন।

◈ প্রশ্ন: মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনাকে সাহাবী হিসেবে বিশ্বাস করি। কিন্তু মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনি যে ইয়াজীদকে খেলাফত দেননি এই বিষয়ে জানতে চাই।

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আবিয়ার রহমান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা)

উত্তর: আর হযরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) তিনি ছিলেন কাতিবে অহী। ইয়াযীদ যখন শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়,

তখন সে বেআদব ও পাপিষ্ঠ ছিলনা। পরে শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাবা মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনাকে নযরবন্দী করে জুলুমের মাধ্যমে সে ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه) উনার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। মতান্তরে বাবা মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনার অসুস্থতার সুযোগে সে মোহর তথা মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনার সীল স্বাক্ষর চুরি করে খলীফা দাবী করে থাকে। (মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

ইয়াযীদ সে ছিলো মুনাফিক, অভিশপ্ত এবং হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) উনাকে শহীদকারী পাপীষ্ঠ। এখন বদবখত ইয়াযীদ এর জন্য হযরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) উনাকে দোষারোপ করা যাবে না।

কারণ পবিত্র কুরআন শরীফে এসেছে,

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অর্থ: "এবং কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না।" অর্থাৎ পুত্রের অপরাধে বাপকে অপরাধী বলা যাবে না। যার গুনাহ্ তার উপরেই বর্তাবে। (সূরা আনআম-১৬৪ নং আয়াত শরীফ)

আল্লাহ পাক-উনার নবী ও রসূল হযরত নূহ (عليه السلام) সাড়ে নয়শ' বছর হক্বের দা'ওয়াত দেয়ার পর মাত্র ৭২ থেকে ৮২ জন লোক উনার দা'ওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আর বাকিরা যখন নাফরমানী করতে লাগল তখন হযরত নূহ (عليه السلام)-উনার দোয়ার কারণে প্লাবন শুরু হল।

উনার ছেলে কেনান সে কাফির শ্রেণীর ছিল। হযরত নূহ (عليه السلام) বললেন: হে কেনান! তুমি আমার কিস্তিতে উঠ, তা না হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে উঁচু পাহাড়ের মধ্যে যে লম্বা গাছ রয়েছে এতে উঠে বলল এই প্লাবন আমার কিছুই করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো সে পানিতে ডুবে গেলো। তখন হযরত নূহ (عليه السلام) বললেন: আয় আল্লাহ পাক! আপনি তো বলেছেন আমার আহালকে আপনি রক্ষা করবেন।

তখন আল্লাহ পাক বললেন, لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

"হে হযরত নূহ (عليه السلام)! (কেনান) আপনার আহালের অন্তর্ভুক্ত নয়।" অর্থাৎ নবীর দুশমনী করে নবীর ছেলেও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য থাকেনা।

ইয়াযীদ হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) শহীদ করেছে এবং এ ব্যাপারে সে সরাসরি জড়িত ছিল।

ফলে কি করে সে মুসলমান থাকতে পারে? কি করে বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-উনার সন্তান থাকতে পারে?

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

অর্থ: "সাহাবীদের দুশমনী যে করবে সে কাফের হবে।" (সূরা ফাতহ্ ২৯ আয়াতাংশ)

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

অর্থ: "সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) নক্ষত্রের মত যাকে মানবে হেদায়েত পাবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ্-৬০১৮ নং হাদীস শরীফ)

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক (صلى الله عليه وسلم) তিনি হযরত আলী (رضي الله عنه), হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, হযরত ইমাম হাসান (رضي الله عنه) এবং হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) সম্পর্কে বলেন,

"যারা উনাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে আমি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবো। পক্ষান্তরে যে উনাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে আমি তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করবো।" (তিরমিযী শরীফ)

অতএব, যারা হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) উনাকে শহীদ করেছে, শহীদ করার ব্যাপারে জড়িত ছিল এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ইয়াযীদের কুখ্যাত বাহিনীকে সমর্থন করবে ও পক্ষালম্বন করবে তারা কেউই মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না।

◈ প্রশ্ন: গাউস, কুতুব, আবদাল কাকে বলে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা, ঠনঠনিয়া, বগুড়া)

উত্তর: ১. গাউস সংজ্ঞা: 'গাউস' শব্দের আভিধানিক অর্থ সাহায্যকারী বা ফরিয়াদ শ্রবণকারী। সুফি পরিভাষায়, তিনি হলেন নিজ যুগের প্রধান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টির কাছে তাঁর দয়া ও অনুকম্পা পৌঁছে দেন। প্রতি যুগে মাত্র একজনই গাউস থাকেন।

কিতাবের রেফারেন্স: আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়্যাহ (الفتوحات المكية): বিশ্বখ্যাত সুফি সাধক শেখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর এই বিখ্যাত কিতাবের ২য় খণ্ডে (বাব আল-মা'রিফাহ) এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক পিরামিডের সর্বোচ্চ শিখরে থাকা এই পদবিকে 'কুতুবুল আকতাব' বা 'গাউস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।কাশফুল মাহজুব (كشف المحجوب): ইমাম হুজভিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত ফারসি সুফি কিতাব 'কাশফুল মাহজুব'-এর আউলিয়া অধ্যায়ে লিখেছেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ স্তরের সাধককে 'গাউস' বা 'কুতুব' বলা হয়।

২. কুতুব (Qutub) সংজ্ঞা: 'কুতুব' শব্দের অর্থ অক্ষ বা মেরু। সুফি পরিভাষায়, কুতুব হলেন এমন একজন মহান অলি, যাঁকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক জগতের শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের হেদায়েতের পথ আবর্তিত হয়। **কিতাবের রেফারেন্স:** মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী: মুজাদ্দিদে আলফে সানি শেখ আহমদ সিরহিন্দি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'মাকতুবাত' (চিঠিপত্র সংকলন)-এর বিভিন্ন পত্রে কুতুবের প্রকারভেদ (যেমন: কুতুব-এ-ইরশাদ ও কুতুব-এ-মাদার) এবং তাঁদের কার্যাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হিলইয়াতুল আউলিয়া (حلية الأولياء): হাফেজ আবু নুআইম আল-আসফাহানি তাঁর এই কিতাবে পূর্ববর্তী যুগের বিখ্যাত সুফি ও কুতুবদের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন।

৩. আবদাল (Abdal) সংজ্ঞা: 'আবদাল' হলো 'বদল' বা 'বাদিল' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সূফি মতে, এই স্তরের কোনো অলী ইন্তেকাল করলে অন্য একজন অলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যার ফলে এই পদের সংখ্যা কখনো কমে না। সাধারণত এই সংখ্যা ৪০ জন হয়ে থাকে।

কিতাবের রেফারেন্স (হাদিস গ্রন্থসমূহ): মুসনাদে আহমাদ (مسند أحمد): হযরত আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي شُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَقَالُوا: الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمِ الْعَذَابُ

"আবদালগণ শামে (সিরিয়া অঞ্চলে) অবস্থান করেন, তাঁরা সংখ্যায় ৪০ জন। যখনই তাঁদের কেউ ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর স্থলে অন্য একজনকে স্থলাভিষিক্ত করেন..." (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ৮৯৬)। আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন (المستدرك على الصحيحين): ইমাম হাকিম নিশাপুরী তাঁর কিতাবের ৪র্থ খণ্ডে আবদাল সংক্রান্ত হযরত আলী (رضي الله عنه)-উনার সহীহ্ মাওকুফ বর্ণনা সংকলন করেছেন।

উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় দা'ওয়াতী র‍্যালী আগামী ২৫শে আগস্ট রোজ: মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্।
উক্ত দা'ওয়াতী র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি প্রস্তুত তো?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি সৌদি আরব থেকে নিয়মিত লাইভে যুক্ত থাকি। আমার জন্য খাছ দোয়া করবেন-

✍ মুহাম্মাদ মফিদুল ইসলাম
সৌদি প্রবাসী।

নফল নামায পর্ব
সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায

সোমবার দিনের নামায

MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ২৫৫ পৃষ্ঠায় এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ عِنْدَ اِرْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاٰيَةُ الْكُرْاسِيِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ مَرَّةً وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً فَاِذَا اَسْتَغْفِرُ اللهَ عَشَرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ كُلَّهُ۔

অর্থ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি সোমবারে দিনের বেলায় (সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর) দুই রাকাত নফল নামায এভাবে পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসি ও সূরা ইখলাস একবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়বে। সালাম ফিরানোর পর নিম্নের ইস্তিগফার দশবার পড়বে।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

এরপর নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপরে দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাক তার সকল গুনাহসমূহ্ ক্ষমা করে দিবেন। **(হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখিত- গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন-২৭৫ পৃষ্ঠা)**

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি সত্যিকার ঈমান ও ফরজ-ওয়াজিব ইবাদতসহ সোমবারে যে কোন সময়ে কিংবা সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর দুই রাকাত নামায এভাবে পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার পাঠ করবে। নামায শেষে ১২ বার সূরা ইখলাস, ১২ বার ইস্তিগফার পাঠ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে আহ্বান করবে অমুকের ছেলে আমার বান্দা কোথায়? আমার কাছে এসো। আমি তাকে অশেষ নিয়ামত দান করব। ফলে সে আল্লাহর নিকটে যাবে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতের হাজার পোশাক ও হাজার জান্নাতী মুকুট পরিধান করাবেন। তার সাথে অসংখ্য ফেরেশতা থাকবে, যারা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এবং জান্নাতে তাকে সুউচ্চ স্থান দান করবেন। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন-২৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)**

অতিশীঘ্রই হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে ৬টি ভাষায় কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্:

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সুমহান উদ্যোগে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য উপহার। আসন্ন পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ)-উনার মুবারক মাসে ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম একইসাথে ৬টি আন্তর্জাতিক ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, ইনশা-আল্লাহ্। আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি এবং ফারসি ভাষায় অনূদিত এই মহান কিতাবটির অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি ভাষার অনুবাদের সাথে বাংলা উচ্চারণ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে সব শ্রেণির মানুষ কোনো শিক্ষক ছাড়াই ৬টি ভাষায় কুরআন শরীফ পড়তে পারবেন এবং ৬টি ভাষা শিখতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

কিতাবটির নাম: পবিত্র কুরআন শরীফের প্রত্যেক শব্দের সহীহ্ অনুবাদ শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিনা শিক্ষকে আরবি, বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষা শেখার সুযোগ।

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলা উনার এই মহতী প্রয়াসকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ইসলামের খেদমতে কবুল করুন- আমিন।

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ﷺ) উনার সুন্নাত

মিস্ওয়াক সম্পর্কীয় সুন্নত

- ❑ প্রত্যেক ওযুর সময় মেস্ওয়াক করা সুন্নাত তথা নামাজে সত্তরগুণ ছওয়াব বেশী হওয়ার কারণ। **(আহমদ শরীফ)**
- ❑ মেস্ওয়াক এক বিঘত থেকে লম্বা না হয় এবং আঙ্গুল থেকে অধিক মোটা না হওয়া। (বাহরুর রায়েক)

ওযু ব্যতিত অন্যান্য যে সময়ে মেসওয়াক করা সুন্নত ও মুস্তাহাব

- কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে।
- হাদীস শরীফ পড়া অথবা পড়ানোর সময়।
- মুখে দুর্গন্ধ হয়ে গেলে।
- ইল্মে দ্বীন শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের সময়।
- আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের পূর্বে।
- কা'বা শরীফ অথবা হাতীমে প্রবেশের পূর্বে।
- নিজ বাড়ীতে প্রবেশের পর।
- স্ত্রী সহবাসের পূর্বে।
- কোন ভাল মজলিসে যাওয়ার পূর্বে।
- ক্ষুধা অথবা পিপাসার সময়।
- মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ কালে।
- সাহরীর সময়।
- খানা খাওয়ার পূর্বে।
- সফরে যাওয়ার পূর্বে।
- সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর।
- ঘুমানোর পূর্বে।
- নিদ্রাভঙ্গের পর। **(হাসিয়া তারগীব ও তারহীব আলমানজারী)**

  ওযু শেষে ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায়ের উদ্দেশ্যে মস্জিদে যাবার সময় নিম্ন বর্ণিত সুন্নত সমুহের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এবং এ নিয়ম গুলি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ই খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করে ঘর থেকে বের হওয়া। **(বুখারী)**
- বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় নামাযের অথবা হক্বানী অলীর সোহবতের নিয়তেই বের হওয়া।
- আযান শ্রবনের পর নামাযের জন্য দুনিয়ার কাজ-কর্ম এমন ভাবে ছেড়ে দেয়া যেন এসব কাজ-কর্মের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।
- তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়া।

MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ৩১৭ পৃষ্ঠা।

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ **কোন ১টি রোজা ৬০ বছর নফল রোজার ও নফল নামাজের সমান সওয়াব?**

উত্তর: যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রাখবে এবং দান খয়রাত করবে সে ৬০ বছর নফল নামায ও নফল রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। (যদি হাক্বিকতে ঈমানদার ও ফরজ-ওয়াজিব আদায়কারী হয় এবং নবী ও হক্বানী অলীদের দুশমন না হয়) (মুসলিম শরীফ)

❖ **কোন ৪ রাকাত নামায ৯০ বছরের সওয়াব ৯০ বছরের গুনাহ মাফ হয়?**

উত্তর: জমাদিউল আউয়ালের ১ম রাত্রির ৪ রাকাত নফল নামায পড়লে ৯০ বছরের ইবাদতের ছওয়াব ও ৯০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (যদি হাক্বিকতে ঈমানদার ও ফরজ-ওয়াজিব আদায়কারী হয় এবং নবী ও হক্বানী অলীদের দুশমন না হয়) (ফাঃ আঃ)

❖ **কোন জায়গায় গিয়ে ২ রাকাত নামায পড়লে প্রতি রাকাতে সোয়া ৩৪ হাজার কোটির চেয়েও বেশি সওয়াব লাভ করা যায়?**

উত্তর: ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর হক্বানী অলীর রাস্তায় গিয়ে ২ রাকাত নামায পড়লে প্রতি রাকাতে ৪৯ কোটি রাকাত পড়ার সওয়াব। রমাদ্বনে ৭০ গুণ বেশি তাই ৪৯,০০০০০০০×৭০=৩৪,৩০,০০০০০০০ চৌত্রিশ হাজার ত্রিশ কোটি রাকাত নামায পড়ার ছওয়াব প্রতি রাকাতে পাওয়া যায়। (যদি হাক্বিকতে ঈমানদার ও

ফরজ-ওয়াজিব আদায়কারী হয় এবং নবী ও হক্বানী অলীদের দুশমন না হয়) (কাঞ্জুল উম্মাল)

❖ **কোন সময় নিজের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার সওয়াব হয়?**

উত্তরঃ নামাযরত অবস্থায় বান্দা যখন রুকুতে যায়, তার ওজন সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার ছওয়াব দেয়া হয়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার কুদরতি পায়ে সিজদা করে বান্দা তখন আল্লাহর অতি নিকটবর্তী বা প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। (যদি হাক্বিকতে ঈমানদার ও ফরজ-ওয়াজিব আদায়কারী হয় এবং নবী ও হক্বানী অলীদের দুশমন না হয়) (ফাঃ আঃ)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪০৭ পৃষ্ঠা)*

সুখবর সুখবর সুখবর

ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে ৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্! হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলার পক্ষ থেকে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে ইসলামের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়। বিশ্ববাসীর কাছে পবিত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে এবারই প্রথম আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি ও হিন্দি মোট ৬টি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফের সম্পূর্ণ সহীহ্ অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর। শুধু বাংলা ভাষা জানলেই বিনা শিক্ষকে ঘরে বসেই ৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফ যেকোনো পুরুষ-মহিলা শিখতে পারবেন এবং প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে যে ভাষায় যতবার পড়বেন তত ১০০টি ছওয়াব পাবেন রহমত, শান্তি ও বরকত হবে- ইনশা-আল্লাহ্।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বাণী মুবারক:

"আমার লিখিত কিতাবগুলো প্রতিটি মুরিদের বাড়িতে রাখতে হবে এবং অন্যকে কিতাব হাদিয়া দিয়ে হক্বের দা'ওয়াত দিবেন। আপনার দা'ওয়াতে যত লোক হক্ব পথ পাবে তাদের জীবনের প্রতিটি নেক আমলের কপি আপনিও পেয়ে যাবেন- ইনশা-আল্লাহ্!"

মাসআলা-মাসায়েল
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ দুঃখ বা বিপদের সময় পড়ার দু'আ:

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফি মুসিবাতী ওয়া আখলিফনি খইরাম মিনহা ছল্লাল্লাহু আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ : আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মসিবত থেকে রেহাই দিন। এর চেয়ে উত্তম দান করুন। আল্লাহ্ পাক নবীজি পাক উনার উপর এবং উনার পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং শান্তি অবতীর্ণ করুন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ ক্রোধের সময় পড়ার দু'আ:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ অভিশপ্ত শয়তানের প্রবঞ্চনা প্রতারণা থেকে মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করছি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কোন মুশকিলে পড়লে এ দু'আ পড়বে:

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নিমাল মাওলা ওয়ানি'মান্নাছীর ছল্লাল্লাহু আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ সূর্যাস্তের সময়ের দু'আ

সূর্যাস্তের সময় এই দু'আ পড়ার জন্য নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَا لَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আক্বালানা ইয়াও মানা হাযা ওয়ালাম ইউহ্লিকনা বিযুনুবিনা।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আজ পুরো দিনটা আমাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন কৃত পাপের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করেননি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ দোকানে বেচা-কেনা বেশি হওয়ার দু'আ

দোকানে বেচা-কেনা বেশি হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি বহু আশ্চর্য পরীক্ষিত আমল। জুমআ'র নামাযের পর কারও সাথে কোন কথা না বলে একাগ্রচিত্তে ৭০ (সত্তর) বার দু'আটি পড়বে। প্রতিদিন দোকানে দিয়ে বেচা-কেনা করার আগে একবার দু'আটি পড়ে নিবে এবং গোলাপ পানিতে দু'আটি পড়ে ফুঁক দিয়ে প্রত্যহ দোকানে ছিটায়ে দিবে। আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ দোকানে বেচা-কেনা খুব বেশি হবে।

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِىُّ ـ يَا حَمِيْدُ ـ يَا مُبْدِىُّ ـ يَا مُعِيْدُ ـ يَا فَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ يَا رَحِيْمُ وَدُوْدُاَ كْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া গনিয়্যু, ইয়া হামীদু, ইয়ামুবদিয়্যু, ইয়া মুঈদু, ইয়া ফায়্ আলুল লিমা ইউরীদু ইয়া রাহিমু ইয়া ওয়াদুদু আকফিনী বিহালালিকা আনহারামিকা ওয়া বিত্বোআতিকা আম্মা'সিয়াতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াকা ছল্লাল্লাহু আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪৪০ পৃষ্ঠা)*

সকল ক্ষেত্রে আখেরী নবী (ﷺ) উনার প্রতি বেআদবী ও দুশমনি বন্ধ করুন, বন্ধ করুন।

নূর নবীজি (ﷺ) উনাকে নিয়ে কটুক্তকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন, করতে হবে, করতে হবে।

দরূদ শরীফ পর্ব

দরূদ শরীফ নেকীর পাল্লা ভারী করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, ক্বিয়ামত দিবসে ন্যায়ের পাল্লায় মানুষের আমল মাপা হবে। মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দুনিয়ার সকল মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। লোকেরা দেখবে হযরত আদম (عليه السلام)কে তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করবেন এবং দেখবেন তাঁর আওলাদগণ থেকে কারা জান্নাতে যাচ্ছে আর কারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ইত্যবসরে তিনি দেখবেন যে, একজন উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ)-কে দোযখের ফেরেশ্তারা দোযখে নিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে তিনি উচ্চস্বরে বলবেন– হে আহমদ! হে আহমদ! নবীজি পাক (ﷺ) উত্তরে বলবেন, লাব্বায়েক হে আবুল বাশার! আদম (عليه السلام) বলবেন, দেখুন আপনার একজন উম্মতকে দোযখের ফেরেশ্তারা দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উনার কথা শুনে নবীজি পাক (ﷺ) উম্মতের দিকে দৌঁড়ে তাশরীফ নিবেন আর ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, হে আল্লাহর দূতগণ! একটু থাম। এ ব্যক্তিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? ফেরেশ্তারা আরয করবেন, আমরা কঠিন প্রকৃতির ফেরেশ্তা। আমরা আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করি না। এ সময় নবীজি পাক (ﷺ) উনার বাম হাত দাঁড়ি মোবারকে রেখে আল্লাহর কাছে আরয করবেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করবেন না। এখন ওয়াদা পালনের সময় এসেছে। তখন আল্লাহর আরশ থেকে নির্দেশ আসবে, হে ফেরেশ্তারা! তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ) উনার অনুগত হও। ফেরেশ্তারা লোকটিকে পুনরায় মীযানে নিয়ে আসবেন। দ্বিতীয়বার তার আমল ওজন দেয়া হবে। নবীজি পাক (ﷺ) একটি সাদা কাগজ তার নেকীর পাল্লায় রাখবেন। ফলে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। গুনাহের চেয়ে নেকী অনেক বেশী হয়ে যাবে ফলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতঃপর

একটি আওয়াজ আসবে- এখন সে নেককার হয়ে গিয়েছে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ফেরেশ্‌তারা যখন তাকে জান্নাতে যেতে বলবে তখন সে তাদেরকে বলবে, একটু দাঁড়ান। আমি এই মহান ব্যক্তির নিকট কিছু আবেদন করে নেই। তখন নবীজি পাক ﷺ উনার খেদমতে এসে বলবে, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনি কতইনা সুন্দর! দয়া করে একটু বলবেন, আপনি কোন মহান ব্যক্তি? যিনি আমাকে এই বিরাট মুসিবত থেকে উদ্ধার করেছেন। উত্তরে তিনি ইরশাদ মুবারক করবেন, আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর সাদা কাগজটি হল তোমার সেই দরূদ শরীফ যা তুমি আমার উপর একবার পড়েছিলে। আমি তা সংরক্ষণ করে রেখেছি যাতে প্রয়োজনের সময় তোমার কাজে আসে এবং তোমার মুক্তির উপায় হয়। সুবহানাল্লাহ! **(জাওয়াহেরুল বিহার-৪র্থ খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

দরূদে শিফার ফজিলত

মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার কিতাবের-৩০৭ পৃষ্ঠায় এসেছে,*

যে কোন কঠিন-জটিল রোগীর দু'আ কামনায় নিজে কিংবা হক্কানী আলেম দ্বারা নিম্নের দরূদ শরীফটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বার পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁক দিলে কিংবা ফুঁক কৃত পানি সেবন করলে ইনশা-আল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

দরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ -

বাংলা উচ্চারণ : আল্লহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং তিব্বিল কুলুবি ওয়া দাওয়াইহা ওয়া আ'ফিয়াতিল আবদানি ওয়া শিফায়িহা ওয়া নুরিল আবসারি ওয়া যিয়াইহা ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া সহ্‌বিহী- ওয়া সাল্লিম।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অলীদের সোহবতের গুরুত্ব ইলমে তাসাউফ ও মা'রেফতের সঠিক ব্যাখ্যা, আত্মিক ব্যাধিসমূহের (মুহলিকাত) ও মুনজিয়াত এবং তাসাউফের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও হক্কানী অলীদের বাণীগুলো ও লোমহর্ষক ঘটনাগুলো জানতে হলে, "ইলমে তাসাউফ মারেফতের গুপ্ত ভান্ডার" কিতাব এখনি সংগ্রহ করুন। (মুর্শিদ ক্বিবলার লেখা কিতাব)

যোগাযোগ: ০১৩২৮-৩১০৩০০ হোয়াটসঅ্যাপ

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বাণী মুবারক:
মা-বাবার খিদমত করার সুযোগ সব সন্তান যেমন পায়না তেমনি হক্কানী অলী-আওলিয়ার দরবারে অর্থ, সময়, শ্রম দিয়ে খিদমত করার সুযোগ সব মুরিদ পায়না। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহ্ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকেই এই নিয়ামত দান করেন।

✪ সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী সামগ্রী

এখানে সুন্নতী টুপি, রুমাল, পাগড়ী, কোর্তা, ফতুয়া, আতর, মেসওয়াক ও জায়নামাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।
কুরিয়ারের সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের সব জায়গায় পাঠানো হয়।

প্রো: মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান
মোবাইল: ০১৭৩৭-০৯৪৬৩৪, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩
ঠিকানা: দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া সিটি।

◈ বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার জীবনী মুবারক (২য় পর্ব) ◈

মুহাম্মাদ মামুন সিদ্দীকী

মাতৃগর্ভের কারামত

হযরত গাউসুল আজমের আম্মাজান সৈয়দা উন্মুল খায়ের ফাতেমা রহমাতুল্লাহি আলাইহা বলেন, যেদিন আমার সন্তান ভূমিষ্ট হয়, সেদিন আমার স্বামী সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা স্বপ্নে দেখেন, নবীজি পাক (ﷺ) প্রধান সাহাবায়ে কেরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে নিয়ে আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং আমার স্বামীকে বললেন,

يَا أَبَا صَالِحٍ، أَعْطَاكَ اللهُ ابْنًا صَالِحًا، وَهُوَ وَلَدِي وَمَحْبُوبِي، وَمَحْبُوبُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الأَوْلِيَاءِ وَالأَقْطَابِ، كَشَأْنِي بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

অর্থাৎ "হে আবু সালেহ। আল্লাহ পাক আপনাকে একজন নেককার ছেলে সন্তান দান করেছেন। সে আমার বংশধর, আমার প্রিয় এবং আল্লাহ্ পাক উনারও প্রিয়। সে শীঘ্রই আউলিয়া ও কুতুবগণের মধ্যে এমন মর্যাদা লাভ করবেন, যেমন আম্বিয়া ও রসূল (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) গণের মধ্যে আমার মর্যাদা।

২। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অলৌকিক ক্ষমতাবলে ব্যঘ্ররূপ ধারন করে এক ভন্ড ফকিরকে হত্যা করে মায়ের আব্রু রক্ষা করেছিলেন।

ঘটনা ছিল এই: একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত সৈয়দ আবু সালেহ্ মুছা (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার বাড়ীতে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগলো। ঘটনাক্রমে সেদিন বাড়ীতে পুরুষ লোক কেউ ছিলেন না। ভিক্ষুক ক্ষুধার তাড়নায় কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। পূন্যবর্তী সৈয়দা উম্মুল খায়ের দয়া পরবশ হয়ে পর্দার আড়াল থেকে কিছু খানা ভিক্ষুককে বাড়িয়ে দিলেন। খানা খেয়ে ভিক্ষুক খালি বাড়ী দেখে অন্দর মহলে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো। হযরত উম্মুল খায়ের ফাতেমা রহমাতুল্লাহি আলাইহা দিশেহারা হয়ে ভিক্ষুকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আল্লাহ্ পাক উনার কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। আল্লাহর কুদরতে জননীর এই চরম বিপদের সময় আল্লাহ্ পাকের হুকুমে হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) রূহ মোবারক মাতৃগর্ভ হতে বের হয়ে একটি বাঘের রূপ ধারণ করে মূহুর্তের মধ্যে ভিক্ষুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করলেন। জননী কিছুই টের করতে পারলেন না। তিনি শুধু এতটুকুই দেখতে পেলেন যে, কোথা হতে একটি বাঘ এসে ভিক্ষুককে হত্যা করে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তীতে কোন এক সময় গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার আম্মাজান কোন কারণে একটু মন খারাপ করে বলেছিলেন, আব্দুল কাদের (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। আপনার জন্য আপনার শিশুকালে কত কষ্ট করেছি-মনে আছে কি? এটা ছিল সন্তানের প্রতি মায়ের আদরের শাসন। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলে ফেললেন- আমিও তো আল্লাহর হুকুমে গর্ভকালীন সময়ে আপনার একটি উপকার করেছিলাম। সে কথা কি আপনার মনে নেই? মাতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-সেটা কি? হযরত বড়পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বললেন- ভিক্ষুককে যে বাঘটি হত্যা করে আপনার আব্রু রক্ষা করেছিল, সে তো আল্লাহর হুকুমে আমিই ছিলাম। একথা শুনে সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা রহমাতুল্লাহি আলাইহা অবাক বিস্ময়ে মনে মনে ভাবলেন- আমার এ সন্তান কালে মানুষের মত মানুষ হবে। এরপর থেকে তিনি আর কোন দিন পুত্রের প্রতি বিরক্ত হননি। (সূত্র: মানাক্বেবে গাউসিয়া ১/১৩৯ পৃ:)।

হযরত গাউসুল আ'জমের জন্মের ঘটনা

তৎকালীন পারশ্য, বর্তমানকালের ইরান দেশের অন্তর্গত জিলান শহরে নায়েক বা নিকা নামক স্থানে ৪৭১ হিজরী, মোতাবেক ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা রমাদ্বন সোমবার সোবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে অলিকুল সম্রাট গাউসুল আ'জম আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুছা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা রহমাতুল্লাহি আলাইহা। পিতা হাসান বংশীয় এবং মাতা হোসাইন বংশীয়। উভয় দিক থেকে তিনি সৈয়দ ও আওলাদে রাসুল (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। নবীজি পাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার পবিত্র রক্তধারা গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার শরীরে প্রবাহমান।

শাবান মাসের শেষ দিন। সন্ধ্যাবেলা আকাশে পবিত্র রমাদ্বনুল মুবারকের চাঁদ উঠবে চাঁদ দেখার জন্য সবাই ভীড় জমালেন। চাঁদ দেখে সকলে রোযা রাখবে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল সেদিনের আকাশ ছিল মেঘলা। আকাশ-মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে জিলানী অধিবাসীরা কেহই চাঁদ দেখতে পারলেন না।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

ইলমে শরীয়ত অধ্যায়

◈ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার জীবনী মুবারক (২য় পর্ব) ◈

মুহাম্মাদ মামুন সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর...................................

উনার বয়স মুবারক যখন ১৫ বৎসর, তখনই উনার পিতা-মাতা উনারা উভয়ে ইন্তেকাল করেন। পিতা-মাতা উনারা উভয়ে যমীন থেকে বিদায়ের পর তিনি ওয়ারিশ সূত্রে শুধুমাত্র একটি যাঁতি ও একটি আঙ্গুর ফলের বাগান লাভ করেন। কিতাবে উল্লেখ করা হয়, সুলত্বানুল হিন্দ, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি একদিন ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত উক্ত বাগানে কাজ করছিলেন; এমন সময় উক্ত বাগানে তাশরীফ আনলেন, মজ্জুব অলী, হযরত ইবরাহীম কান্দুজী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আরেক বর্ণনায় হযরত ইবরাহীম কলন্দর (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি যেহেতু মাদারজাদ অলী ছিলেন, তাই উনার অন্তরে অলীআল্লাহ উনাদের প্রতি ছিল অফুরন্ত ভক্তি ও মুহব্বত। মঈনুদ্দীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁকে দেখে খুব সম্মান দেখালেন এবং কদমবুচী করলেন। একটি ছায়াদার গাছের নিচে হযরত ইবরাহীম কলন্দর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তাঁর বাগান থেকে কিছু আঙ্গুর এনে উনাকে হাদিয়া দিলেন। হযরত মঈনুদ্দীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার এমন ব্যবহারে হযরত ইবরাহীম কলন্দর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে সামান্য কিছু খাবার (শুকনো ফল) নিজের মুখে চিবিয়ে বালক মঈনুদ্দীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে খেতে দিলেন।

খাজা মঈনুদ্দীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সেই তাবারক সরল মনে গিলে ফেলার পরপরই তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতার দোলা দিয়ে উঠল। অজানা পরম সত্যকে জানার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। যেন বহু দূর থেকে কোনো প্রিয়জন তাঁকে ইঙ্গিত করে বলছে, "আপনাকে তো পার্থিব জগতের মোহে ডুবে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি! দেরি না করে আমার দিকে এগিয়ে আসুন।" হযরত ইব্রাহিম কলন্দর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, বাবা মঈনুদ্দীন আপনি অনেক বড় একজন আল্লাহর অলী হবেন। আপনি অনেক বড় বেলায়েত নিয়ে এসেছেন। তবে অলী হতে হলে অবশ্যই একজন অলীর নিকট বাইয়াত হয়ে উনার সোহবত নিতে হবে। আমি যেহেতু প্রকাশ দেইনা, তাই আমি আপনাকে বাইয়াত করাতে পারবোনা। আপনি হযরত উসমান হারূনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার কাছে গিয়ে বাইয়াত হয়ে উনার নিকট ইলমে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করুন।

এরপর খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবরাহীম কলন্দর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার আদেশে নিজের ফলের বাগানটি বিক্রি করে দেন। বিক্রির সেই টাকা অভাবী মানুষের মাঝে দান করে দেন। এভাবে সত্যের সন্ধানে তিনি তাঁর উঠতি বয়সের সব ধরনের ভোগ-বিলাস পেছনে ফেলে সমরকন্দ ও বোখারার দিকে যাত্রা করেন।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে, ৫৫২ হিজরি সনে তিনি জ্ঞানের খোঁজে, হক্বের সন্ধানে ঘর ছাড়েন।

ততোটুকু ছোট বয়সে হেঁটে চলার কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা, ডাকাতের ভয় এবং যানবাহনহীন রুক্ষ পরিবেশকে তোয়াক্কা না করে শিক্ষা সফরে বের হওয়া কেবল পরম করুণাময়ের ওপর অটল ভরসা ও বিশ্বাসের জোরেই সম্ভব হয়েছিল।

মারেফতের জ্ঞান অন্বেষণে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) "ইলমে তাসাউফ বা মা'রেফতের জ্ঞান অর্জন করার জন্য হক্বের পথে রওনা দিলেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) নিজে তাঁর লেখা 'আনীসুল আরওয়াহ্' বইয়ে এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন, পাঠকদের জানার জন্য তা তাঁর নিজের জবানিতেই নিচে তুলে ধরা হলো:

তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় খাজা ওসমান হারুনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার খানকায় গিয়ে হাজির হন। হযরত ওসমান হারুনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) যেন বহু দিন ধরে এই অমূল্য রত্নের (খাজা সাহেব) অপেক্ষায় ছিলেন; এমন মনোভাব নিয়েই তিনি খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-কে বরণ করে নিলেন। খাজা মঈনুদ্দীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন, "এই ফকির যখন বাগদাদে অবস্থিত হযরত জোনাইদ বোগদাদী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) মসজিদে উপস্থিত হই, তখন হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার সেবায় বহু দরবেশ হাজির ছিলেন। আমার মনে তাঁর হাতে মুরীদ হওয়ার তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠছিল।

-অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

◈ মুর্শিদ ক্বিবলা লিখিত- ইলমে তাসাউফ ও মা'রেফতের গুপ্ত ভান্ডার কিতাব থেকে সংগৃহিত

তাসাউফ এবং মা'রেফতের সঠিক ব্যাখ্যা

'মা'রেফত' (معرفة) শব্দটি আরবি ভাষা। আরবি মূল ধাতু 'উরফ' (ع-ر-ف) থেকে শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ চেনা বা জানা। তবে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় মা'রেফত হলো আল্লাহর 'পরিচয়'। মা'রেফত অন্বেষীকে 'আরিফ' বা সর্বজ্ঞানী অলী/মুর্শিদ বলা হয়।

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ–

অর্থ : "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত তথা মারেফত হাসিল করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি।" (পবিত্র সূরো জারিয়াত-৫৬ নং আয়াত শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-উনার ব্যাখ্যা:

প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-এখানে لِيَعْبُدُوْنِ 'লি-ইয়া'বুদুন' অর্থ হলো (لِيَعْرِفُوْنِ) 'লি-ইয়া'রিফুন' অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক উনার পরিচয় লাভের জন্য।" (তাফ: ইবনে আব্বাস, তাফ: রুহুল বয়ান, তাফ: মাজহারী ইত্যাদি)

বিভিন্ন তাসাউফের কিতাবে এসেছে যে,

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا

অর্থাৎ, "শরীয়ত একটি বৃক্ষের ন্যায়। তরীক্বত উহার শাখা-প্রশাখা, মা'রেফত উহার পাতা এবং হাক্বিকত উহার ফল বিশেষ।"

একটি গাছ যেমন বীজ থেকে পূর্ণতা পায়, তেমনি একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক জীবনও এই চারটি স্তরের সমন্বয়ে পূর্ণ হয়। (আল কওলুল জামিল, শিফাউল আলীল)

দুধ থেকে মাখন, ঘি বের করার চমৎকার দৃষ্টান্ত:

* **শরীয়তের দৃষ্টান্ত:** শরীয়ত হলো দুধ। ব্যাখ্যা: দুধ যেভাবে সরাসরি চোখে দেখা যায় এবং পরিমাপ করা যায়, শরীয়তও ঠিক তেমনি ইসলামের বাহ্যিক, দৃশ্যমান এবং প্রকাশ্য বিধান। এটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য প্রাথমিক ও আবশ্যিক ভিত্তি।

* **মারেফতের দৃষ্টান্ত:** দুধের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মাখন, ঘি, ছানা, পনির ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা: দুধের দিকে তাকালে সরাসরি মাখন বা ঘি দেখা যায় না, কিন্তু তা যে ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান- তা আমাদের স্বীকার করতে সবাই বাধ্য। ঠিক তেমনি, শরীয়তের বাহ্যিক আমল ও হুকুম-আহকামের ভেতরে যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক রহস্য এবং আল্লাহর পরিচয় লুকিয়ে আছে, তা-ই হলো মারেফত।

* **ত্বরীকতের দৃষ্টান্ত:** দুধ থেকে মাখন বা ঘি তৈরির বিশেষ প্রক্রিয়া (মন্থন করা)।

ব্যাখ্যা: পাত্রে দুধ রেখে দিলে তা আপনা-আপনি মাখন বা ঘিয়ে রূপান্তরিত হয় না; এর জন্য দুধকে নির্দিষ্ট নিয়মে জ্বাল দিতে হয় এবং মন্থন করতে হয় ঐ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে আরবীতে মাধ্যমকেই বলা হয় অসীলা বা সত্য ইসলাম বোঝানোর এবং মানানোর মাধ্যম অলী-মুর্শিদ। যেই ইসলাম মানলে আল্লাহ্ পাক খুশি হন। (সূরা মায়েদা-৩৫ নং আয়াত শরীফ)। তেমনিভাবে, অন্তরের মারেফত বা আল্লাহভীতিকে জাগ্রত করার জন্য যে নিয়মতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সাধনা, যিকির-আযকার এবং তরবিয়তের পথ অবলম্বন করা হয় হক্বানী অলী-মুর্শিদের মাধ্যমে, তার নাম ত্বরীকত।

* **হাক্বিকতের দৃষ্টান্ত:** প্রক্রিয়া শেষে নিষ্কাশিত খাঁটি মাখন বা ঘি।

ব্যাখ্যা: দীর্ঘ মন্থন ও সঠিক উপায়ের পর যখন দুধের ভেতর থেকে মূল নির্যাসটি (মাখন বা ঘি) আলাদা হয়ে প্রকাশ পায়, তখন তার অস্তিত্ব নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। আধ্যাত্মিক সাধনার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে বান্দা যখন সত্যের মূল হাক্বিকত বা পরম বাস্তবতার দর্শন লাভ করে, সেটাই হলো হাক্বিকত। অর্থাৎ শরীয়তের ৭৩ ফেরক্বাহ্ ইসলামের মধ্য থেকে ৭২ বাদ দিয়ে নাজাতী একটি ফেরক্বাহ্ খুঁজে বের করেন যিনি তিনিই হক্বানী মুর্শিদ। বের করার পদ্ধতি তরিক্বত। ৭৩ ফেরক্বাহ্ শরীয়ত। লুকিয়ে থাকা নাজাতী ফেরক্বাহ্ মা'রেফত আর বের করা নাজাতী ফেরক্বাহ্ হাক্বিকতে ইসলাম।

(ইলমে তাসাউফ ও মা'রেফতের গুপ্ত ভান্ডার-২১ পৃষ্ঠা)

-অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

ঘটনা পর্ব

পবিত্র দরুদ শরীফ লিখার ফযীলত:

মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী

হযরত ইমাম আবূ যুরআ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) অনেক বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করার পর একজন হক্বানী অলী ব্যক্তি উনাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আসমানের উপর হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়াচ্ছেন। উনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে হযরত আবূ যুরআ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)! আপনি কোন আমলের কারণে এই মর্যাদা-মর্তবা মুবারক হাছিল করলেন?' তিনি বললেন, "আমার জীবনে আমি দশ লক্ষ পবিত্র হাদীছ শরীফ লিখেছি এবং লেখার মধ্যে আমি প্রত্যেকবার '(ﷺ)' স্পষ্ট করে ও সুন্দর করে লিখেছি। আখেরী রসূল হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন, 'আমার প্রতি যে একবার ছলাত তথা দরূদ শরীফ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তার প্রতি দশবার রহমত মুবারক নাজিল করবেন।' আমি দশ লক্ষবার ছলাত শরীফ (দরূদ শরীফ) লিখেছি, যার কারণে আমার প্রতি মহান আল্লাহ পাক তিনি এক কোটিবার রহমত মুবারক নাযিল করেছেন এবং উক্ত ছলাত শরীফ লেখার সম্মানার্থে আমাকে হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন।" সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং পবিত্র হাদীছ শরীফ লিখার মধ্যে যারা সুন্দর করে '(ﷺ)' পুরোটা লিখেন তাদের জন্য সুসংবাদ! আর যারা লিখে না, তাদের জন্য আফসোস!

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৩১ পৃ.)

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (৩য় এবং শেষ পর্ব)

মুহাম্মাদ আতিক হাসান সিদ্দীকী

যখন প্রথম ছেলে একথা বললো, তখন দ্বিতীয় ছেলেটা বললো, তোমার পিতার নাম কি? সে জবাব দিলো। তখন সেই ছেলেটা বললো যে, দেখ তুমি তোমার যে ভাইকে তালাশ করছিলে আমি মনে হয় তোমার সেই ভাই। আমার জীবনের ঠিক একই ঘটনা। আমরা দুই ভাই ছিলাম এবং হারিয়ে গিয়েছিলাম। তখন তাদের পরিচয় হয়ে গেলো। সেই মহিলা নৌকায় বসে বসে সেই ঘটনা শুনলো, শুনে সে চুপ করে রইলো, সে কোন কথা বললো না। সকালে যখন সে নেককার লোকটি আসলেন, যিনি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি এসে সে মহিলাকে দেখলেন বিমর্ষ, চিন্তিত। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সেই মহিলা বললো, এখানে কথা বলা যাবে না। এই এলাকার যিনি মালিক, উনার কাছে যেতে হবে। উনার সাথে আমার কিছু কথা আছে, আমি বললে হয়তো তারা (ছেলেরা) শুনবে না। সেই লোক বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। অপারগ হয়ে সেই মহিলাকে নিয়ে গেলেন সেই লোকের কাছে। সেই জায়গার মালিক দানশীল ব্যক্তি বললেন, কি হয়েছে? উনাকে কেন নিয়ে এসেছেন? সেই ব্যক্তি জবাব দিলেন, আপনার সাথে এই মহিলার কিছু কথা আছে। লোকটা প্রথমে একটু উত্তেজিত হয়ে গেল। কি ব্যাপার? কোন অঘটন কি ঘটিয়েছে তারা? মহিলার চেহারা আবৃত করা ছিল। তার চেহারা দেখা যাচ্ছিলো না। মহিলাটি পর্দার মধ্য দিয়ে বললো, না, তেমন কিছু ঘটেনি। তবে গত রাত্রে তারা একটা গল্প বলেছিল, সে গল্পটা আমি আবার শুনতে চাই। তারা যেন আবার বলে। ছেলে দু'টোকে ডাকানো হলো। ডেকে বলা হলো যে, তারা গত রাত্রে যে ঘটনা বলেছে, সেটা আবার বলতে। পুনরায় সেই কাহিনী যখন সেই ছেলে দু'টা বললো, তখন সেই লোকটা তার আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললো যে, সত্যিই যদি এই ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তাহলে তো তোমরাই আমার সন্তান। আমি তোমাদের পিতা। যখন সে পরিচয় দিলো, তখন সেই মহিলা বললো যে, 'মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! আমিই তাদের মা। এই

ঘটনা বাস্তব সত্য, সেটা তাদের মুখ দিয়ে আবার শুনার জন্য আমি বলেছি তাদেরকে বলার জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়।' তখন পরিচয় হয়ে গেলো। তারা আবার পরস্পর সেখানে সুখে শান্তিতে থাকতে লাগলো। যে ছেলে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল তার প্রতি আবারো গায়েবী নেদা হলো যে, "তুমি তোমার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলে, কষ্ট করেছো। মহান আল্লাহ পাক তোমাকে তার বদলা, জাযা-খায়ের দিয়েছেন। তোমাকে ইহকালে সুখ দেয়া হলো এবং পরকালেও তোমার জন্য সুখ-শান্তি অপেক্ষা করছে।" সুবাহানাল্লাহ!

সম্মানিত পাঠক, সেই সন্তান পিতার আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিল, দুনিয়াবী সম্পত্তির লোভ করেনি। আগে তার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করে স্বীয় পিতার প্রতি ইহসান করেছিল যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ পাক তিনিও তার প্রতি কত বেমেছালভাবে ইহসান মুবারক করেছেন! সুবাহানাল্লাহ!

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৪৯ পৃ.)

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

শুকরিয়া করলে নেয়ামত বৃদ্ধি হয় (সূরা ইবরাহীম-৭ নং আয়াত) উত্তম ঘটনা ১ম পর্ব

মুহাম্মাদ মোস্তাক আহম্মেদ রাহাত

হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (عليه السلام) একদিন তূর পাহাড়ে মহান রব্বুল আলামীন উনার সাথে কথোপকথন করতে যাচ্ছিলেন। পতিমধ্যে এক গরীব মহিলার সাথে উনার সাক্ষাত হলো। মহিলা উনার নিকট আরজু করলো, 'হে হযরত কালীমুল্লাহ (عليه السلام)! আমি খুব গরীব। অতি কষ্টে আমার দিন চলে। আপনি যখন মহান আল্লাহ পাক উনার সাথে কথা বলবেন তখন আমার ব্যাপারে একটু জিজ্ঞেস করবেন যে, কি করলে আমি স্বচ্ছলতা লাভ করবো।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা'। তারপর আবার পথ চলতে লাগলেন। এরপর উনার সাথে এক ধনী ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। তিনি উনার নিকট আরয করলেন, 'হে হযরত কালীমুল্লাহ (عليه السلام)! আমি খুব ধণী। ধন সম্পদের হিসাব রাখতেই আমার দিন পার হয়ে যায়। আমি বেশি ইবাদত বন্দেগী করার সময় পাই না। আপনি মহান আল্লাহ পাক উনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন যে কি করলে আমার ধন সম্পদ কমে যাবে।' তিনি শুনলেন তারপর আবার পথ চলতে লাগলেন। এবার উনার সাথে এক লোকের সাক্ষাত হলো, যার হাত পা কিছুই নেই। লোকটি উনার নিকট আরয করলো, 'হে হযরত মূসা কালীমুল্লহ্ (عليه السلام)! আমার হাত পা কিছুই নেই। আমি কিছুই করতে পারি না, কোনো কাজেই আসি না। আপনি মহান আল্লাহ পাক উনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন যে, তিনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন।' হযরত কালীমুল্লাহ (عليه السلام) তিনি তার আরজিও শুনলেন।

এরপর তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার সাথে সাক্ষাত করলেন, কথাবার্তাও বললেন। ফিরে আসার সময় ওই তিনজনের প্রশ্নের কথা উনার মনে পড়ে গেলো। তখন তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট প্রথম সেই গরীব মহিলার প্রশ্নটি পেশ করলেন। জানতে চাইলেন যে, সে গরীব মহিলা কি করলে স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারবে? জবাবে মহান আল্লাহ পাক বললেন, "আপনি তাকে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করতে বলবেন।" তারপর ধনী ব্যক্তির প্রশ্ন পেশ করলেন যে, কি করলে তার ধনসম্পদ কমে যাবে? মহান আল্লাহ পাক জবাবে বললেন, "আপনি তাকে বলবেন সে যেন আমার প্রতি শুকরিয়া আদায় কম করে।"

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৫৩ পৃ.)

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে কাসিদা

আহমাদ উম্মে হাবীবা সিদ্দীক্বা

মিলাদুন্নবী ﷺ এলো মিলাদুন্নবী ﷺ এলো,
আশেকগণে তাই মেতে উঠলো,
গাছের ডালে বসে পাখি
ডাকছে শুধু কুহুকুহু তান
চারদিকেতে বইছে তাই আনন্দেরই বান
নূরের নবীর আসছেন এই দিনে
তাইতো খুশি আশেকগণে
আনন্দে সব মেতে উঠছে খুশির জোয়ারে,
চারদিকে যে শুনি ধ্বনি
ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ
পাখি গাইছে গাছের ডালে
নদী সাগর গাইছে জলে
আকাশ তারা চাঁদ সিতাঁরা
গাইছে আরো আরশ ভূমি
নূর নবীজি ﷺ আসছেন এ দিনে
আঁধার থাকতো সবি তিনি বিহনে,
আল্লাহ্ পাক উনাকে পাঠালেন এ ধরায়,
তাইতো সবে আনন্দে উনার শান গায়,
মিলাদুন্নবী ﷺ এলো আবার মিলাদুন্নবী ﷺ

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী-বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্বানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি মুমিন যারা দাবী করো "তোমরা সত্যবাদীদের (তথা অলীদের) সাথী হও।"

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষ্যে কাসিদা

আহমাদ সেজতি ইসলাম সুরভী

আম্মাজান এসেছেন, শাহজাদীদ্বয় এসেছেন, (২)
মিলাদুন্নবীতে মোদের ধন্য করেছেন (২ বার)
আম্মাজান মারহাবা, শাহজাদি মারহাবা.. ২ বার
আম্মাজির কদমে এসেছি আমরা.. (৩ বার)
আম্মাজান আপনার নূরানি চেহারা,
দেখিতে পাগল, সব পীরবোনেরা.. (২ বার)
আম্মাজান মারহাবা, শাহজাদি মারহাবা.. ২ বার
আম্মাজির কদমে এসেছি আমরা.. (৩ বার)
আম্মাজান আপনার মুচকি হাসিতে,
হৃদয়ের মাঝে মোদের শান্তি আসে... (২ বার)
তাইতো আপনায় বানিয়েছি,
আমার ক্বলবের ক্বাবা..
আম্মাজান মারহাবা, শাহজাদি মারহাবা.. ২ বার
আম্মাজির কদমে এসেছি আমরা.. (৩ বার)
প্রতি জুমাতে আম্মাজান আসেন,
সোহবত দিয়ে মোদের ধন্য করেন।
তাইতো আমরা আসি আম্মাজ্বীর কদমে,
আপনি মোদের শান্তির ছায়া।
আম্মাজান মারহাবা, শাহজাদি মারহাবা.. ২ বার
আম্মাজির কদমে এসেছি আমরা.. (৩ বার)

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ, শবে বরাত, শবে ক্বদর, আশুরা মিনাল মুহররম ও মিলাদ-ক্বিয়াম পালন করুন। দুনিয়া ও দলের স্বার্থে এগুলোর দুশমনি বন্ধ করুন। হক্ব পীর সাহেব ও আল্লাহর অলীদের দুশমনি করলে তাঁদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্ পাক নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯৬৩ পৃষ্ঠা, ৬৫০২ নং হাদীস)

শানে মুর্শিদ ক্বিবলা

✍ মুহাম্মাদ সাদেকুল ইসলাম সাদেকী

অলিয়ে কামিল গো মুর্শিদ মুজাদ্দিদ জামান
আমরা অধম পাপী তাপী, আপনারি গোলাম (২)
হক্বের কেন্দ্র গড়লেন মুর্শিদ, ঐ না বগুড়ায়
এই দেখে বাতিল ফেরকার, অঙ্গ জ্বলে যায় (২)
জ্বলে জ্বলুক বাতিল ফেরকা, ক্ষতি কি মোদের,
"ভয় করেন না তাদের জুলুম মুর্শিদী আযমে" (২)
ঐ
কুরআন সুন্নাহ থেকে মুর্শিদ, করেন আলোচনা,
মুর্শিদী মধুর বাণী না শুনিলে মন মানে না, (২)
সোহবতে যাই যখন, এই না বগুড়ায়,
বারবার চুমিতে চায় মুর্শিদ কিবলার পাকও কদম, (২)
ঐ
হুজুর ক্বিবলার নাম শুনিলে, বাতিলের দলে,
বাহাসের নাম করে যায় পালিয়ে, (২)
আল্লাহ পাক দিয়েছেন মুর্শিদীকে, অশেষও সম্মান,
ভালোবাসার টানে দরবারে যার ভক্ত আশেকান, (২)
ঐ
ওই বগুড়ায় যাইতে আমার, মন করে আনচান,
যেথায় আছে প্রাণের আঁকা মুর্শিদ কেবলাজান, (২)
মুর্শিদ আমার প্রাণের প্রাণ, অতীব মহান,,,,,,,,,,
আপনার জন্য দিতে রাজি, জানও কুরবান, (২)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
প্রিয় আব্বাজান,
আমি সৌদি আরব প্রবাসে যাওয়ার নিয়ত করেছি। এই মাসের ভিতরে সম্ভবত ফ্লাইট হবে । আল্লাহ তাআ'লা যেন আমার এই সফরকে সহজ, কল্যাণময় ও বরকতময় করে দেন এবং হালাল রিজিকের উত্তম ব্যবস্থা করে দেন-এই দোয়া কামনা করছি।
আপনার খাছ দোয়া কামনা করছি।
আল্লাহ তাআলা যেন নবীজি ﷺ ও আপনার আমার নিয়ত কবুল করেন এবং সকলের নেক উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন। আমীন।
মুহাম্মাদ ইমরান, শিবগঞ্জ।

শানে মুর্শিদ ক্বিবলা

✍ আহমাদ রোকেয়া সিদ্দীকা (নওগাঁ)

হৃদয়ের আকাশজুড়ে জ্বলে মুর্শিদের নূর,
আপনার দোয়ায় আলোকিত হয় জীবন ভরপুর।
অন্ধকারে পথ হারালে ধরেন স্নেহের হাত,
আপনার সোহবতে জেগে উঠে ঈমানের প্রভাত।
আপনার মুখের বাণী হৃদয়ে আনে শান্তি,
ভালোবাসার স্রোতে ভেসে যায় অন্তরেরই ক্লান্তি।
সুন্নতেরই পথ দেখিয়ে শেখান সত্য জ্ঞান।
আল্লাহর প্রেমে ভরে উঠে প্রতিটি মুমিনের প্রাণ।
যত দেখি আপনাকে, ততই বাড়ে মুহব্বত,
আপনার দোয়ায় দূর হয় হৃদয়ের সব কষ্ট।
অহংকারের মরুভূমি করেন বিনয়ী ফুলের বাগান,
আপনার নসীহতে জেগে ওঠে ঈমানের গান।
ধৈর্য, শোকর, তাক্বওয়ার পথে করেন আহ্বান,
রবের সন্তুষ্টিই হোক জীবনের সম্মান।
আপনার শিক্ষা হৃদয়ে জুরায় হিদায়াতের দীপ,
আপনার আদর্শে খুঁজে পায় জীবনের সঠিক দিক।
আপনার ভালোবাসা শিখায় ইখলাছের পথ,
আপনার সোহবতে দূর হয় গুনাহের সব রখ।
ও পরওয়ারদিগার! কবুল করুন এই মিনতি,
মুর্শিদের ছায়ায় কাটুক জীবনের প্রতিক্ষণটি,
নবীজির প্রেমে ভরে দিল অন্তরের ঘর
ঈমান নিয়ে যেন ফিরি আপনারই দরবার।
যেদিন হবে শেষ সফর, থামবে জীবনের গান,
কালিমা নসীব করুন দিন ইমানে সম্মান।
মুর্শিদের দোয়ার বরকতে করুন সহজ সে ক্ষণ,
আপনার রহমতে হোক জান্নাতী জীবন।

দোয়া:

আয় আল্লাহ্ পাক! আমাদের প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা উনাকে সুস্থতা, দীর্ঘ নেক হায়াত মুবারক ও বরকত দান করুন। উনার ইলম, আমল ও নসীহতের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ উনার কল্যাণ সাধন করুন। আমাদের সবাই কে উনার নেক শিক্ষা অনুসরণ করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন- আমীন।

D. Ashraf Siddique Waz Collection

অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হতে চান?

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে মহান আল্লাহর অসংখ্য কুদরত আর অলৌকিক সব নিদর্শন। যা আমাদের ঈমানকে মজবুত করে এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আনে।

"হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি (১ম খণ্ড)"। এটি মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরত, আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত এবং সত্য ঘটনার সংকলন। মুর্শিদ ক্বিবলার আহলিয়া তথা আম্মা হুজুর ক্বিবলা সংকলিত।

এই কিতাবে যা পাবেন:

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের জীবনের সত্য ও বিস্ময়কর কারামত।
মহান আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত সব উদাহরণ।
ঈমান ও আমল বৃদ্ধিতে সহায়ক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী।
নিজে পড়ুন এবং উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে দিন।
আধ্যাত্মিক জগতের এই চমৎকার সফর শুরু হোক আজই।

কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-
০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ওয়াজ শেয়ার করে অথবা "মান্থলী হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা প্রচার করে হলেও মানুষদেরকে হক্বের দা'ওয়াত দিন। আপনার দা'ওয়াতে যদি কেউ হক্ব পথ পায় তাহলে তার জীবনের সমস্ত ভালো আমলের এক কপি ছওয়াব আপনিও পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।
আব্বাজান, আমার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা চলছে। আপনার কদম মুবারকে দোয়ার আর্জি। আপনার নেক নজর কামনা করছি।
মুহাম্মাদ মোস্তাক আহম্মেদ রাহাত
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার ছোট ভাই-
মুহাম্মাদ মুফতী আরিফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী
ডাবল টাইটেল, বি. এ (অনার্স) ফার্স্ট ক্লাস, এম. এ ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ওলামা বিষয়ক সম্পাদক: হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ এবং মুদাররিস, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, বারোপুর, বগুড়া সিটি।
খতিব, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, গাবতলী, বগুড়া। মুর্শিদী পাক কদমে দোয়া চাই।

মাহফিলের জন্য যোগাযোগ:
০১৭০১-১১৩১৬৪

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সকল কিতাব ও মান্থলী পত্রিকা!
আপনারা এখন থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারিতে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত সকল কিতাব এবং "মান্থলী হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অর্ডার করার নিয়মাবলী:
আপনি যদি কিতাব বা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করতে চান, সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা মেসেজ দিন:
সরাসরি কল করুন: ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp) (দরবার অফিস)

সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) ও মিলাদ-ক্বিয়াম পালন করুন।
দলের স্বার্থে মিলাদ-ক্বিয়ামের দুশমনি বন্ধ করুন, বন্ধ করুন।

কলাম ও মতামত বিভাগ

(মতামতের জন্য সম্পাদক বা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দায়ী থাকবে না)

নবীজি পাক ﷺ উনার প্রিয় আয়াত

আম্মা হুজুর ক্বিবলা আহমাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী

তাযকেরাতুল আউলিয়া কিতাবে আছে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, তার বন্ধু শিবলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার নিকটে বসা অবস্থায় হুজুর (ﷺ) এসে শিবলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার কপালে চুম্বন করে গেলেন। ভোরে আমি শিবলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি এমন কি আমল করেন যার কারণে উপরোক্ত ঘটনা দেখতে পেলাম। হযরত আবু বকর শিবলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন আমি মাগরিবের সুন্নাত নামাজ বাদে নিম্নের আয়াত দ্বারা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ি কেননা উহাতে হুযুর পাক (ﷺ) উনার মহব্বত ও ইজ্জতের বর্ণনা আছে। এই আয়াত প্রত্যেক নামাজ বাদ আয়াতুল কুরসীর মত পাঠ করলে আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাত নসীব করবেন এবং এটা প্রতিদিন ফজর ও মাগরিব নামাজ বাদ পাঠ করলে হায়াত বৃদ্ধি, রোগ হতে পরিত্রাণ ও রোগী ব্যক্তি নাজাত পাবে।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী- বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD.** ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্কানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (তথা হক্কানী অলীদের) সাথী ..

নবীজি পাক ﷺ কি সুপারিশ করতে পারবেন না?

প্রফেসর মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন

অবশ্যই নবীজি পাক ﷺ উনার গুনাহ্‌গার উম্মত যারা নবীজি ﷺ উনার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রেখেছেন কিন্তু ভুলে গুনাহর কাজও করে ফেলেছেন এমন উম্মতদের জন্য সুপারিশ করবেন। তবে, অবশ্যই ঐসকল গুনাহ্‌গারদের জন্য নয় যারা মুখে মুখে নবীজি পাক ﷺ উনাকে ভালোবাসার দাবী করে কিন্তু অন্তর থেকে উনাকে অনুসরণ করে না।

কুরআন শরীফের আলোকে:

পবিত্র কুরআন শরীফে বারবার বলা হয়েছে যে শাফাআত (সুপারিশ) হবে, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতিতে।

১. Quran সূরা আল-বাকারা-২৫৫ (আয়াতুল কুরসী) "এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?"

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, শাফাআতের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে কারও নেই; আল্লাহ্ পাক যাকে অনুমতি দিবেন, কেবল তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন।

২. সূরা ত্ব-হা ১০৯ নং আয়াত শরীফ:

"সেদিন কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না, তবে যার জন্য পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।"

৩. সূরা সাবা ২৩ নং আয়াত শরীফ:

"তাঁর কাছে কোনো সুপারিশ উপকার করবে না, তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন তার ক্ষেত্রে।"

৪. সূরা আন-নাজম ২৬ নং আয়াত শরীফ:

"আকাশমণ্ডলীতে অনেক ফেরেশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা ও পছন্দ করেন তার জন্য অনুমতি দেন।"

৫. সূরা আল-আম্বিয়া ২৮ নং আয়াত শরীফ:

"তারা কেবল তারই জন্য সুপারিশ করবে, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।"

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ পাক কার উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন? নিশ্চয় সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং হক্কানী অলীদের উপরে সেই

অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর সহীহ্ দলীলের ভিত্তিতে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ পাক কর্তৃক সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও হক্বানী অলী-মুর্শিদগণ।

হাদীস শরীফের আলোকে:

১. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নম্বর: ৭৫১০ (এছাড়াও ৪৪৭৬, ৪৭১২-সহ বিভিন্ন স্থানে একই বিষয় এসেছে)

আরবি:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ: يَا حَبِيبِي ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

অর্থ: "আমি আরশের নিচে সিজদায় পড়ব। তখন বলা হবে, 'ও আমার হাবীব ﷺ! মাথা উঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। চান, আপনাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

২ .সহীহ মুসলিম হাদিস নম্বর: ১৯৩ (কিতাবুল ঈমান)

ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

অর্থ: "অতঃপর বলা হবে, 'ও হাবীব ﷺ! মাথা উঠান; প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেওয়া হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

৩. জামে আত-তিরমিযী হাদিস নম্বর: ২৪৩৫

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

অর্থ: "আমার শাফাআত আমার উম্মতের বড় গুনাহগারদের জন্য।"

সূত্রঃ Jami' al-Tirmidhi, হাদীস নং ২৪৩৫। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৪. সহীহ মুসলিম হাদীস নম্বর: ১৯৯

আরবিঃ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ... وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: "প্রত্যেক নবীর একটি কবুল হওয়া দোয়া রয়েছে। আমি আমার সেই দোয়াকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফাআত হিসেবে সংরক্ষণ করেছি।"

সূত্রঃ Sahih Muslim, হাদীস নং ১৯৯।

এখন আল্লাহ তা'য়ালা কাদের উপরে সন্তুষ্ট পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানা যাক-

১. সাহাবায়ে কেরাম (বিশেষত বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা)

ছঁৎধহ সূরা আল-ফাতহ (৪৮:১৮) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তথা হক্বানী অলীদের মুমিনদের সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত করেছিল।"

২. মুহাজির ও আনসারদের অগ্রগামী ঈমানদারগণ

সূরা আত-তাওবা (৯:১০০) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থ: "অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে সেই সমস্ত মুমিনে কামিল তথা হক্বানী অলীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

৩. ঈমানদার তথা মুমিনে কামিল বা হক্বানী অলী ও সৎকর্মশীল বান্দা

সূরা আল-বাইয়্যিনাহ (৯৮:৭-৮) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থ: "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"যারা ঈমান এনেছে তথা হক্বানী অলী এবং সৎকাজ করেছে।"

৪. আল্লাহভীরু (মুত্তাকী তথা হক্বানী অলী) ব্যক্তি

সূরা আল-বাইয়্যিনাহ (৯৮:৮)-এর শেষাংশে বলা হয়েছেঃ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

অর্থ: "এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।" তথা হক্বানী অলী।

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী তথা হক্বানী অলী।

সূরা আল-বাকারা (২:২০৭) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ

অর্থ: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। তথা হক্বানী অলী।"

তাহলে হাদীসের আলোকেও প্রমাণিত শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ পাক কর্তৃক সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। এছাড়াও নবীজি ﷺ উনার একান্ত প্রেমিক হক্বানী অলী ও অনুসারীদের উপরেও আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট। তাই তাঁদেরও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে। সেই প্রেক্ষিতে হক্বানী অলী-আউলিয়াগণও তাদের মুরিদ ও ভক্তদের আল্লাহর হুকুমে সুপারিশ করে তাদের সাথে নিয়ে জান্নাতে যাবেন।

এরপরেও যে বা যারা বলবে নবীজীর সুপারিশ করার কোনো ক্ষমতা নেই তারা জাহেল, মূর্খ, ইহুদী-নাছারাদের সৃষ্ট বাত্বীল ফেরক্বার দালাল। আর এই জাহেলদেরকে যারা অনুসরণ করবে কবর থেকেই তাদেরকে বিপদের মধ্যে থাকতে হবে। এক্ষুনি সাবধান হয়ে যাওয়া সকল মুমিনের দায়িত্ব।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ্

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য বাত্বিল ফেরক্বাগুলোর মুরব্বীদের ১০০-২০০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাব সহ প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।

নবী-রসূল (عليهم السلام) ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ পর্ব)

মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর............

কাদের জন্য রসূলে পাক (ﷺ) উনার শাফায়াত?

মহান আল্লাহ্ পাকের হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) উনার শাফায়াত যাদের জন্য নির্ধারিত সে ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ. فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ادْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا فِي شَفَاعَتِكَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا فِي شَفَاعَتِي

-"হযরত আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত উনি বলেন, রসূল পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার রবের পক্ষ হতে একজন বার্তাবাহক আমার নিকট আসল। অতঃপর তিনি আমাকে ইখতিয়ার করলেন যে, আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে অথবা শাফায়াত করার অধিকার গ্রহণ করতে। আমি শাফায়াতকে গ্রহণ করলাম। অতঃপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) ও হযরত মু'য়াজ (رضي الله عنه) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! ﷺ আমাদেরকেও আপনার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। তখন আল্লাহ্র হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, আমার শাফায়াত আপনাদের এবং ওই ব্যক্তিদের জন্য যারা মহান আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি তথা শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করবে না।" (আহমাদ: আল মুসনাদ, ৩ ২য় খণ্ড, ৩৯৪ পৃ: হাঃ নং ১৯৬১৮, শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদিসটির সনদ 'হাসান'। হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১৪র্থ খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাঃ নং

৩৯০৮০, হায়ছামী: মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১০ খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাঃ নং ১৮৪৮৯, তিনি বলেন- وَرِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ
"হাদিসের সকল রাবী ছহীহ্ বুখারী শরীফের বর্ণনাকারী।" তাবারানী: মু'জামুস ছাগীর, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃ: হাঃ নং ৭৮৪)
হাদিসটির সনদ 'হাসান', ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার আল-মুসনাদ কিতাবে বর্ণনা করেছেন।
এ বিষয়ে ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْلُ بَيْتِي، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ مَنْ آمَنَ بِي، وَاتَّبَعَنِي مِنَ الْيَمَنِ، ثُمَّ سَائِرِ الْعَرَبِ، ثُمَّ الْأَعَاجِمِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ أُولُو الْفَضْلِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত উনি বলেন, নবিজী পাক (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আমার আহলে বাইতের জন্য সুপারিশ করব। অতঃপর নিকটবর্তী কুরাইশদের জন্য সুপারিশ করব। তারপর আনসারদের জন্য সুপারিশ করব। তারপর ইয়ামানবাসিদের মধ্যে যারা আমার প্রতি এবং আমাকে অনুসরণ করেছেন তাদের জন্য সুপারিশ করব। তারপর আরববাসী আর অনারববাসী (যারা ঈমান এনেছেন) তাদের জন্য সুপারিশ করব। আমি সর্বপ্রথম যাদের জন্য সুপারিশ করব তারা অধিক সম্মানের অধিকারী হবেন। সুবাহানাল্লাহ (সনদ হাসান)
(তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, ১২তম খণ্ড, ৪২১ পৃ: হাঃ নং ১৩৫৫০, ছিয়ূতী: জামেউল আহাদিস, ১০ খণ্ড, ৩০০ পৃ: হাঃ নং ৯৬৫৬,)

পৃ: এ'তেকাদে বায়হাক্বী: ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ: মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাঃ নং ৩২৮৪, শুয়াবুল ঈমান, হাঃ নং ৩০৫-৬; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃ:)
ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম ছিয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন।
এই হাদিসটি হযরত আনাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একাধিক সূত্রে ছহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে।
এই হাদিসটি ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কবীর ও ছাগীর গ্রন্থে হযরত ছালমান ফারছী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছহীহ্ ও হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। (আত তারগীব: ২য় খণ্ড, ৬৫৮ পৃ:)
অনুরূপ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), আবু ইয়ালা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইবনু হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সকলেই ছহীহ্ সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (আত তারগীব: ২য় খণ্ড, ৬৬০ পৃ:) হযরত হুজাইফা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবূ মাসউদ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আবু হুরায়রা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

-"হযরত আবু দারদা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত উনি বলেন, নবিজী পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার সুপারিশ হলো আমার উম্মতের পাপীদের জন্য। হযরত আবু দারদা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি সে যিনা এবং চুরি করে তবুও কি? তখন প্রিয় নবিজী পাক (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ' সে যিনা এবং চুরি করলেও। যদিও আবু দারদার নাসিকা ধূলায় মলিন হোক।" (ছূয়ূতী: জামেউল আহাদিস, ১৩ খণ্ড, ৪১৫ পৃ: হাঃ নং ১৩৪২৮, ছূয়ূতী: জামেউস ছগীর, হাঃ নং ৭১৪৭, হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১৪র্থ খণ্ড, ৩৯৮ পৃ: হাঃ নং ৩৯০৫৬, খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ:)
সুতরাং রসূলে পাক (ﷺ) উনার শাফায়াতে বড় বড় গুনাহ্গার বান্দারা জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ **MMD.** মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন..........

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতী আমলের পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন!

আপনার ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে চান? আলহামদুলিল্লাহ, প্রকাশিত হয়েছে মুর্শিদ ক্বিবলা সংকলিত “সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘণ্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার।”

এই বইটিতে পাচ্ছেন:

☞ সনদ সহ হাজার হাজার নির্ভরযোগ্য দলীল।

☞ ১২ মাসের অর্থাৎ মুহররম মাস থেকে যিলহজ্ব মাস পর্যন্ত প্রতিটি মাসের, প্রতিটি দিনের ও রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ফজিলত।

☞ ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজনীয় সকল দোয়া ও আমল। পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য।

☞ অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্নভান্ডার

☞ ৬৯টি সুন্নতী খুৎবা (অর্থসহ)।

বইটি সংকলন করেছেন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

হাদিয়া: ৮০০/- টাকা মাত্র।

বইটি সংগ্রহ করতে সরাসরি কল করুন-

০১৩২৮-৩১০৩০০ (দরবার অফিস) (হোয়াটসঅ্যাপ)

এখন থেকে “মান্থলী হক্বের দা'ওয়াত” পত্রিকার মাধ্যমে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অতি সহজেই বিনা শিক্ষকে হিন্দি, উর্দু এবং ফারসি ভাষা শিখতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

হযরত জিবরাঈল عليه السلام ও হাসান, হোসাইন رضي الله عنهما উনাদের জান্নাতী আঙ্গুরের ঘটনা (৩য় পর্ব)

মুহাম্মাদ শিপন শেখ

সহীহ্ হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে, আখেরী রসূল, নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে একবার হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه বসা ছিলেন এমতাবস্থায় হযরত জিবরীল عليه السلام নবীজি পাক ﷺ উনার খিদমতে আসলেন।

হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه ঈমান আনার পর হযরত জিবরাঈল عليه السلام সাধারণত উনার ছূরত মুবারকে আসতেন। আর হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه উনার আদত (অভ্যাস) ছিল তিনি যখন নবীজি পাক ﷺ উনার খিদমতে আসতেন তখন হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত হুসাইন رضي الله عنه উনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসতেন। উনাদেরকে কোলে নিতেন। যার কারণে উনার সাথে উনাদের আলাদা একটা মুহব্বত পয়দা হয়েছিল। উনারা দু'জন উনাকে দেখলেই তাঁর কাছে চলে যেতেন। হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه উনাদেরকে অনেক মুহব্বত করতেন যে কারণে উনারাও উনাকে মুহব্বত করতেন।

যখন হযরত জিবরাঈল عليه السلام নবীজি পাক ﷺ উনার নিকট আসলেন হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه উনার ছূরত মুবারকে। সাধারণত: হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه আসলে হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه তাঁর কাছে যেতেন। তাই হযরত জিবরাঈল عليه السلام আসা মাত্র উনারা তাঁর কাছে যেতে চাচ্ছিলেন।

হযরত জিবরাঈল عليه السلام নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে জরুরী কিছু আলোচনা করছিলেন আর এ দিকে হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন। আর নবীজি পাক ﷺ উনাদেরকে ফিরিয়ে রাখছিলেন। এমনিভাবে একবার,

দু'বার তিনবার হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈল عليه السلام বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ ﷺ! আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনারা আমার কাছে আসতে চাচ্ছেন, আপনি উনাদেরকে ফিরিয়ে রাখছেন, ব্যাপারটি কি?

নবীজি পাক ﷺ বললেন, হে ভাই হযরত জিবরাঈল عليه السلام! আপনি তো হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه উনার ছূরত মুবারকে এসেছেন। হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه উনার একটা আদত রয়েছে, তিনি আমার নিকট যখনই আসেন তখনই উনাদের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসেন, উনাদেরকে কোলে নেন, মুহব্বত করেন, উনারাও তাঁর কাছে যান। আপনাকে দেখে উনারা মনে করেছেন, আপনি হয়তো হযরত দাহইয়াতুল কলবী رضي الله عنه, সেহেতু উনারা আপনার কাছে যেতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ ﷺ! আমার বেয়াদবী ক্ষমা করবেন, আমাকে একটু সময় দেন, আমি এখনই আসছি। এটা বলে তিনি বের হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর আবার আসলেন এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে, আঙ্গুরগুলো পেশ করলেন, হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনার খিদমতে। উনারা সেটা গ্রহণ করলেন। নবীজি পাক ﷺ বললেন, হে জিবরাঈল عليه السلام! আপনি এগুলো এতো তাড়াতাড়ি কোথা থেকে আনলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক উনাদের জন্য যে জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন সে জান্নাত থেকে এ আঙ্গুর ফলগুলো আমি এনেছি। সুবহানাল্লাহ।

নবীজি পাক ﷺ বললেন, হে হযরত জিবরাঈল عليه السلام! আপনার হয়তো কষ্ট হয়েছে, আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন হযরত জিবরাঈল عليه السلام বললেন, আপনি বলেন কি, আমি কেন কিছু মনে করবো, আমরা ফেরেশ্‌তারা তো উনাদের খাদিম।

কেননা হযরত আলী رضي الله عنه এবং হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা উনারা যখন ঘুমিয়ে থাকেন, আর হযরত ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনাদের যখন ঘুম আসেনা গরমের কারণে, তখন আল্লাহ পাক উনার নির্দেশে আমরা ফেরেশতারা উনাদেরকে বাতাস করে থাকি ঘুমানোর জন্য। (সুবহানাল্লাহ) কাজেই, আমরা কেন কিছু মনে করবো।

সুতরাং, ফেরেশতা, জ্বিন-ইনসান সকলের জন্য 'আহলে বাইত'গণকে মুহব্বত করতে হবে। আহলে বাইতগণকে মুহব্বত করা সকলেরই নাযাতের কারণ। আরো বর্ণিত রয়েছে, হযরত উমর ফারূক্ব رضي الله عنه উনার প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রায় ২২ খানা আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। সেই হযরত উমর ফারূক্ব رضي الله عنه উনার জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে, যখন নবীজি পাক ﷺ বিদায় নেন তখন হযরত হাসান رضي الله عنه উনার বয়স মুবারক ছিল সাড়ে সাত বছর আর হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনার বয়স মুবারক ছিল সাড়ে ছয় বছর। দু'জনের মধ্যে হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه ছিলেন জালালী তবিয়ত। আর হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه ছিলেন জামালী তবিয়ত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه যিনি ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবী। কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, যাঁরা সুন্নতের ইত্তিবা করতেন, সুন্নতের ইত্তিবার মধ্যে যাঁরা মশহুর রয়েছেন, বেমেছাল রয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه। যার জন্য হযরত উমর বিন খত্তাব رضي الله عنه উনার শাহাদত বরণ করার সময় অনেক ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم উনারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার পরবর্তী খলীফা হযরত ইবনে উমর رضي الله عنه উনাকে মনোনীত করুন, তাঁর যে যোগ্যতা রয়েছে, আমল-আখলাক্ব রয়েছে তা অতুলনীয়।

কিন্তু হযরত উমর ফারূক্ব رضي الله عنه যেহেতু ইলহাম-ইলক্বার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর নবীজি পাক ﷺ আগেই ফায়ছালা করেছেন, সে ফায়ছালা অনুযায়ী তিনি রায় দিয়েছেন হযরত উছমান যুন নুরাইন رضي الله عنه সম্পর্কে।

সেই হযরত উমর বিন খত্তাব رضي الله عنه উনার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ رضي الله عنه তিনি হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনার সাথে চলাচল করতেন, উঠাবসা করতেন। কোন এক প্রসঙ্গে কোন এক কারণে হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه হযরত আব্দুল্লাহ বিন

উমর رضي الله عنه উনাকে বলেছিলেন 'গোলামের ছেলে গোলাম'। এটা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন। তিনি বিষয়টা আমীরুল মু'মিনীন যিনি উনার পিতা উনার কাছে জানালেন যে, হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه আমাকে 'গোলামের ছেলে গোলাম' বলেছেন। এখন এটার একটা ফায়ছালা করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত উমর বিন খত্তাব رضي الله عنه বললেন, বেশ, ভালো কথা। তিনি বলেছেন, তুমি ফায়ছালা চাচ্ছ, তাহলে মুখের কথায় তো হবেনা। এটা লিখিত আনতে হবে। কাগজে-কলমে থাকতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه তিনি হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه উনার নিকট গিয়ে বললেন, হে হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه! আপনি যে আমাকে বলেছেন, 'গোলামের ছেলে গোলাম' এটা লিখিত দিতে হবে। আমি খলীফার কাছে ব্যাপারটা পেশ করেছি। তিনি বললেন ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আমি তো বলেছি, আমি লিখিত দিব, তিনি সত্যিই একটা কাগজে লিখে দিলেন, 'গোলামের ছেলে গোলাম'। সেটা নিয়ে পেশ করা হলো, খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মু'মিনীন, হযরত উমর বিন খত্তাব رضي الله عنه উনার কাছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এটার যখন ফায়ছালা চাওয়া হয়েছে, আমি এটার ফায়ছালা করবো, তবে কবে করা হবে, কোথায় করা হবে, নির্দিষ্ট দিন, তারিখ, সময় ঘোষণা করা হলো। হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণ সকলেই চিন্তিত হলেন ব্যাপারটি নিয়ে।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের যাবতীয় তথ্য, ওয়াজ, কাসিদা, জুমআ'র বয়ান, কিতাব পেতে এবং লাইভ ওয়াজ শুনতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন:

www.hoquerdawat.com

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ কি ও ইহার হুকুমঃ

✍ মুহাম্মাদ আরিফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

প্রথমেই আলোচনা করব পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) নিয়ে। ঈদ (عيد) শব্দের বাংলা অর্থ আনন্দ, খুশি ইত্যাদি। مِيلَاد (মিলাদ) এর বাংলা অর্থ জন্ম সময়, আগমন সময় ইত্যাদি। এখানে مِيلَاد (মিলাদ) শব্দটি কালবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং مِيلَادُ النَّبِي মিলাদুন্নবী অর্থ নবীজি পাক (ﷺ) উনার জন্ম সময় বা আগমনের সময় (وقت ولادة)। সহজ ভাষায় বলা চলে মিলাদুন্নবী অর্থ নবীজি পাক (ﷺ) উনার জন্ম বা আগমন। পরিভাষায় বলা যায়, নবীজি পাক (ﷺ) উনার জন্মদিন তথা প্রিয় নবীজির আগমন উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়ার্থে শরিয়ত সম্মতভাবে খুশি বা আনন্দ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান করাই হলো পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ)। অনেকে দাবী করেন, مِيلَاد শব্দটি (اسم آلة) বা যন্ত্রবাচক বিশেষ্য। তাদের এই দাবী যথার্থ নয়। কারণ পূর্বসূরী ইমামগণ কেউ এরূপ অর্থ গ্রহণ করেননি। হাদীস শরীফেও مِيلَاد (মিলাদ) শব্দটি জন্মদিন বা জন্ম সময় তথা ইসমে জরফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হযরত উসমান (رضي الله عنه) বলেছেন:

وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ-"আমি তাঁর মিলাদ তথা জন্ম থেকে এগিয়ে।" **(ইমাম বায়হাক্বীঃ দালায়েলুন নবুয়ত- ১ম খন্ড, ৭৯ পৃ, তিরমিযী শরীফ ২য় জিঃ ২০৩ পৃঃ হাদীস নং-৩৬১৯, হাফিজ ইবনে কাছিরঃ সিরাতে নববীয়্যা- ১ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)**

এখানে ميلاد (মিলাদ) শব্দের অর্থ নেওয়া হয়েছে ইসমে জরফ হিসেবে। যেমন আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুকার্‌রাম আফরিকী (رحمة الله عليه) বলেনঃ

وَ مِيْلَادُ الرجل اسم الوقت الذي وُلِدَ فيه "ব্যক্তির মিলাদ হলো সেই সময় যে সময় সে জন্মগ্রহণ করেছে।" (লিছানুল আরব, ৩য় খন্ড, ৪৬৭ পৃঃ, দারুস সদর, বইরুত)

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবী বাকর ইবনে আব্দিল কাদির রাজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: ميلاد الرجل اسم الوقت الذي ولد فيه -"কোন ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ের নাম হল মিলাদ।" (মুখতারুছ ছিহাহ্, ১ম খন্ড, ৭৪০ পৃঃ) আল্লামা ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ জাওহারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: وميلاد الرجل اسم للوقت الذي ولد فيه

"কোনো ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করবে সে সময়কে বলা হয় মিলাদ।" (ছিহাহ্ তাজুল লুগাত, ৩য় খন্ড, ২৬৯ পৃঃ) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক যুবাইদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, والميلاد الوقت -"আর মিলাদ হলো সময়।" (তাজুল আরুছ, ১ম খন্ড, ২৩৫৩ পৃঃ)

আল্লামা আবু ইব্রাহিম ফারেভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

وميلاد الرَّجُلُ : اسمُ الوَقْتِ الذي وُلِدَ فيه

অর্থ: "কোনো ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করবে সে সময়কে বলা হয় মিলাদ।" (দিওয়ানুল আদাব)

রশিদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'ফরহাঙ্গে জাদিদ' গ্রন্থে আছে, ميلاد অর্থ জন্ম, জন্মদিন। (ফরহাঙ্গে জাদিদ, ৭৯৪ পৃঃ)

হাদীসের ক্ষেত্রেও ميلاد النبي 'মিলাদুন্নবী' শব্দটি জন্মকাল বা জন্মসময় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় জামে গ্রন্থে বাবের মধ্যে লিখেছেন, بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"অনুচ্ছেদ, নবী পাক (ﷺ) উনার জন্মের বিষয়ে যা এসেছে।" (তিরমিযী শরীফ, ২০৩ পৃঃ)

অতএব, ميلاد মিলাদ শব্দটিকে কোন ইমাম اسم الة 'ইসমে আলাহ' যন্ত্রবাচক বিশেষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং তারা নবীজির জন্মদিন বা জন্মকাল সম্পর্কে অর্থ গ্রহণ করেছেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) উনার মিলাদ উপলক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা মুমিনের অবশ্যই উচিত। এ দিকে লক্ষ্য করে হিজরী নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিছ ও হাফিজুল হাদীস, আল্লামা জালালুদ্দীন ছিয়তী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ قَدَّسَ سِرَّهُ: فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِالِاجْتِمَاعِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

অর্থ: "ইমাম ছিয়তী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: রাসূলে পাক (ﷺ) উনার মিলাদ উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, লোকজন জমায়েত করা, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা ও অনুরূপ নেক কাজ করা মুস্তাহাব।" **(আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী: তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃঃ; ইমাম ছিয়তী: আল হাবীলিল ফতওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃঃ; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)**

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতীয়ে আযম ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (তথা হক্বানী অলীদের) সাথী হও।"

হক্বের পথে এক নীরব আহ্বান পর্ব-০১

মুহাম্মাদ আব্দুল মোমিন সিদ্দীকী

রাত যত গভীর হচ্ছিল, তার জিকির তত দীর্ঘ হচ্ছিল। দরূদ শরীফের প্রতিটি শব্দ যেন হৃদয়ের ধুলা মুছে দিচ্ছিল। অজিফা শেষ করে সে অশ্রুসিক্ত চোখে আল্লাহর দরবারে দোয়া করল, তারপর শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক তখনই দূরে এক অপূর্ব নূরানী মসজিদের মিনার তার চোখে ভেসে উঠল। মসজিদটির চারপাশে ছিল গভীর প্রশান্তি; মনে হচ্ছিল, প্রতিটি ইট-পাথর নীরবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। বাতাসে ভেসে আসছিল হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সুমধুর সলাতের ধ্বনি। তার পা যেন নিজের অজান্তেই সেই পবিত্র প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মসজিদের আঙিনায় প্রবেশ করতেই তার বুক কেঁপে উঠল। চারদিকে এমন এক প্রশান্তি, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি দেখলেন-সামনে শুভ্র সুন্নতি লেবাসে আচ্ছাদিত, মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত এক নূরানী চেহারার ব্যক্তিত্বকে ঘিরে অসংখ্য মানুষ বসে আছে। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নসিহত করছেন। উনার প্রতিটি বাক্য যেন উপস্থিত মানুষের হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি নীরবে সেই দৃশ্য দেখছিলাম। মানুষের ভিড়ের মাঝেও আমার দৃষ্টি শুধু উনার দিকেই স্থির ছিল। উনার চেহারার প্রশান্তি, কথার মাধুর্য আর নসিহতের আন্তরিকতা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন শুধু উনার কথা শুনছি না; বরং নিজের জীবনকে নতুন করে চিনতে শিখছি। সেই মুহূর্তে মসজিদের পরিবেশ, মানুষের মনোযোগ আর উনার নূরানী উপস্থিতি আমার অন্তরে এমন এক অনুভূতির জন্ম দিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। উনার চেহারায় ছিল মমতার দীপ্তি, চোখে গভীর স্নেহ, আর ঠোঁটে এমন এক হাসি, যা অস্থির হৃদয়কেও মুহূর্তেই শান্ত করে দেয়। সে দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে সালাম করল। মুর্শিদ স্নেহভরে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, "এসো... তোমার হৃদয়কে দরূদের সুবাসে সবসময় জীবন্ত রেখো। যে হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত থাকে, সেই হৃদয় কখনো অন্ধকারে হারিয়ে যায় না।" এই কথাগুলো শুনে তার মনে হলো, যেন দীর্ঘদিনের সব অস্থিরতা এক নিমিষেই মিলিয়ে গেল। তার চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর সে অনুভব করল-এই সাক্ষাৎ কেবল একটি স্বপ্ন নয়, বরং তার হৃদয়কে আরও আল্লাহমুখী করে তোলার এক গভীর অনুপ্রেরণা। এই কথাগুলো যেন তার অন্তরের গভীরে গেঁথে গেল। আবেগে তার চোখ ভিজে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও সে নীরব হয়ে গেল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, যেন সে নতুন এক জীবনের সূচনা দেখেছে। সেই দিন থেকে সে আরও বেশি দরূদ, জিকির এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করল। কয়েকদিন পর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক অপরিচিত বৃদ্ধ তার সঙ্গে দেখা করে শুধু এতটুকুই বললেন, "বাবা, যে পথে তুমি চলছ, সে পথ ধরে থাকো। খুব শিগগিরই আল্লাহ তোমার জন্য এমন একটি দরজা খুলে দেবেন, যার কথা তুমি কখনো কল্পনাও করোনি।" এ কথা বলেই বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন। সে হতভম্ব হয়ে চারদিকে তাকিয়ে রইল। তিনি কে ছিলেন? কেন এমন কথা বললেন? আর কোন দরজার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তার জীবনে শুরু হতে চলেছিল এক নতুন অধ্যায়-যেখানে স্বপ্ন, বাস্তবতা, দরূদের বরকত এবং অদেখা রহমতের ইশারা এক সুতোয় গাঁথা হয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকবে।

চলবে..........

কালিমা শরীফ ও মিলাদুন্নবী ﷺ এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য

মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান, (এক্স বিমান বাহিনী)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

"আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, ইচ্ছা হল পরিচিত হওয়ার, অত:পর আমি সমগ্র জগত (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আখেরী রসূল ﷺ উনাকে) সৃষ্টি করলাম।" **(তাফসীরে আবু সাউদ, ২/২০৫ পৃ.)**

১৯৯১ সালে আমি প্রথম তরীক্বতের একটি মাহফিলে অংশগ্রহণ করি। উক্ত মাহফিলের একটি বয়ান আমার মনে পড়ে, সেখান থেকে কিছু উদ্বৃত করার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ্।

মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ)-উনার নূর মোবারক সৃষ্টি করলেন এবং ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করলেন। আল্লাহর হাবীব (ﷺ)-উনার নূর মোবারক

আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করে ৭০ হাজার বছর আল্লাহ্ পাক উনাকে তাওয়াফ করলেন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে আবার ৭০ হাজার বছর ধরে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করলেন। এভাবে কত হাজার বার তাওয়াফ ও সিজদায় গিয়ে আল্লাহর তাসবীহ্ ও প্রশংসা করলেন, তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

তারপর আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (عليه السلام)-উনাকে সৃষ্টি করলেন এবং জিব্রাঈল (عليه السلام)-উনাকে বললেন, "হে জিব্রাঈল عليه السلام, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখে আসুন আমার সৃষ্টির কোথায় কী রয়েছে?" জিব্রাঈল (عليه السلام) উড়ে উড়ে হয়রান হয়ে এসে আল্লাহ্ পাক উনাকে রিপোর্ট দিলেন- 'লা ইলাহা', অর্থাৎ কোথাও কিছু নেই। এ কথা শুনে আল্লাহর হাবীব (ﷺ)-উনার নূর মোবারক বললেন, "হে জিব্রাঈল, বলুন 'ইল্লাল্লাহ'"-অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই বা কোনো কিছু নেই। এ কথা বললে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত খুশি হয়ে ঘোষণা করে দিলেন-'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)', অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল।

এখানে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করলেন:

১. মিলাদুন্নবী (ﷺ)

২. কালিমার বারীক সৃষ্টি

৩. সৃষ্টিলগ্ন থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল

৪. কালিমা শরীফ তিনটি অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত।

(১) আল্লাহ তাআ'লা জিব্রাঈল (عليه السلام) ও (ﷺ)-কে নিয়ে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপন করলেন। (২) কালিমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)' সৃষ্টি করলেন। (৩) সৃষ্টির সূচনা থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। (৪) 'লা ইলাহা' বাক্যটি জিব্রাঈল (عليه السلام) উচ্চারণ করেছেন বিধায় এই অংশটি ওয়াজিব, 'ইল্লাল্লাহ' এই অংশটি সুন্নাত-যেহেতু উহা আল্লাহর রাসুল (ﷺ) উচ্চারণ করেছেন এবং 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)' এই অংশটি স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন, কাজেই উহা পাঠ করা ফরজ। সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করার সাথে সাথে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)' পাঠ করা ফরজ হয়ে যায়। সুতরাং মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআন শরীফে রূহে আহলে আগমনে নবী-রসূল (عليه السلام)-উনাদের নিয়ে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপন করেছিলেন। সুতরাং মিলাদুন্নবীর মাহফিল ও ক্বিয়াম শরীফ নবীগণের সম্মিলিত সুন্নাত ও ইজমায়ে আম্বিয়া। কুরআন শরীফের সূরা আলে-ইমরান আয়াত নম্বর ৮১ ও ৮২-তে উল্লেখ করা হয়েছে: "ও প্রিয় হাবীব (ﷺ), স্মরণ করুন ওই দিনের কথা, যখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবী (عليه السلام) গণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এ কথার উপর যে, যখন আমি আপনাদেরকে (নবীজি পাক ﷺ উনার অসীলায়) কিতাব ও হিকমত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করব, তারপর তোমাদের কাছে আমার মহান রসূল যাবেন এবং তোমাদের নবুয়ত ও কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তখন আপনারা অবশ্যই উনার উপর ঈমান আনবেন তথা বাইয়াত হবেন এবং অবশ্যই উনাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা কি এসব কথার উপর অঙ্গীকার করেছেন এবং এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছেন? তখন তারা সকলে বলেছিলেন, আমরা অঙ্গীকার করেছি। আল্লাহ্ পাক বলেন, তাহলে আপনারা সাক্ষী থাকুন আর আমিও আপনাদের সাথে মহা সাক্ষী রইলাম। অতঃপর যে এই অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে, সে হবে নাফরমান।" (অবশ্যই অহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নবী (عليه السلام) গণ কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সম্ভব নয়)

সুতরাং মিলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি আম্বিয়া (عليه السلام)-উনাদের সুন্নাত এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ)-উনার সুন্নাত, খোলাফায়ে

রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)-উনাদের সুন্নাতসহ আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদী (ﷺ)-উনাদের সুন্নাত। মিলাদ-ক্বিয়াম ও মিলাদুন্নবী (ﷺ) অস্বীকার করে কেউ কখনো নাজাতী ফেরক্বাহ্ হতে পারবে না।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট খাছ দোয়ার আর্জি- ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা-রোজগারে বরকত এবং আমৃত্যু হক্ব পথে অটল থাকার তাওফিকের জন্য খাছ দোয়ার আর্জি।
মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল মারুফ
কালাই, জয়পুরহাট।

কুরআন-সুন্নাহর আলোয় নবীজির (ﷺ) শান ও উম্মতের সৌভাগ্য

মুহাম্মাদ হাফেজ তানজিল আল-আমিন সিদ্দীকী

আমরা কতই না সৌভাগ্যবান! কত অমূল্য নেয়ামতের অধিকারী আমরা! আমরা যখন নিজের জীবনের দিকে তাকাই, তখন আমরা অসংখ্য নেয়ামত দেখতে পাই- ঈমান পেয়েছি, ইসলাম পেয়েছি, কুরআন পেয়েছি, নামাজ পেয়েছি, রোজা পেয়েছি, তাওবার সুযোগ পেয়েছি, আর সর্বোপরি পেয়েছি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এবং আরো পেয়েছি নবীজি পাক (ﷺ) উনার দেখানো পথে চলার জন্য একজন শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক আমাদের প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনাকে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন দয়া করে এমন নবী আমাদেরকে দিয়েছেন যার উম্মত হওয়ার জন্য সকল নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণ এমনকি হযরত ঈসা عليه السلام যিনি দোলনা থেকে নবী তিনি পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেছিলেন। তিনি বলতেন আয় আল্লাহ পাক! আমাকে নবী না বানিয়ে যদি আখেরি নবীজি পাক (ﷺ) উনার উম্মত বানাতেন তাহলে আমি বেশি খুশি হতাম। সুবহানাল্লাহ! আমরা এমন নবীর উম্মত হয়েছি যেই নবীজির উপর স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন নিজে দরুদ পেশ করেন, রহমতের সকল ফেরেশতাগণ দরুদ পেশ করেন শুধু তাই নয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত ঈমানদারগণকে নবীজি (ﷺ) উনার প্রতি দরুদ ও আদবের সহিত সালাম পেশ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

বাংলা অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক ও উনার ফেরেশতাগণ নবী (ﷺ) উনার প্রতি (ভালোবেসে) দরুদ পেশ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীজি (ﷺ) উনার প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং আদবের সহিত সালাম পেশ করো।" **(সূরা আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)**

উক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা আমরা জানতে পারলাম, স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা এবং রহমতের সকল ফেরেশতাগণ নবীজি পাক (ﷺ) উনার প্রতি ভালোবেসে দরুদ পেশ করেন। তাহলে একবার ভেবে দেখুন আল্লাহ তাআলা এমন নবীজির উম্মত আমাদেরকে দয়া করে বানিয়েছেন যেই নবীজি পাক (ﷺ) সকল নবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ মুবারক করেছেন-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন; তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন

এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৬৪)

এই আয়াত শরীফ আমাদের বুঝিয়ে দেয়, নবীজি পাক (ﷺ) উনার আগমন মুমিনদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। তিনি এমন এক সময়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, যখন মানবজাতি অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিরক, অন্যায়, জুলুম ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে সমগ্র জগতসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন-

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

"আমি আপনাকে সমগ্র জগসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে এখানে অনেকে বলেন 'বিশ্বনবী' নবীজিপাক (ﷺ) উনাকে বিশ্বনবী বললে বোঝা যাবে তিনি শুধু বিশ্বের জন্য রহমত। যা কখনই সঠিক নয়। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এখানে عَٰلَمْ বলা হয়নি।

যদি عَٰلَمْ বলা হতো তাহলে বলা যেত জগত বা বিশ্বের জন্য রহমত। কিন্তু এখানে (বহুবচন) عَٰلَمِينَ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, জগতসমূহ।

এখনকার সময়ে বাজারে অনেক অনুবাদ ও তাফসির দেখা যায়, যা অসংখ্য ভুল-ত্রুটি দিয়ে ভরা। যা পড়লে ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। নাউযুবিল্লাহ। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমাদের প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা উনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআন শরীফের ছয়টি ভাষায় সত্য ও সঠিক অনুবাদ এবং ছয়টি অনুবাদের বাংলা উচ্চারণসহ বিশ্ববাসীকে উপহার দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ। যাতে করে একদম নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চশ্রেণি পর্যন্ত সবাই যেন পড়তে পারে। এবং প্রধান ছয়টি ভাষায় অনুবাদ দেওয়া হয়েছে (আরবি, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, ফারসি) যাতে করে বাহিরের দেশের যারা আছেন তারা সবাই যেনো কুরআন শরীফের সঠিক অনুবাদ জানতে পারে। আলহামদুল্লিাহ্।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

ধর্ষণের শাস্তি সম্পর্কে ইসলাম যা বলে

মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ধর্ষণও কবিরা গোনাহের শামিল। সে কারণে যে কোনো ব্যক্তির ধর্ষণের শিকার হওয়ার পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক। ধর্ষণ থেকে বাঁচতে যদি ধর্ষণকারীকে হত্যা করার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়, তাতেও সমর্থন দিয়েছে ইসলাম। প্রিয় নবী রসূলে আকরাম (ﷺ) উনার ঘোষণাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি, সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে, সে শহিদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সে শহিদ। দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সেও শহীদ। আর সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়েছে, সেও শহিদ। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

সহীহ্ হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে আর সে প্রতিরোধে হত্যার মতো কোনো ঘটনা ঘটে তাতেও কোনো দোষ নেই। কেননা সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে যদি প্রতিরোধকারী নিহত হয় তবে সে পাবে শাহাদাতের মর্যাদা। এ প্রতিরোধে সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারীও নিহত হতে পারে। সমাজে ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তিকে বাঁকা চোখে দেখে। তার প্রতি অবহেলা ও নানান কটুক্তি করে থাকে মানুষ। যা কোনোভাবে কাম্য নয়। কেননা ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তি বল প্রয়োগকারী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির অত্যাচারের শিকার। ইসলামের আলোকে এ ব্যক্তি মাজলুম। তাই যে ব্যক্তি ধর্ষণের শিকার হয়েছে, তাকে ধর্ষণ হওয়ার কারণে যেমন অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা

যাবে না তেমনি তাকে বাঁকা চোখে দেখা কিংবা কটুক্তিও করা যাবে না।
পক্ষান্তরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণ্য এ অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয় তবে এ কারণে ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তির কোনো পাপও হবে না। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নবীজি পাক (ﷺ) ঘোষণা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুলবশত করা অপরাধ, ভুলে যাওয়া কাজ এবং বল প্রয়োগকৃত বিষয় ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ)
ইসলাম শুধু ব্যভিচারের শাস্তিই ঘোষণা করেনি বরং ব্যভিচারের সমগোত্রীয় ধর্ষণেরও মারাত্মক ভয়াবহ শাস্তির বিধানও রেখেছে। কেননা ব্যভিচার উভয় পক্ষের সম্মতিতে সংঘটিত হয় আর ধর্ষণ এক পক্ষের ইচ্ছায় অন্যের উপর ক্ষমতা বা বল প্রয়োগে হয়। তাই ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তি মাজলুম বা অত্যাচারিত। আর ইসলামে মাজলুমের কোনো শাস্তি নেই। এক্ষেত্রে শাস্তি হবে শুধু ধর্ষণকারীর। ইসলামে এ সব ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের সুস্পষ্ট বিধান রেখেছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় সংঘঠিত হয়। আর তাহলো-
>> যিনা বা ব্যভিচার।
>> বল প্রয়োগে সম্ভ্রম লুণ্ঠন
যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি ব্যক্তিভেদে দুই ধরনের হয়ে থাকে। ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত হয় তবে এক ধরণের শাস্তি। আর যদি বিবাহিত হয় তবে ভিন্ন শাস্তি।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি:

ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত হয় কমের পক্ষে চারজন পুরুষ ব্যভিচার দেখা স্বাক্ষী পাওয়া যায় তবে তাদের প্রকাশ্য বিচারালয়ে ১০০ বেত্রাঘাত করা। বেত্রাঘাতের সময় হদ বাস্তবায়নকারীর অন্তরে কোনো মায়া বা ভালোবাসা পোষণ করা যাবে না। বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তিব্যভিচারী যদি বিবাহিত হয়, কমের পক্ষে চারজন পুরুষ ব্যভিচার দেখা স্বাক্ষী পাওয়া যায় তবে তাদের প্রকাশ্যে পাথর মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করা।

ধর্ষকের শাস্তি:

বল প্রয়োগে যে ব্যভিচার সংঘঠিত হয় তাই ধর্ষণ। এক্ষেত্রে যে বল প্রয়োগ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করবে তার শাস্তি হবে। আর যে বল প্রয়োগের শিকার হবে তার কোনো শাস্তি হবে না। তবে ধর্ষকের শাস্তি প্রয়োগে একাধিক মত রয়েছে। যা তুলে ধরা হলো-

>> ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মত হলো-ধর্ষণের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ধর্ষক অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে পাথর মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করা।" (সূরা নূর, সূরা আহযাব ইত্যাদি)

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে এই ফিতনা-ফাসাদের সময়ে বর্তমান যামানার হক্বানী পীর-মুর্শিদ মুহাম্মাদ MMD. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সঠিক ব্যাখ্যা মেনে চলার এবং হক্বের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

(বলাৎকারের মুখোশ উম্মোচন-১ম খন্ড, ১০-১১ পৃষ্ঠা)

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন..........

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্বানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি যারা মুমিন দাবী করো "তোমরা সত্যবাদীদের (তথা হক্বানী অলীদের) সাথী হও।"

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের আমল, ঘটনা ও দলিল

মুহাম্মাদ রিহান ইসলাম আলিফ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত দিয়েছেন। সেই নিয়ামত হলো আমাদের আখেরী নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পাক ﷺ। সাহাবায়ে কেরাম এই নিয়ামত পেয়ে কতটা খুশি হয়েছিলেন এবং কিভাবে শুকরিয়া আদায় করতেন তার বাস্তব ঘটনা হলো

ঘটনা-১: সাহাবী رضي الله عنهم উনাদের সম্মিলিত শুকরিয়ার মজলিস

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا. قَالَ: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالُوا: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, একদিন হযরত মুয়াবিয়া ﵁ মসজিদে এসে দেখলেন সাহাবী ﵁ উনারা গোল হয়ে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আপনারা এখানে কেন বসেছেন?"

সাহাবী ﵁ উনারা বললেন, "আমরা আল্লাহর যিকির করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ উনাকে আমাদের নবী হিসেবে পাঠিয়ে আমাদের উপর ইহসান করেছেন, সে জন্য শুকরিয়া আদায় করছি।" মুয়াবিয়া ﵁ ৩ বার কসম করে জিজ্ঞেস করলেন "সত্যিই কি এই জন্যই বসেছেন?" সাহাবী ﵁ উনারাও ৩ বার কসম করে বললেন "হ্যাঁ, এই জন্যই বসেছি।" **দলীলসমূহ:** আল-মু'জামুল কাবীর-ইমাম তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-হাদিস নং: ১৭৩৪১)

ঘটনা-২: নবীজি পাক ﷺ নিজেই মিলাদ শরীফ পালন করতেন - সোমবারের রোজা রেখে মুমিনদেরকে ঐ মিলাদের দিনে নেক আমল করার উৎসাহ্ দিয়েছেন।

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

অর্থ: সাহাবী ﵁ উনারা রাসূল ﷺ উনাকে জিজ্ঞেস করলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, আপনি কেন প্রতি সোমবার রোজা রাখেন?"

নবীজি পাক ﷺ বললেন "এটা সেই দিন যে দিনে আমার মিলাদ হয়েছে। এবং এই দিনেই আমার উপর ওহী নাজিল হয়েছে। তাই আমি এই দিনের শুকরিয়া হিসেবে রোজা রাখি।" **দলীলসূমহ:** (সহীহ মুসলিম - কিতাবুস সিয়াম, হাদিস নং: ১৬২ , সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ২৪২৫, সুনানে তিরমিযী, হাদিস ৭৪৫)

কাসিদার জন্য হাস্সান ﵁ পক্ষে নবীজি ﷺ জিবরাঈল ﵇ দ্বারা সাহায্য করার দোয়া করেছেন: বুখারী ৩২১২ নং হাদীস:

ঘটনা-৩: হাস্সান বিন সাবিত ﵁ এর নাত ও প্রশংসা মাহফিল

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

অর্থ: হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা বলেন, রাসূল ﷺ হাস্সান বিন সাবিত ﵁ উনার জন্য মসজিদে মিম্বর বসিয়ে দিতেন। হাস্সান ﵁ সেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে নবীজি পাক ﷺ উনার শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং নবীজির প্রশংসায় কবিতা বলতেন।

নবীজি পাক ﷺ বলতেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক জিবরাঈল ﵇ দ্বারা হাস্সানকে সাহায্য করেন।"

(সহীহ বুখারী-কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং: ৩২১২, সহীহ মুসলিম-হাদিস ২৪৯০)

ঘটনা ৪: সাহাবী ﵁ উনাদের দরুদ ও সালামের মজলিস

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ

অর্থ: রাসূল ﷺ বলেছেন "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমআ'র দিন। তাই এই দিনে আমার উপর বেশি দরুদ পাঠ করো"।

(দলিলসূমহ: সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ১০৪৭)

উপরের হাদিস গুলো থেকে স্পষ্ট যে সাহাবায়ে কেরাম ﵁ ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ পালন করেছেন। তারা যিকির, আলোচনা, রোজা, দরুদ, নাত ও শুকরিয়ার মাধ্যমে নবীর আগমনের খুশি প্রকাশ করেছেন।

আমরা যদি সাহাবী (رضي الله عنهم) উনাদের অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের মিলাদ মাহফিলও সুন্নতের মধ্যে গণ্য হবে ইংশা-আল্লাহ্।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে নবীজি পাক ﷺ উনার আগমনের সঠিক শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান করুন- আমীন।

মুর্শিদ ক্বিবলা MMD. আশরাফ সিদ্দীকী উনার অসীলা দিয়ে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাওয়ার কারামত

আহমাদ সেজতি ইসলাম সুরভী

দিনটি ছিল ৪ই এপ্রিল ২০২৬ রোজ শনিবার। সেইদিন আমাদের সকলের প্রিয় জানের আক্বাজী উনার মাহফিল ছিল **"কিচক উম্মে হাবিবা (رضي الله عنها) মহিলা মাদ্রাসায়"**

মাহফিলে হাজিরা দিতে ৩ জন পীরবোন মিলে বগুড়া থেকে রওনা দিলাম কিচক মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে। যথাসময় পৌঁছে গেলাম মাদ্রাসায়। রাতে মুর্শিদ ক্বিবলার মাহফিল শুনে সকাল বেলা মাদ্রাসা থেকে বাসায় ফেরার জন্য সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম আমার সাথে থাকা পীরবোনটির ঘড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাগে যেই চেইনে রাখছিল ওই চেইনসহ ব্যাগটি তিনজন মিলে প্রায় ৫-৬ বার চেক করা হয়েছিল তবুও ঘড়িটি ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর যখন পাচ্ছিলাম না খুঁজে তখন মনটা অনেক খারাপ লাগছিল কারণ ঘড়িটি অন্য পীরবোনের হলেও আমার খুব পছন্দ ঘড়িটি। খুবই হতাশ হয়ে যখন বাসায় আসবো তখন মনে মনে নিয়ত করলাম মালিক আপনি নবীজি পাক ﷺ উনার মুবারক অসিলায় এবং আমার সম্মানিত জানের আক্বা মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অসিলায় ঘড়িটা মিলিয়ে দিন। তারপরে ওই পীরবোনকে আরেকবার ব্যাগটি দেখার জন্য বললাম। কিন্তু অবাক করা বিষয় এইবার দেখা গেল ঘড়িটা ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল। যেইব্যাগে কিছুক্ষণ আগেই কয়েকজন মিলে বেশ কিছুবার দেখা হয়েছিল কিন্তু ছিল না। ঘড়িটা পাওয়ার পরে আরেকটা পীরবোনও বললো তিনি নাকি মনে মনে নিয়ত করেছিল আল্লাহ পাক ঘড়িটি খুঁজে পেলে আমি আল্লাহর অলীর দরবারে টাকা হাদিয়া করব। এরপরে আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না নবীজি ﷺ উনার অসিলা দিয়ে এবং মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অসিলা দিয়ে একটি কারামত ঘটে গেল, আলহামদুলিল্লাহ। অতএব **যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

আলোর আগমন

মুহাম্মাদ আব্দুল মোমিন

রবিউল আউয়ালের চাঁদ উঠেছে। সকল মসজিদে সাজসাজ রব। চারদিকে দরূদ শরীফের সুমধুর ধ্বনি, শিশুদের মুখে হাসি, আর মানুষের হৃদয়ে নবীজি ﷺ-উনার প্রতি ভালোবাসার উচ্ছ্বাস। রায়হান তার দাদার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, "দাদা, মানুষ ১২ই রবিউল আউয়াল এত আনন্দের সঙ্গে পালন করে কেন?" দাদা মৃদু হেসে বললেন, "বাবা, এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান ব্যক্তিত্বের আগমনকে, যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ডেকেছেন। তিনি শিখিয়েছেন সত্যবাদিতা, দয়া, ন্যায়বিচার, ক্ষমা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।"

এরপর দাদা বললেন, "আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফে এ উপলক্ষ্যে সুন্দর কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ১১ই রবিউল আউয়াল যোহরের নামাজের পর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা এবং এলাকার সকল দিক থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষ্যে দাওয়াতি র‍্যালী বের হবে। সবাই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এতে অংশগ্রহণ করবে। র‍্যালিতে মহান আল্লাহর মহিমা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার প্রতি ভালোবাসার ধ্বনি উচ্চারিত হবে-

নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার!

নারায়ে রিসালাত - ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ!

সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ - ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ জিন্দাবাদ!

এরপর র‍্যালি শেষে সবাই সুন্নতি জামে মসজিদে সমবেত হবে। মাগরিবের নামাজের পর শুরু হবে ঈদে

মিলাদুন্নবী ﷺ-এর মাহফিল। পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, হামদ, নাত, দরূদ ও সালাম, নবীজি ﷺ-উনার আলোচনা এবং দোয়ার মাধ্যমে রাতব্যাপী মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে সাহরীর সময় সবাই একসঙ্গে সাহরী করবে। এরপর সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুন্নত রোজা রেখে ১২ই রবিউল আউয়ালের দিনটি ইবাদত, দরূদ, যিকির, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং মানুষের সেবার মাধ্যমে অতিবাহিত করবে। দাদা আবার বললেন, "তবে মনে রেখো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনাকে ভালোবাসা শুধু একটি দিনের অনুষ্ঠান নয়; তাঁর সুন্নাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করাই প্রকৃত ভালোবাসা।"

পরদিন রায়হান স্কুলে যাওয়ার পথে একজন বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করল। স্কুলে এক সহপাঠীর হারিয়ে যাওয়া কলম পেয়ে সেটি নিজের কাছে না রেখে শিক্ষকের কাছে জমা দিল। বিকেলে বাড়ি ফিরে মায়ের কাজে সাহায্য করল এবং রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করল। কয়েক দিন পর শিক্ষক রায়হানকে বললেন, "তোমার আচরণে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কী হয়েছে?" রায়হান হেসে উত্তর দিল, "আমি চেষ্টা করছি প্রিয় নবীজি ﷺ-উনার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গড়তে।" শিক্ষক আবেগভরে বললেন, "এটাই হলো প্রকৃত ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার প্রতি ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তাঁর চরিত্র ও আদর্শ আমাদের জীবনে ফুটে ওঠে। রবিউল আউয়ালের সেই সন্ধ্যায় গ্রামের আকাশে চাঁদ জ্বলজ্বল করছিল। রায়হান মনে মনে দোয়া করল- "ও আল্লাহ্ পাক! আমাদের সবাইকে প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী উনার প্রচেষ্টার অসীলায় প্রিয় নবীজি পাক ﷺ-উনার কুরআন শরীফ ও সুন্নাহর অনুসরণ করে সুন্দর চরিত্রের মানুষ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।"

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

বি:দ্র: কলাম, মতামত ও বিজ্ঞাপন বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

কুরআন-সুন্নাহর সনদসহ দলীলভিত্তিক এক অনন্য সংকলন- "ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী"।

☑ এই কিতাবে যা পাবেন:

★ হানাফী মাযহাবের সঠিক আমল ও আক্বীদা।

★ মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত।

★ সুন্নতী জীবন যাপনের সঠিক দিকনির্দেশনা।

★ বাত্বিল মতবাদের সনদসহ দলীলভিত্তিক দাঁতভাঙ্গা জবাব।

আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে এবং ঈমানি চেতনা জাগ্রত করতে আজই সংগ্রহ করুন এই অমূল্য রত্নটি।

◇ সংকলনে: অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD.** ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন- ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp)

আলহামদুলিল্লাহ্ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ এর রাতে **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসার ৪ জন হাফেজে কুরআনকে সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা পাগড়ী প্রদান করবেন।

স্বাস্থ্যকথা

ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে কিছু জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ

প্রিয় পাঠক ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আগস্টের শেষ এবং সেপ্টেম্বরের শুরু মানেই বর্ষার বিদায় আর শরতের নীল আকাশের আগমনী বার্তা। প্রকৃতির এই রূপবদলের সময়ে আবহাওয়ায় এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যায়-কখনো তীব্র ভ্যাপসা গরম, আবার কখনো হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি। আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনের কারণে আল্লাহর হুকুমে আমাদের শরীর খুব দ্রুত খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে এই ট্রানজিশন বা সন্ধিক্ষণে ঘরে ঘরে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ভাইরাস জ্বর, সর্দি-কাশি এবং শ্বাসকষ্টের মতো রোগের প্রকোপ জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়। ইসলামে সুস্থতাকে অত্যন্ত মূল্যবান নিয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, "দুটি নিয়ামতের বিষয়ে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা উদাসীন থাকে; তা হলো-সুস্থতা এবং অবসর।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬৪১২)। তাই ঋতু পরিবর্তনের এই সংবেদনশীল সময়ে নিজের ও পরিবারের সুরক্ষায় বিশেষভাবে সচেতন হওয়া জরুরি।

এই সময়ের প্রধান স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয়:

১. ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার চূড়ান্ত প্রকোপবছরের এই সময়টাতে (আগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বর জুড়ে) এডিস মশার বংশবিস্তার এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সাধারণত সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। **করণীয়:** বেশী করে আসতাগফিরুল্লাহ্, দরুদ শরীফ, কুরআন শরীফ পড়ুন ও আল্লাহ্‌র যিকির মুখে ও অন্তরে রাখুন পাশাপাশি বর্ষার বিদায়ের এই সময়ে ছাদ, ফুলের টব, ভাঙা প্লাস্টিকের পাত্র বা ডাবের খোসায় জমে থাকা পানি নিয়মিত পরিষ্কার করুন। দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানাবেন। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত প্লাটিলেট ও ডেঙ্গু টেস্ট (NS1) করান।

২. ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ভাইরাল ফিভার হঠাৎ রোদে ঘেমে যাওয়া এবং পরক্ষণেই বৃষ্টিতে ভেজার কারণে এই সময়ে তীব্র জ্বর, গা-ব্যথা এবং সর্দি-কাশির মতো ভাইরাল ইনফেকশন ঘরে ঘরে দেখা দেয়। **করণীয়:** বেশী করে আসতাগফিরুল্লাহ্, দরুদ শরীফ, কুরআন শরীফ পড়ুন ও আল্লাহ্‌র যিকির মুখে ও অন্তরে রাখুন বৃষ্টিতে ভিজলে দ্রুত শরীর ও চুল শুকিয়ে ফেলুন। হালকা গরম পানি পান করুন এবং কুসুম গরম পানিতে আদা, লেবু বা তুলসি পাতা মিশিয়ে চা পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

৩. কোল্ড অ্যালার্জি ও হাঁপানি (অ্যাজমা) সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাতাসে আর্দ্রতার তারতম্য এবং ধূলিকণার কারণে অনেকের কোল্ড অ্যালার্জি, সাইনাস এবং হাঁপানির সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।করণীয়: রোদ থেকে এসে সরাসরি এসির ঠাণ্ডা বাতাসে বসবেন না বা ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাবেন না। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহারের অভ্যাস রাখুন। এই সময়ের ফল ও পুষ্টি: বাতাবি লেবু ও কামরাঙা এই ঋতুতে বাজারে প্রচুর পরিমাণে বাতাবি লেবু (জাম্বুরা), কামরাঙা, পেয়ারা ও আমড়া পাওয়া যায়। এসব টক-মিষ্টি ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' এবং খনিজ উপাদান থাকে, যা ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে ফ্লু এবং ঠাণ্ডা-কাশির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার: আমাদের সামান্য সচেতনতা ও সতর্কতা বড় কোনো রোগ বা শারীরিক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত এই শরীরের আমানত রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: "আর তোমরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর তোমরা সৎকাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫)।

আসুন, আমরা আমাদের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, সুষম খাবার গ্রহণ করি এবং কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত জীবনযাপনের মাধ্যমে সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন। আমিন।

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন-আমীন।

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ মানবতা ও শান্তির চিরন্তন বার্তা

প্রিয় দ্বীনি পাঠক ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ঈমানী প্রেরণা ও আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে আবারও আমাদের মাঝে আবর্তিত হয়েছে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস। এই মোবারক মাসের ১২ তারিখে আখেরী রসূল হুযুর পাক ﷺ -উনার এই ধরাধমীতে শুভ আগমন ঘটেছিল। দিনটি মুসলিম বিশ্বের কাছে 'পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ ' হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং আনন্দের এক মহিমান্বিত স্মারক। পবিত্র কুরআন শরীফের ভাষায়, নবীজি পাক ﷺ -উনার আগমন সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক মহান রহমত। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ

“(ও আমার হাবীব ﷺ) আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।” (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০৭)। পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ কেবল আনন্দ উদযাপনের দিন নয়, বরং এটি আত্মোপলব্ধি এবং নবীজি পাক ﷺ -উনার প্রতি গভীর ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ। যে যুগে মানুষ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত, গোত্রে গোত্রে শত বছরের যুদ্ধ লেগে থাকত, আর দুর্বলদের ওপর চলত সবলের নিষ্ঠুর অত্যাচার-সেই ঘোর অন্ধকারের যুগে শান্তির মশাল জ্বালিয়েছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসুলুল্লাহ ﷺ। তিনি তাঁর অনুপম চরিত্র এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে এক সাম্য ও সৌহার্দ্যের সোনালী সমাজ উপহার দিয়েছিলেন। আজকের এই আধুনিক কিন্তু অশান্ত পৃথিবীতে আমরা যদি একটু তাকাই, তবে দেখব চারদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কালো ছায়া। মানবজাতি আজ এক চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই বৈশ্বিক ও সামাজিক ক্রান্তিলগ্নে নবীজি ﷺ-উনার রেখে যাওয়া আদর্শ এবং সুন্নাহর দিকে ফিরে আসাই মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে যে মানবাধিকার, নারী অধিকার এবং জাতিগত সমতার ডাক দিয়েছিলেন, তা-ই পারে বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি ও বৈষম্য দূর করতে। সহীহ্ হাদীস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন:

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ এমনকি তার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় পাত্র না হই।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নংঃ ১৫)। আর আল্লাহর রসূল ﷺ উনার প্রতি এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন আমরা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে উনার সুন্নাহর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাব। হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী এবং মান্থলী 'হক্বের দা'ওয়াত' পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা বিশ্বের সকল মুসলিম ভাই-বোনদের জানাই পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ-উনার আন্তরিক মুবারকবাদ। সেই সাথে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ, বারোপুর, বগুড়া সিটিতে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ-উনার দা'ওয়াতী র‍্যালী এবং রাত্রী জাগরণ অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবীজি পাক ﷺ-উনার খাঁটি উম্মত ও মুর্শিদ ক্বিবলা উনার খাঁটি মুরিদ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার তৌফিক দান করুন- আমিন।

"হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ আহ্বান"

প্রতিটি মানুষ জন্ম নেয় মুসলমান হয়ে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর অর্থাৎ মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (সহীহ্ বুখারী-১৩৮৫ নং হাদীস শরীফ) এরপর জন্মের পর যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন তার মা-বাবা যে ধর্মে থাকে সে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ১০ বছরের নিচে যেকোনো সন্তান মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু ১০ বছরের পর যখন সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ধরবেন। কেন সে সত্য সঠিক ধর্ম ইসলামকে মেনে নিলোনা। এখন ইসলাম ধর্মের মধ্যেও নানারকম দল-মত, ফিতনা-ফাসাদ। তিরমিযী শরীফের ২৬৪১ নং হাদীসের ভিত্তিতে ধর্মের নামে ৭৩টি দল হবে। এখন এই ৭৩টি দলের মধ্যে কোনটি হক্ব? ৭৩টি দলের মধ্যে সবাইতো নিজেকে হক্ব বলে দাবী করছে। ইসলামের নামে যতগুলো দল রয়েছে কোনো দলই ১৫০-২০০ বছর অতিক্রম করেনি। শুধুমাত্র পীর-মুরিদীর ইসলাম সিলসিলা বাই সিলসিলা নবীজি পাক ﷺ থেকে চলে আসতেছে।

আল্লাহর অলীরাই হিন্দুদেরকে কলেমা পড়িয়ে পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছেন। আর সেই মুসলমানের নাতি-পুতিরা মসজিদ, মাদ্রাসা বানিয়েছে। আর সেই মসজিদ-মাদ্রাসায় চাকুরী করে বলে পীর-মুরিদী মানেই ভন্ডামি। নাউযুবিল্লাহ্। এটাতো যার পাতে খাওয়া তার পাতেই পায়খানা করা হলো এবং গাছের গোড়া কেটে দিয়ে আগাতে ভাল থাকার মিথ্যা গল্প হলো।

আজকে সাধারণ মানুষেরা সঠিক ইসলাম মানতে চায় কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা যে, সঠিক ইসলাম কোনটা?

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমাকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে, তাদের জন্য হিদায়াতের সকল রাস্তা খুলে অলী-আল্লাহ্ দিয়ে থাকি। (সূরা আনকাবুত-৬৯ নং আয়াত শরীফ) কিন্তু আজকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তো দূরেই থাক কারো সামান্যতম চেষ্টাটুকুও নেই। তাহলে হক্ব পথ পাবে কিভাবে? আজকে আমরা বাজারে যখন কোনো জিনিস কিনতে যাই যেমন, কোনো কাপড় কিনতে গেলে সেটা কত যাচাই-বাছাই করে কিনি, কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর দরদাম করে সেটা কিনি। অথচ অনাদি-অনন্তকাল ধরে আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে থাকার বাসনা করি। কিন্তু বাত্বিল পথে নিজের জীবন অর্থ, সময়, শ্রম ব্যয় করলে কখনো জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। জান্নাতে যেতে হলে হক্ব পথে থাকতে হবে।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী বলেন, "যারা হক্ব পথে চলতে চান কিন্তু হক্ব খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল সেটা বুঝতে পারছেন না, তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে এবং তাহাজ্জুদ নামাজের সময়ে উঠে মন খুলে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদুন আর এভাবে দোয়া করুন, আয় আল্লাহপাক! আপনার এবং আপনার হাবীব ﷺ উনার সন্তুষ্টির পথে চলতে চাই। দয়া করে এই গুনাহগার বান্দাকে আপনার ও হুজুর পাক ﷺ উনার সরল, সঠিক ও সন্তুষ্টির হক্ব পথ দেখান, হক্বের পথে কবুল করুন। এভাবে প্রতিদিন দোয়া করতে থাকুন, চেষ্টা করুন ও খুঁজুন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহপাক আপনাকে মাহরূম করবেন না। আল্লাহপাক অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে উনার সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন। ঐ জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে দলীয় স্বার্থে অন্ধ না হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও নবীজি ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র নিয়ত, চেষ্টা এবং দোয়া এই তিনটি জিনিস থাকলে সে হক্ব পথ পাবেই ইনশা-আল্লাহ্।"

"হক্বের দা'ওয়াত"

বর্তমান যামানায় বাইয়াত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর জেনুইন ইসলাম যিনি নিজে মানছেন এবং সাধারণ মানুষদেরকে মানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তিনি হচ্ছেন বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী**। তিনি মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নতকে অনুসরণ-অনুকরণ করেন। ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো পরনারী শিশু মেয়ের সাথেও তিনি কখনো দেখা করেন না। (পাতিলের ভাত হয়েছে কিনা এজন্য পুরো পাতিলের ভাত টিপে দেখতে হয়না তার জন্য উপর থেকে একটি ভাত টিপলেই পুরো পাতিলের খবর পাওয়া যায়। **হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি যদি মুমিন দাবী করো "তোমরা সত্যবাদীদের (তথা হক্বানী অলীদের) সাথী হও।"** জীবনে একবার জুমআ'র নামাজে অংশগ্রহণ করে হলেও উনার সোহবতে আসুন। উনার সোহবতে আসা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে ইন্টারনেট থেকে ছবি-ভিডিও মুক্তভাবে উনার একটি ওয়াজ হলেও শুনুন। উনার লিখিত কিতাবগুলো পড়ুন। তাহলে সঠিক ইসলাম জানতে, বুঝতে ও মানতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হক্ব পথে কবুল করুন-আমীন।

হক্বানী আলেম ও অলী হওয়ার নিয়তে
আমাদের দরবার তথা হক্বের দা'ওয়াতে
বাইয়াত ও ভর্তি হোন,
হক্বানী অলী ও আলেম বানানোর নেক নিয়তে
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, আমার এই অন্তর্দৃষ্টিহীনতা আর কতদিন থাকবে? হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, যে পর্যন্ত তুমি কোনো কামিল পীরের শরণাপন্ন না হবে, তাঁর গৃহের চৌকাঠকে নিজের বালিশ না বানাবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে কঠোর সাধনায় লিপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত তুমি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবে না। (ইলমে তাসাউফ ও মা'রেফতের গুপ্ত ভান্ডার-১৯৬ পৃষ্ঠা)

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ ও এতিমখানা মাদ্রাসার বহুমুখী দ্বীনি কাজ চলছে এবং কিতাব লেখনীর কাজ চলছে। উক্ত হক্বের জিহাদে আপনিও চাইলে শরীক হয়ে সদকায়ে জারীয়ার ছওয়াব হাসিল করতে পারেন।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার একমাত্র নিজস্ব নাম্বার

০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/নগদ/রকেট)

অথবা

অনলাইন ব্যাংকিং "ইসলামী ব্যাংক বড়গোলা শাখা বগুড়া (BD)

Md Ashraf Alimullah

একাউন্ট নম্বর-

২০৫০৩১২০২০০১৪৪৪০৭